এল জি ই ডি'র

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২৩-২০২৪

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকাশকাল

অনলাইন

৩০ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আলি আখতার হোসেন

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

সমন্বয়ক

শেখ মুজাক্কা জাহের

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-২)

মনিটরিং, অডিট, প্রকিউরমেন্ট ও আইসিটি ইউনিট

জাবেদ করিম

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

সম্পাদনা

আবু সালেহ মোঃ হানিফ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

মোঃ জসিম উদ্দিন

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পরিকল্পনা ও গবেষণা শাখা

সহযোগিতায়

মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক, প্রকল্প পরিচালক, আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প

মোঃ আব্দুল বারেক, প্রকল্প পরিচালক, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইউজিআইপি)

মোঃ ইনামুল কবীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

মোঃ রফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

মোঃ আব্দুল খালেক, নির্বাহী প্রকৌশলী, ক্রিলিক

সালমা শহীদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি সদর দপ্তর

সোনিয়া নওরিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), প্রকিউরমেন্ট শাখা

মৌসুমী সালমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা

মোঃ আতাউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল শাখা

সোহানা পারভীন, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

মোঃ আমিনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিকল্পনা শাখা

ফারহানা লিমা, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

তানভীর রশীদ, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, আইসিটি শাখা

শারমীন আকতার, সহকারী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

শ্রেয়সী শওকত আনিকা, সহকারী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা

খান মো. রবিউল আলম (মিডিয়া কনসালটেন্ট, আরসিআইপি)

মেহেবুব আলম বর্ণ (কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইএমসিআরপি)

গ্রাফিক্স ডিজাইন

লোকন বড়ুয়া (রূপম) (সহকারী ব্যবস্থাপক/গ্রাফিক্স ডিজাইনার, অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস)

এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের সহায়তায় মনিটরিং ও মূল্যায়ন (এম এন্ড ই) ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত

উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এলজিইডি গত শতাব্দির ৬০-এর দশকে পল্লিপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করে, যা সময়ের পরিক্রমায় পল্লি, নগর, ও পানিসম্পদ সেক্টরে বিস্তৃত হয়েছে। এলজিইডির কার্যক্রমের ফলে দেশের গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী সড়ক নেটওয়ার্ক। মানুষ সহজে যাতায়াত, পণ্য পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছে। এ সড়ক নেটওয়ার্ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সকল আর্থসামাজিক সূচকের অগ্রগতি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডি পল্লি সেক্টরের আওতায় নির্মিত সড়ক ও অবকাঠামো কেবল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ কার্যক্রম দুস্থ ও অসহায় নারীদের কর্মস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করছে। এলজিইডি গ্রামীণ গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ কৃষি, অকৃষি পণ্য বিপণন সুবিধা ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডির নগর সেক্টর কার্যক্রম দেশের প্রায় সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশে নগরায়ণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে নগরে বা শহরে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ বাস করে। অচিরেই তা শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নগরবাসীদের উন্নত সেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবার মান উন্নয়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। অন্তবর্তীকালীন সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডির নগরকেন্দ্রিক কার্যক্রমের ফলে নগর পরিচালন ব্যবস্থা গতিশীল এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর কার্যক্রমের আওতায় ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রম কৃষি ও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডি সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নির্মিত সড়ক ও অবকাঠামো সচল ও ব্যবহার উপযোগী রাখা। একই সঙ্গে ব্যয় ও সময় না বাড়িয়ে নির্দিষ্টসময়ের মধ্যে প্রকল্প কাজ সম্পন্ন করা। কাজের গুণগত মান বজায় রেখে স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে, অবকাঠামো টেকসই নিশ্চিত করতে হবে।

অন্তবর্তীকালীন সরকার সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে যার মূল ভিত্তি হলো এসডিজির অন্যতম মূলনীতি 'উন্নয়নের সুফল থেকে বাদ যাবে না কেউ'।

আমি জেনে আনন্দিত যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি ভৌত অর্জন ৯৮.২৩ ভাগ এবং আর্থিক অর্জন ৯৮ ভাগ। সার্বিক বিবেচনায় এটা বেশ আশাপ্রদ অগ্রগতি। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এ. এফ. হাসান আরিফ

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি-অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন রাখছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। উল্লেখ্য, এলজিইডি বার্ষিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে-যা সংস্থার পেশাগত উৎকর্ষের একটি ভালো নমূনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এলজিইডি পল্লি, নগর এবং পানিসম্পদ সেক্টরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশজুড়ে গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। জনগণ স্বল্পসময়ে ও কমখরচে যাতায়াত করতে পারছে। পণ্য ও সেবা পরিবহন সহজতর হয়েছে। ফলে উৎপাদন বেড়েছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে কৃষক উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণ করতে পারছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি নগর উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। শহরগুলোতে দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে শহরে কাঙ্খিত নাগরিক সেবা প্রদান পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। এলজিইডি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে ক্রমাগতভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

দেশের খাদ্য ও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রমের ভূমিকা রয়েছে। দুর্যোগকালীন জানমাল রক্ষায় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পরিবেশের সুরক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শুধু তাই নয়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি জলবায়ুবান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এলজিইডি কাজের গুণগত বজায় রেখে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। দেশজুড়ে স্থাপিত ল্যাবরেটরিগুলোতে নির্মাণ সামগ্রির মান পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা হচ্ছে, যা দক্ষতার সঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এলজিইডি সমন্বিত কার্যক্রম দেশের সার্বিক অগ্রগতির শক্ত ভিত রচনা করে চলেছে।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে এলজিইডির একবছরের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট এলজিইডির সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রসঙ্গকথা

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি ছিল শতকরা ৯৮.২৩ ভাগ এবং আর্থিক ৯৮ ভাগ (অবমুক্তির ভিত্তিতে)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল ২১,৯৫১.৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ২১,৫৯৮.৬২ কোটি টাকা এবং এলজিইডি ২১,২০৪.১৩ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

মোট ১৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা হলো ৯১, নগর সেক্টরে ৩৫ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে ৪টি এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে রাজস্ব খাতের বরাদ্দের ছিল শতকরা ৭৭.৭২ ভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন ছিল শতকরা ২২.২৮ ভাগ।

এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যের পেছনে কাজ করছে মূলত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলজিইডি দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মঅভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডির পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বেশকিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এলজিইডিকে প্রদান করেছে।

এলজিইডি বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে এলজিইডির কার্যক্রম বিশেষ অবদান রাখছে।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এলজিইডির অনুকূলে প্রতিবছর মূল এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে যে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয় তার একটি বড় অংশ থাকে এলজিইডির অনুকূলে। এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এডিপি বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র নজির স্থাপন করেছে।

এলজিইডি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। উপদেষ্টা ও সচিব মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনা চলার পথ সহজ করেছে। উপদেষ্টা ও সচিব মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলস পরিশ্রম করে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মোঃ আলি আখতার হোসেন

সূচিপত্র

অধ্যায়-০১

এলজিইডি

এলজিইডি ---------- ০২
এলজিইডির প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবিকাশ ---------- ০২
অভিলক্ষ্য ---------- ০৩
রূপকল্প ---------- ০৩
অধিক্ষেত্র ---------- ০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম ---------- ০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ---------- ০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকা ---------- ০৫
এলজিইডির পথপরিক্রমা লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও ---------- ০৬
এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীগণ ---------- ০৮

অধ্যায়-০২

এলজিইডি'র কার্যক্রমের আর্থসামাজিক প্রভাব

এলজিইডি'র কার্যক্রমের আর্থসামাজিক প্রভাব ---------- ১০
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির অভিযাত্রা ---------- ১০

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪ ---------- ২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ---------- ২০
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন ---------- ২১
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ---------- ২২
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ---------- ২৩
নতুন প্রকল্প ---------- ২৩

অধ্যায়-০৪

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন ---------- ২৬
এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৩০
১১টি ইউনিয়নকে এক সুতাতে গেঁথে রাখা– কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর ওপর সেতু ---------- ৩১
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন ---------- ৩২
এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৩৭
পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক এর মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণ ---------- ৩৮

পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন ---------- ৩৯
এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৪০
বরুলিয়া খাল উপ-প্রকল্প বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন ---------- ৪১

অধ্যায়-০৫
এলজিইডির অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশেষ কার্যক্রম

পার্বত্য অঞ্চল ---------- ৪৪
হাওর অঞ্চল---------- ৪৫
বরেন্দ্র অঞ্চল ---------- ৪৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ---------- ৪৯
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম ---------- ৫০
দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম : চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ----------৫১
সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ---------- ৫২

অধ্যায়-০৬
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো---------- ৫৪
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প---------- ৫৫
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ---------- ৫৫
ভূমি মন্ত্রণালয়
সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) শীর্ষক প্রকল্প---------- ৫৬
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট শীর্ষক প্রকল্প ---------- ৫৭
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, জামালপুর শীর্ষক প্রকল্প---------- ৫৭
কৃষি মন্ত্রণালয়
আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ---------- ৫৮

অধ্যায়-০৭
ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

ভূমিকা---------- ৬০
প্রশাসনিক ইউনিট----------৬১
পরিকল্পনা ইউনিট ---------- ৬৩
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট---------- ৬৬
আইসিটি ইউনিট ---------- ৬৯
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট---------- ৭৩

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ---------- ৭৬
প্রশিক্ষণ ইউনিট ---------- ৭৮
ডিজাইন ইউনিট ---------- ৮০
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট ---------- ৮২
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৮৪
সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৮৬

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ---------- ৯০
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ---------- ৯০
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ ---------- ৯০
জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: আইজিইপিএল ---------- ৯১
দিবাযত্ন কেন্দ্র ---------- ৯১
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন ---------- ৯২
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৪ ---------- ৯২
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৩
নগর উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৬
পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৮
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৪ ---------- ১০০

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

এলজিইডিতে গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল ---------- ১০৬
প্লাস্টিক রোড ---------- ১০৭
গ্রামীণ সেতু তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (RuBIMS) ---------- ১০৮

অধ্যায়-১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ---------- ১১০
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ---------- ১১০
পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ ---------- ১১১
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প ---------- ১১২

অধ্যায়-১১

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এএলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস ---------- ১১৪
এফআইএমএস ---------- ১১৪
জিআইএস পোর্টাল ---------- ১১৪
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ ---------- ১১৪

আইডিআইএস ---------- ১১৪
জিআরআইএস
রেগুলার সার্ভে মডিউল ---------- ১১৫
ড্যামেজড সার্ভে মডিউল ---------- ১১৫
অন্যান্য কার্যক্রম ---------- ১১৫

অধ্যায়-১২

মিশন

মিশন ---------- ১১৮
সিআরডিপি-২ (এডিবি মিশন) ---------- ১১৮
আরটিআইপি-২ (বিশ্বব্যাংক মিশন) ---------- ১১৮
সিটিআইপি (এডিবি মিশন) ---------- ১১৮
আরসিআইপি (এডিবি মিশন) ---------- ১১৯

অধ্যায়-১৩

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার ---------- ১২২
বার্ষিক প্রতিবেদন ---------- ১২২
এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ---------- ১২৩
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ---------- ১২৩
অন্যান্য প্রকাশনা ---------- ১২৩

অধ্যায়-১৪

বিবিধ

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) ---------- ১২৬

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৩২
পরিশিষ্ট-খ: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৩৮
পরিশিষ্ট গ: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৩৯
পরিশিষ্ট-ঘ: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৪০

অধ্যায় ১
এলজিইডি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবিকাশ ---------- ০২

এলজিইডির কর্মধারার ক্রমবিকাশ ---------- ০২

অভিলক্ষ্য ---------- ০৩

রূপকল্প ---------- ০৩

অধিক্ষেত্র ---------- ০৩

এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম ---------- ০৩

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ---------- ০৪

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকা ---------- ০৫

এলজিইডির পথপরিক্রমা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও ---------- ০৬

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীগণ ---------- ০৮

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমবিকাশ

গ্রামীণ গত শতাব্দির ষাটের দশকের শুরুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পল্লীপূর্ত কর্মসূচি' শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' ও পরে 'পূর্ত কর্মসূচি উইং' গঠন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে সরকার এলজিইবিকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে গঠন করে যা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এলজিইডির কর্মধারার ক্রমবিকাশ

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে পল্লি উন্নয়নের মূল প্রভাবক হিসেবে পল্লি সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে, যেসব গ্রামীণ হাট-বাজার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ১,৪০৮টি গ্রামীণ হাট-বাজার 'গ্রোথসেন্টার' হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশিত করা হয়। এসব গ্রোথসেন্টার ও অন্যান্য হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থাপিত সংযোগের ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়কগুলোকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- ফিডার সড়ক, গ্রামীণ সড়ক: আর-১ সড়ক, আর-২ সড়ক ও আর-৩ সড়ক।

গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড (জিসিসিআর)

১৯৮৮ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ফরিদপুর জেলায় সাউথওয়েস্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দুটি সড়কের সড়কবাঁধ (এমবেঙ্কমেন্ট) এলজিইবি'র মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পাইলট হিসেবে নির্মাণে সম্মত হয়। এ পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের ভিত্তিতে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি 'স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস'-এর আওতায় গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড (জিসিসিআর) কর্মসূচি নিয়ে আসে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল মাটির কাজের মাধ্যমে গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কের উন্নয়ন। এই কর্মসূচি গ্রহণের আগ পর্যন্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন কিছু সড়ক ব্যতীত গ্রামীণ সড়কগুলো ছিল অপ্রশস্ত, কিছু ক্ষেত্রে খুবই সরু এবং কিছু ক্ষেত্রে ছিল শুধু মাটির আইল। কোনো রকম জমি অধিগ্রহণ ছাড়া কেবলমাত্র জনগণকে সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে মাটির কাজ দ্বারা এসব সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ছিল সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ।

জিসিসিআর কর্মসূচির মাধ্যমে সড়কের উপরিভাগ ২৪ ফুট চওড়া করে মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমে প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১২ হাজার মিটার সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড' কর্মসূচিই প্রথম কর্মসূচি, যার মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে দেশের সকল গ্রোথসেন্টারকে ২৪ ফুট প্রশস্ত সড়ক দ্বারা জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

ইউনিয়ন সড়ক

এদিকে ১৯৯৫ সালে কেয়ার বাংলাদেশ পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর আওতায় ইউনাইটেড স্টেটস্ অ্যাসিসটেন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তায় 'ইন্টিগ্রেটেড ফুড ফর ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এর মাধ্যমে ১৯৯৫-২০০০ সময়কালে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ১৮ ফুট প্রশস্ত সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে গ্রামীণ সড়কের দৈর্ঘ্য (পাকা ও কাঁচা) প্রায় পৌনে ৪ লক্ষ কিলোমিটার। এ বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে কোনো ধরনের জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই জনগণের দানে। বিশ্বব্যাপী জনঅংশগ্রহণে এতো বড়ো সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার নজির বিরল। মূলত এ দুটি কর্মসূচিই দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের পরিকল্পিত কাঠামো তৈরি করেছে।

এলজিইডির সড়ক

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্র্যাটেজি স্টাডি'-এ ইতোপূর্বে ঘোষিত ১,৪০৮টির পরিবর্তে ২,১০০ টি গ্রোথসেন্টারকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। একই স্টাডিতে সড়কের শ্রেণি পুনর্বিন্যাস ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। সড়কগুলোকে সাতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে পল্লি এলাকার চার শ্রেণির সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এলজিইডিকে। এগুলো হলো– ফিডার রোড টাইপ-বি, রুরাল রোড ক্লাস-১ (আর-১), রুরাল রোড ক্লাস-২ (আর-২) এবং রুরাল রোড ক্লাস-৩ (আর-৩)।

পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সড়কসমূহ ছয়টি শ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুনর্নিধারণ করা হয়। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (গ্রাম সড়ক-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত গ্রাম সড়ক-বি) এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এসব সড়কের ওপর (১,৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের) সেতু নির্মাণের জন্য দায়িত্ব পায়।

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থসামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল অধিদপ্তর। এলজিইডির কাজের অধিক্ষেত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধিক্ষেত্রের আওতায় রয়েছে পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

এলজিইডির কার্যক্রম পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ঘিরে বাস্তবায়িত হয়। নিজস্ব অধিক্ষেত্রের কাজ বাস্তবায়ন ছাড়াও এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহয়তা দিয়ে থাকে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার সমতা, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি এলজিইডির বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

চিত্র-১.২: এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এলজিইডির সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪; এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১,৬৭২টি, দ্বিতীয় শ্রেণির পদ ২,২৮৯টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩৮৪টি ও ২,০৪৯টি।

পদবিন্যাস

প্রধান কার্যালয়

রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও-এ এলজিইডির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত, যেখানে মোট জনবল সংখ্যা ৩১৯। সদর দপ্তরে সংস্থাপ্রধান হিসেবে ১ জন প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-১), ৭ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রয়েছেন।

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়

দেশের ৮টি বিভাগে রয়েছে বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়। এসব কার্যালয়ে জনবল সংখ্যা ১৩ (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে ১৬ জন করে)। এলজিইডির কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি অঞ্চলে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরের জনবল সংখ্যা ১৫।

জেলা ও উপজেলা কার্যালয়

এলজিইডির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ৩২-৩৪ জনবল বিশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় ২১ জনবল বিশিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়।

মোট জনবলের হিসাবে উপজেলা পর্যায়ে জনবল শতকরা ৭৬.৯৪ ভাগ, জেলা পর্যায়ে শতকরা ১৬.১০ ভাগ, অঞ্চল ও বিভাগে শতকরা ৩.০৬ ভাগ অর্থাৎ মোট জনবলের ৯৭.৬২ শতাংশ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। সদর দপ্তরে রয়েছে শতকরা ২.৩৮ ভাগ।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০৪টি (১.৫২%) ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ রয়েছে, যার আওতায় ৬১টি জেলা পরিষদে ১৮৩ জন ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), সহকারী প্রকৌশলী(পুর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্য-সহকারী/সার্ভেয়ার প্রেষণে পদায়ন করা হয়।

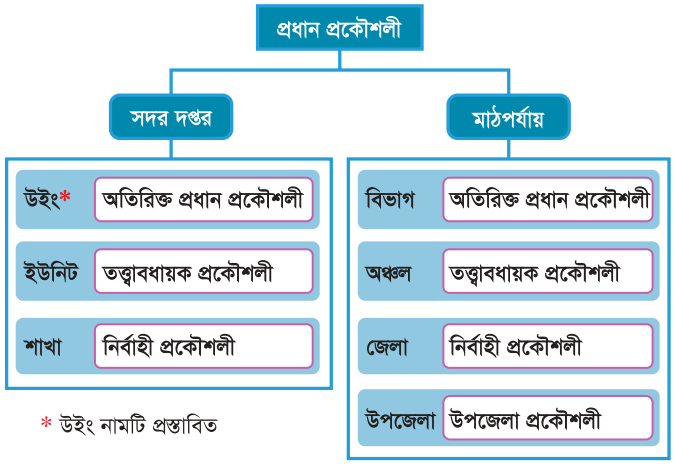

চিত্র-১.৩: এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত)

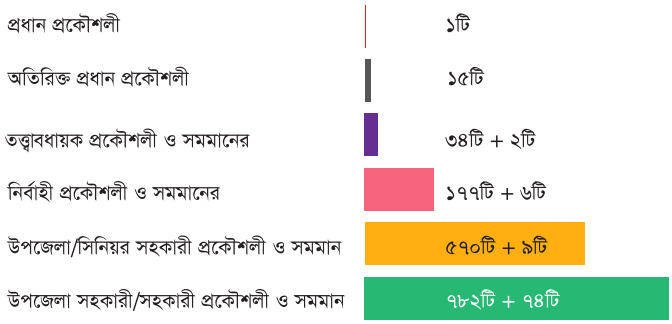

চিত্র-১.৪: এলজিইডির প্রকৌশলীদের পদবিন্যাস

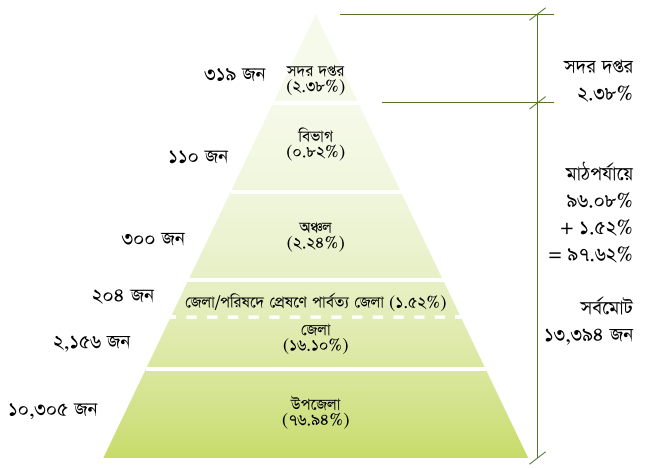

চিত্র-১.৫: জনবলের বিভাজন

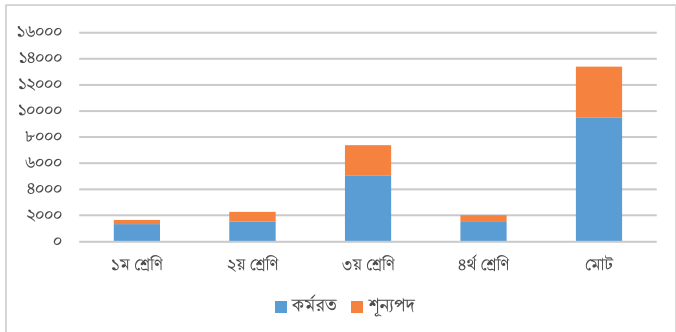

চিত্র-১.৬: শূন্যপদ

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকা

এলজিইডি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল অধিদপ্তর। এর কার্যক্রম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃণমূল পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে প্রয়োজন স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই বাস্তবতায় জনসাধারণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের ৮টি প্রশাসনিক বিভাগকে ভাগ করা হয়েছে একাধিক অঞ্চলে। প্রত্যেক বিভাগের আওতায় একাধিক জেলার সমন্বয়ে মোট ২০টি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক এলাকাসমূহ নিচে বাংলাদেশের মানচিত্রের দেখানো হলো-

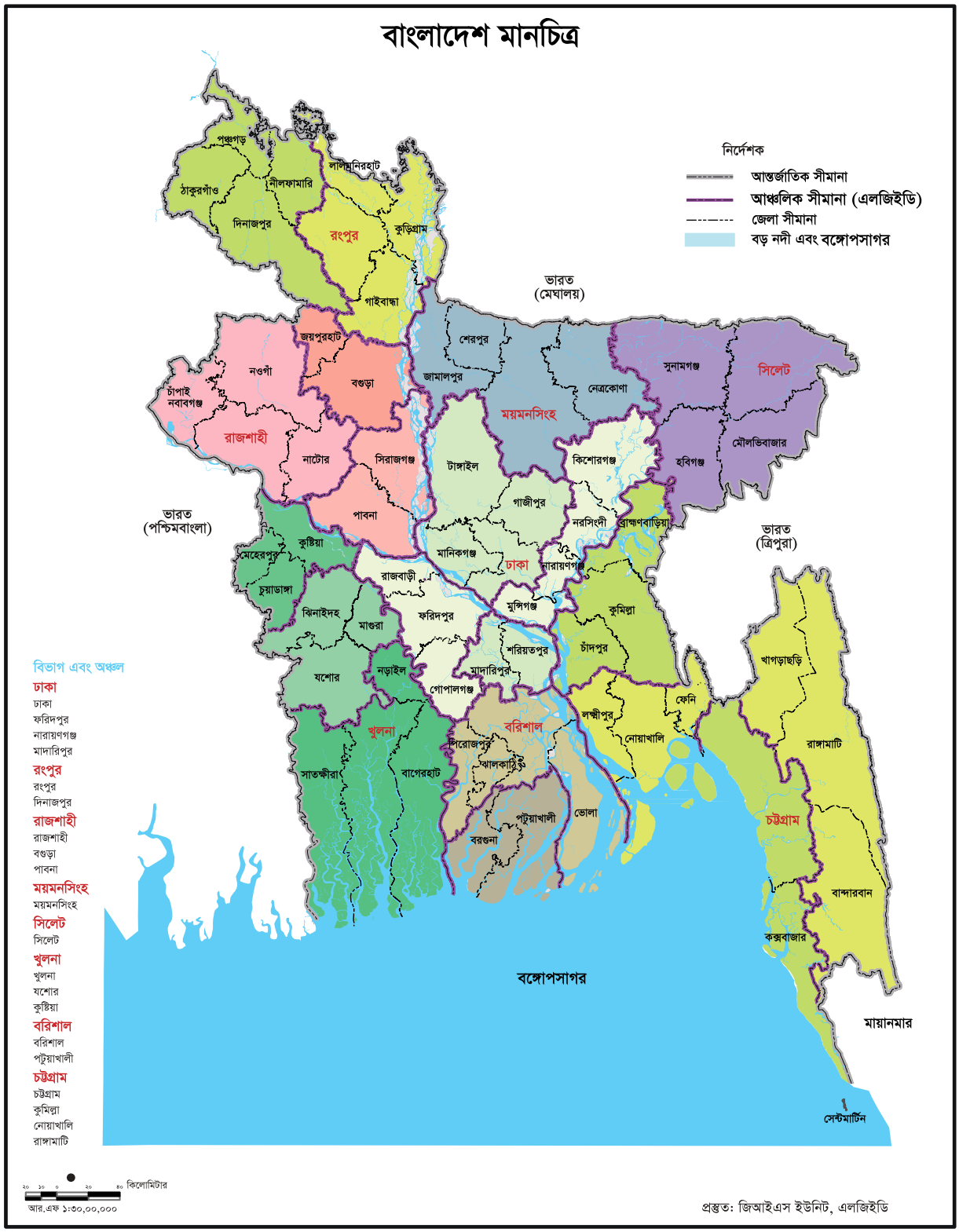

চিত্র-১.৭: বাংলাদেশ মানচিত্র

এলজিইডির পথপরিক্রমা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে এ দেশের পল্লি উন্নয়নের জন্য একটি মডেল প্রস্তাব করা হয়, যা 'কুমিল্লা মডেল' নামে পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লায় অবস্থিত তৎকালীন পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুমিল্লা মডেল'-এর বিকাশ ঘটে।

পল্লি উন্নয়নের জন্য কুমিল্লা মডেলে চারটি কম্পানেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত চারটি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বা রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম (আরডব্লিউপি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুটি – (১) গ্রামীণ যোগাযোগ ও ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টি এবং (২) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ। এর ফলশ্রুতিতে পিএল-৪৮০-এর খাদ্য সহায়তায় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সেল গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে একটি সেমিপাকা টিনশেড ভবনে ছিল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়। খুলনা জেলা বোর্ডের পল্লীপূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এই সেলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগ দেন। এসময় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে পূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনিও এর কিছুদিন পর পূর্ত কর্মসূচি সেলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন। এরপর প্রকৌশলী মোখলেসুর রহমান এবং মনোয়ার হোসেন চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেল-এ যোগদান করেন।

লালমাটিয়ায় এলজিইবি/এলজিইডি-এর অস্থায়ী প্রধান কার্যালয়

পূর্ত কর্মসূচি সেলে কর্মরত প্রকৌশলীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে উক্ত সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়। ১৯৮০ সালে খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-তে চাকরি নিয়ে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে চলে যান। পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বা এলজিইবি নামের স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে এলজিইবির নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়।

তিনি নতুন এই সংস্থার সদর দপ্তর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে আগারগাঁওয়ে জমির বরাদ্দ লাভে সক্ষম হন। ১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৭ এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১৮ এর আওতায় এই জমিতে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি ভবনটি উদ্বোধন করা হয়। এদিকে ১৯৯৯ সালের ১৬ মে জাপান সরকারের সহায়তায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার– আরডিইসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। ১৫-তলা ভবনটি ২০০৫ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

আগারগাঁও-এ এলজিইডি প্রধান কার্যালয়

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীগণ

১৯৮৪ সালের ২৭ অক্টোবর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের ২৪ আগস্ট একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এসময় প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক প্রথম প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় থেকে ২০২৪-এর জুন পর্যন্ত মোট ১৫ জন প্রকৌশলী এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এলজিইডির প্রথম প্রধান প্রকৌশলী। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান বুয়েট) থেকে পুরকৌশলে স্নাতক এবং ১৯৭৯ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইবি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর মাত্র দশ বছরে প্রতিষ্ঠাটি পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে রূপান্তরিত হয়, যা অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা।

পর্যায়ক্রমে যাঁরা প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেছেন–

মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী
মোঃ আতাউল্লাহ ভূঁইয়া
মোঃ শহিদুল হাসান
মোঃ নুরুল ইসলাম
মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
শ্যামা প্রসাদ অধিকারী
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মোঃ খলিলুর রহমান
মোঃ রেজাউল করিম
এ, কে আজাদ
সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য
মোঃ মতিয়ার রহমান
মোঃ আব্দুর রশীদ খান
সেখ মোহাম্মদ মহসিন

বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী

মোঃ আলি আখতার হোসেন

অধ্যায়-০২

এলজিইডির কার্যক্রমের আর্থসামাজিক প্রভাব

এলজিইডি'র কার্যক্রমের আর্থসামাজিক প্রভাব ---------- ১০
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির অভিযাত্রা -- ১০

এলজিইডি'র কার্যক্রমের আর্থসামাজিক প্রভাব

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির মূল লক্ষ্য পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা। সূচানলগ্নে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে তা নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে সম্প্রসারিত হয়।

পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এলজিইডি দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এলজিইডি দেশজুড়ে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এর ফলে যাতায়াতের গতিশীলতা বেড়েছে। দেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ এখন আধ ঘণ্টার মধ্যে এলজিইডি নির্মিত সারা বছর চলাচল উপযোগী পাকা সড়কে উঠতে পারে। রাজধানী থেকে দেশের যেকোনো প্রান্তে এখন দিনের মধ্যে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ মানুষ যাতে উন্নত সড়ক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে এলজিইডি কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট ছাড়াও এলজিইডি গ্রোথসেন্টার, গ্রামীণ হাটবাজারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

এ বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মানুষ স্বল্পসময়ে ও স্বল্পখরচে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারছে। কৃষক উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারছে। এ সড়ক নেটওয়ার্ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সকল আর্থসামাজিক সূচকে বিশেষ মাত্রা যোগ করে চলেছে। সড়কে চলাচলের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকা- ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যাতায়াতের এ গতি সার্বিক জীবনযাত্রার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে। জনগণের মধ্যে জীবনমান পরিবর্তনে স্বপ্নের জাগরণ ঘটেছে।

এলজিইডি নগর পরিচালন ব্যবস্থার মান উন্নয়নে দেশের প্রায় সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা নাগরিক পরিষেবার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এলজিইডির কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। যুগপৎভাবে এলজিইডি নগর দারিদ্র্য হ্রাস, নাগরিক সেবা সহজিকরণে, রাজস্ব সংগ্রহ ডিজিটালাইজড করতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে সহায়তা দিয়ে আসছে।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯-এর আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর কমান্ড এরিয়ায় মধ্যে বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য চাষে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। এলজিইডির বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ হাওর অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, যা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকাও রাখছে। জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু এবং পরিবেশের ওপর ফেলেছে ইতিবাচক প্রভাব।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে প্রতিবছর নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। এলজিইডি উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য বহুমুখী সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করছে, যাতে দুর্যোগের সময় মানুষ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে। এ সকল অবকাঠামো সারাবছর শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে। এলজিইডি জেন্ডার সমতা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক সকল সূচকের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির অভিযাত্রা

এসডিজি বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণে সমন্বিত-সুচিন্তিত সময়নিষ্ঠ কর্মপরিকল্পনা। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। এর আগে ২০০০-২০১৫ মেয়াদে বিশ্বব্যাপী মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এমডিজি'র তুলনায় এসডিজি আরও ব্যাপক। এসডিজি'র বৈশিষ্ট্য হলো রূপান্তরমুখী, অংশীদারত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সর্বজনীন। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল জনগণকে উন্নয়নের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে।

এসডিজি'র মূল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে এমন একটি দেশে পরিণত হবে, যেখানে উন্নয়ন সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়'। এসডিজি'র মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্ট নিয়ে কাজ করছে। অভীষ্টে অন্তর্গত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এলজিইডি ২২টি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ প্রকাশনায় এসডিজি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা এবং উদ্যোগসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা ছাড়াও সম্পৃক্ততা বিবেচনা করে ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্যমাত্রার আংশিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

এসডিজি অভিষ্ট ১: দারিদ্র্য বিলোপ সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র্যের অবসান

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে এলজিইডির কার্যক্রম। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি হলো মানুষ হিসেবে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্বাহ করে চলার সক্ষমতা। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পৃথিবীর সকল কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ অনেক, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০০০-২০১৫ সালে এমডিজি অর্জনকালে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশে এখন দারিদ্র্যের হার শতকরা ১৮.৭ ভাগ। এসডিজি অর্জনের জন্য সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অনেক বিস্তৃত। এর মধ্যে এলজিইডি অভীষ্ট ১-এর আওতায় লক্ষ্যমাত্রা ১.১-এ উল্লেখ করা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম-এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।

এলজিইডি'র সকল কর্মসূচিতে ন্যূনতম শ্রমিক মজুরি ১৫০ টাকা (প্রায় ১.৯ ডলার) নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী-পুরুষ শ্রমিকদের জন্য গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট শ্রমদিবসের পরিমাণ ছিল। পল্লি সড়ক শুধুই সড়ক নয়; জীবন-জীবিকা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য মুক্তির প্রধান অবলম্বনই বটে। পল্লি সড়ক আর্থসামাজিক সকল সূচককে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

আওতায় লক্ষ্যমাত্রা ১.৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠির একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা। দেশের সকল ইউনিয়নে দুস্থ-হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এলজিইডির কার্যক্রমের ফলে সমাজের অসহায় ও দুস্থ জনগোষ্ঠী সুরক্ষা পাচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১.৪-এ বলা হয়েছে- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠির অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ কার্যক্রম হাওর অঞ্চলের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ কার্যক্রম জলমহলের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, পুষ্টিমান, দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়রোজগার বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ১.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে, দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এলজিইডি নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার উপকূলীয় দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় সহনশীলতা বৃদ্ধি করেছে। নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কেবল দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্রগুলো কেবল নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না শিক্ষাসহ নানাসামাজিক কার্যক্রমে এসব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।

এসডিজি অভিষ্ট ২: ক্ষুধা মুক্তি ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষিরপ্রসার

দারিদ্র্যমুক্তির পূর্বশর্ত হলো ক্ষুধামুক্তি। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জন করেছে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে সরকারের অন্যান্য সংস্থা, যেমন– কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি এলজিইডি'রও অবদান রয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর ভূমির পানি সম্পদ উন্নয়ন করেছে। এ জমিগুলো পূর্বে বন্যায়, জলাবদ্ধতায় কিংবা সেচের অভাবে অনাবাদি ছিল। এলজিইডি'র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে এখন খাদ্য উৎপাদন

বেড়েছে। বাড়তি পাওনা হিসেবে মৎস্য উৎপাদনও বেড়েছে। কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও কৃষকের আয় বেড়েছে। সরকারের এ সকল উদ্যোগ দেশকে দারিদ্র্য হ্রাসসহ খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের পথে সহযোগিতা করেছে। এখনও পুষ্টি উন্নয়নসহ প্রান্তিক কৃষকের আয় বৃদ্ধি, টেকসই খাদ্য উৎপাদন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

পানি সম্পদ উন্নয়নে নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি এলজিইডি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি পরিচালনায় সহযোগিতা করছে। এলজিইডি এসব সমিতির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় টেকসই খাদ্য উৎপাদন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও অভিযোজনে কাজ করছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ২.৩-এ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎসচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণে উল্লেখ করা হয়েছে।

এলজিইডি সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর জমির পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করেছে। এ জমিগুলো পূর্বে বন্যা, জলাবদ্ধতায় কিংবা সেচের অভাবে অনাবাদি ছিল। দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় এ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সেচ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সেচ খাল/নদী খনন করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এতে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক চাষিদের আয় বেড়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ২.৪-এ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন কওে লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরা হয়েছে।

এলজিইডির কার্যক্রম খাল/নদী পুনঃখনন জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত বন্যা ও খরায় অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। রাবার ড্যাম রেগুলেটরের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম আবহাওয়া ও খরার সময় কৃষিকাজ সহজ করছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ২.ক-এ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গ্রামীণ অবকাঠামো কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করে, কৃষি প্রযুক্তি দ্রুত হস্তান্তরে সহায়তা করে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসডিজি অভিষ্ট ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

মানুষের পরিপূর্ণ জীবনভোগের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো ভালো স্বাস্থ্য। ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে এসডিজি-৩-এ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বিশ্বে স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম প্রধান কারণ হলো সড়ক দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনা, ক্যান্সার ও হৃদরোগের পর মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। সড়ক দুর্ঘটনায় যত বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ পঙ্গুত্ব নিয়ে অসহায় জীবনযাপন করে। সড়ক যেমন দারিদ্র্যমুক্তির পথ তেমনি দুর্ঘটনা প্রবণ সড়ক দারিদ্র্য ও বিপর্যয় সৃষ্টির পথ। পল্লি সড়কসমূহে দুর্ঘটনা রোধে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ 'বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা' অর্জনে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬-এ বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা উল্লেখ করা হয়েছে। এলজিইডি'র আওতাধীন সকল পাকা সড়কে ক্রমান্বয়ে সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনার তিনটি মূল কারণ হলো– সড়ক নিরাপত্তা প্রকৌশলগত সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা ও সচেতনা এবং আইন প্রয়োগের অভাব। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ কমিউনিটি সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নে এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। প্রকৌশলগতভাবে নির্মিত সড়কসমূহ নিরাপত্তা উপরকণ সংযুক্ত করা হচ্ছে।

এসডিজি অভিষ্ট ৪: গুণগত শিক্ষা সকলের জন্য আন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

মানব উন্নয়নের জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা। বাংলাদেশে সর্বজনীন শিক্ষার হার প্রায় শতভাগের কাছাকাছি। প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেমন– পাহাড়ি এলাকা, হাওর, বিল ও চরাঞ্চলে এখনও শিক্ষার হার কম। আবার শিক্ষার মান বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ সর্বত্র। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করাসহ গুণগত শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই এসডিজি-৪। এলজিইডি এই অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা ৪.ক 'শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মনোনড়বয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা' নিয়ে কাজ করে। এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত। পাশাপাশি এলজিইডি দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংযোগ সড়কও নির্মাণ করছে

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৪.ক-এ শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মনোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পল্লি সড়ক যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান বাড়ায়। দুর্গম এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পার্বত্য জেলাসমূহে আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়বিহীন দুর্গম গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে সারা দেশে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। নদীভাঙন কবলিত এলাকায় এ ধরনের 'অস্থায়ী' বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে, যা সহজে স্থানান্তরযোগ্য।

এসডিজি অভিষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি

মানবসভ্যতার হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও নারীর ক্ষমতায়নে পৃথিবী এখনও পিছিয়ে আছে। এসডিজি অভীষ্ট ৫.৫ হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এলজিইডি এ অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ লক্ষ্যমাত্রায় এলজিইডি'র কার্যক্রম হলো– পৌরসভাসমূহে টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশ; দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা এবং নারীদের জন্য উদ্যোগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে গ্রামীণ হাটবাজারে 'ওমেন কর্নার' চালুর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকা- নারীর অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫-এ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নগরের টাউন লেভেল কোঅর্ডিনেশন/সেক্রেটারি কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এলজিইডি'র অন্যতম সাফল্য। নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলো নারীকেন্দ্রিক সংগঠন তৈরি করছে। নারী-পুরুষদের সমকাজে সমমজুরি প্রদানের জন্য এলজিইডি'র নির্দেশনা ও উদ্যোগ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নারী কর্মীরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কঠিন কাজও করছে।

এসডিজি অভিষ্ট ৬ : নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

বাংলাদেশ সুপেয় পানিপ্রাপ্তি ও স্যানিটেশনে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহ এসডিজি-৬-এর কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো কৃষিকাজে সেচের পানির টেকসই ব্যবহার। বাংলাদেশের সেচব্যবস্থা '৭০-এর দশক থেকেই ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভর। ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই এলজিইডি '৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি ৬.০-তে এ বিষয়কে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪-এ '২০৩০ সালের মধ্যে পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সকল খাতে পানি-ব্যবহার দক্ষতার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা'-এর সঙ্গে এলজিইডি সরাসরি সম্পৃক্ত। এর পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা ৬.৬-এ '২০২০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানিসংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন' এ বিষয়ে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের দুটি প্রকল্প হাওর/বিলের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৪:-এ ২০৩০ সালের মধ্যে পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সকল খাতে পানিব ব্যবহার দক্ষতার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। সেচের পানি কার্যকর ব্যবহারের জন্য সেচ নালাগুলো ক্রমশ পাকা করা হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পাইপে সেচের পানির সবচেয়ে কম অপচয় হয়। এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পাইপ স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার ব্যবহারসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন। এলজিইডি '৯০-এর দশক থেকে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে সেচ প্রকল্প

বাস্তবায়ন করছে। দেশব্যাপী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি অবদান রাখছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.৬-এ ২০২০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানিসংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন। দীর্ঘদিন ধরে হাওর ভরাট হয়ে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলজিইডি'র প্রকল্পের মাধ্যমে হাওরের খাল/বিল পুনঃখনন করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৬.ক-এ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে সহায়তা প্রদান ও শক্তিশালী করা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সারা দেশে এলজিইডি'র উদ্যোগে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি কাজ করছে। এ সকল সমিতির দক্ষতা উন্নয়নে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে।

এসডিজি অভিষ্ট ৯ : শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

টেকসই সড়ক যোগাযোগ এবং শিল্প অবকাঠামো দারিদ্র্যমুক্তি, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত। দেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। উন্নয়শীল দেশগুলোতে টেকসই গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এসডিজি অভীষ্ট-৯-এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.১.১-এর অগ্রগতির সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে 'সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত'। এ সূচককে রুরাল এক্সসেসিবিলিটি ইনডেক্স (আরএআই) বলা হয়।

গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা এলজিইডি'র অন্যতম মূল কাজ। এলজিইডি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৯.১ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম সংস্থা। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রুরাল এক্সসেসিবিলিটি ইনডেক্স (আরএআই) উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বেশ উন্নত।

লক্ষ্যমাত্রা ৯.১ এ সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে। পল্লি সড়ক গ্রামের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকেও উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে। উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা আবহাওয়ায় অবকাঠামো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তাই, এলজিইডি বাংলাদেশের লোনা আবহাওয়ার উপযোগী দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। বাংলাদেশ খাল, নদী ও চরের দেশ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসতে এলজিইডি'র সড়কসমূহে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের পল্লি অর্থনীতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এলজিইডি মধ্যম সারির দেশের উপযোগী পল্লি সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

এসডিজি অভিষ্ট ১১ : টেকসই নগর ও জনপদ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

এসডিজি অভীষ্ট-১১-তে গতিশীল অর্থনৈতিক টেকসই সবুজ নগরী গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য– বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জনগোষ্ঠী যাতে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিনোদনের সমান সুযোগ পায়; প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, শিশুরাও যেন চলাচল, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের সমান সুযোগ পায় কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১১.০-এর অন্যতম প্রধান ফোকাস হলো কার্যকর, সবার জন্য সহজলভ্য গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সরকার এ উদ্দেশ্যে ঢাকায় ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি), বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) সিস্টেম বাস্তবায়নের কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট-১১-এর সাথে সরকারের অনেক সংস্থা সম্পৃক্ত। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা ১১.১ '২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সহ বস্তির উন্নয়ন সাধন'; লক্ষ্যমাত্রা ১১.২ 'নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা'; লক্ষ্যমাত্রা ১১.৭ '২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা' অর্জনে কাজ করছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.১ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়নের সাধন লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বস্তি এবং নগরীর দরিদ্র অঞ্চলের উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.২-এ অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এলজিইডি দেশের ছোট-বড় নগরগুলোতে কার্যকর গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সড়ক সম্প্রসারণ ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.৭-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা। নগরগুলোতে পরিকল্পিত পার্কসহ 'পাবলিক প্লেস' তৈরি করা হচ্ছে। এলজিইডি'র প্রকল্পে নগরে পাবলিক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের সকল শহরে পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১১.ক-এ জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করে শহর, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিবাচক সংযোগে সমর্থন দান। এ লক্ষ্যপূরণে এলজিইডি নিবেদিতভাবে কাজ করছে।

এসডিজি অভিষ্ট ১২ : পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরণ নিশ্চিত করা

প্রযুক্তির সহায়তায় পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। আবার, খাদ্য উৎপাদন বাড়ার সুফল সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। উৎপাদনের সঙ্গে বাজারের সংযোগ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় খাদ্যের বিপুল অপচয়ও হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এসডিজি

অভীষ্ট-১২-এর ১২.২ লক্ষ্যমাত্রা '২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা' অর্জনে এলজিইডি'র কার্যক্রম রয়েছে। এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পে হাওর, বিলের প্রতিবেশ সংরক্ষণ, খাল-বিল খনন করে মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং দেশব্যাপী হাট-বাজার নির্মাণের মাধ্যমে উৎপাদকের সঙ্গে বাজারের সহজ সংযোগ স্থাপন করছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১২.২-এ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হবিগঞ্জের বাঁওড় বিল। হাওর অঞ্চলের বিলগুলোতে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এলজিইডি'র হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অবকাঠামো ও জীবনমান উনড়বয়ন প্রকল্প কাজ করছে। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার বিল। এ ধরনের হাওরের ২৫০টি বিল পুনঃখনন করা হয়েছে এবং এর ফলে বিলগুলোতে যেখানে ৭৩টি প্রজাতি পাওয়া যেত সেখানে বর্তমানে ১২৯টি প্রজাতির মাছ পাওয়া যাচ্ছে। সংরক্ষণ করে ১০ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ রক্ষা করা হয়েছে। এলজিইডি'র সুনামগঞ্জ কমিউনিটিভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি ইফাদ ও ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ১২.৩-এ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসানসহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানোর পরিকল্পনা আছে। এলজিইডি সারাদেশে হাট/বাজার নির্মাণ করেছে যা পল্লি অর্থনীতির সঞ্চালন ছাড়াও খাদ্য অপচয় রোধে ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভিষ্ট ১৩ : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ পৃথিবীর কৃষি, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসহ অনেক সেক্টরের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। এ কারণে এসডিজি অভীষ্টের অন্যান্য অভীষ্টগুলোরও সফল বাস্তবায়ন এসডিজি অভীষ্ট-১৩-এর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমশ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে মূলধারায় নিয়ে আসা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে এলজিইডির কার্যক্রম রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় সাইক্লোন শেল্টার দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টিসহ বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। তাই টেকসই সড়কবাঁধ নির্মাণে সড়কে বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য ব্রিজ/কালভার্টের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং ব্রিজ অ্যাপ্রোচ ও সড়কবাঁধে প্রতিরক্ষা কাজ করা হচ্ছে। নদী, খাল খনন করে সচল পানি প্রবাহ তৈরি করা বন্যা এবং খরা উভয় ক্ষেত্রের জন্যই কার্যকর অভিযোজন। এলজিইডি'র ৬টি প্রকল্পে এ ধরনের কার্যক্রম রয়েছে।

এলজিইডির কার্যক্রম টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪---------- ২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ ---------- ২০
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন---------- ২১
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি---------- ২২
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন---------- ২৩
নতুন প্রকল্প ---------- ২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২৩-২০২৪

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কোন কোন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে তার কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা করা হয়।

এ অধ্যায়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজ বাস্তবায়নের চিত্র, ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য-উৎপাত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এতে সংস্থার একবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল কর্মসম্পাদন সূচকের মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করলে তার পূর্ণমান হবে ১০০। কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। প্রতি অর্থবছরে জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন। এর অংশ হিসেবে ২০২৩ সালের ২৬ জুন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বছর শেষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়নে এলজিইডির ২০টি দপ্তর সংস্থার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

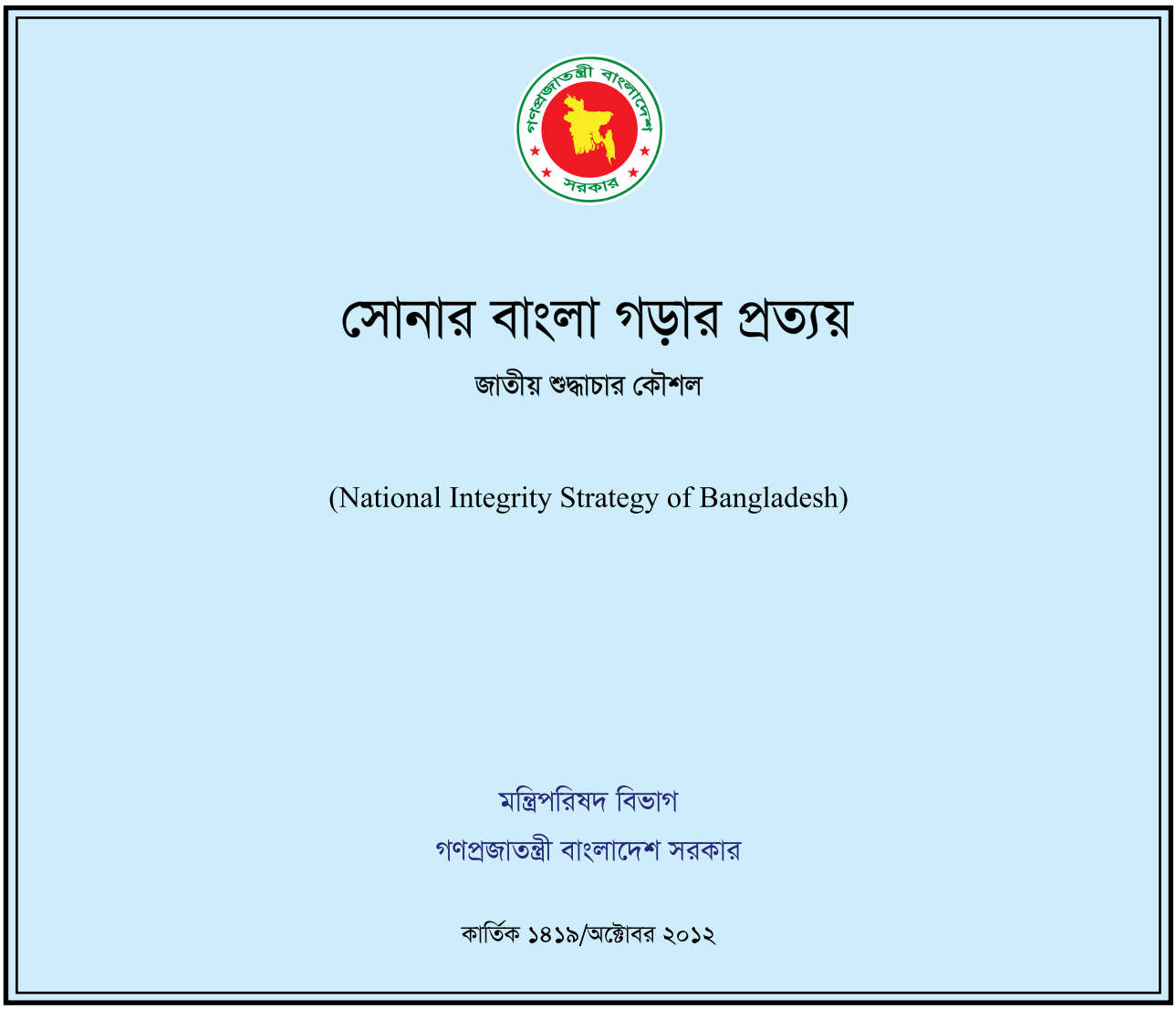

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৩০টি বিনিয়োগ ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট ১৯,৯৫৮.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ২১,৯৫১.৩০ কোটি টাকা। অবমুক্ত করা হয় ২১,৫৯৮.৬৩ কোটি টাকা। এলজিইডি ২১,২০৪.১৪ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের ভিত্তিতে এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯৭.৯৭ ভাগ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৯৬.৬০ভাগ, যেখানে জাতীয় গড় অগ্রগতি শতকরা ৮৪.১৬ ভাগ। ১৩১টি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চিত্র পরিশিষ্ট-ক তে দেওয়া হলো। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৮টি প্রকল্প শেষ হয়েছে (সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা: পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এলজিইডির অনুকূলে ৫টি সেক্টরের আওতায় বরাদ্দ পাওয়া যায় (ছক-৩.১)। এসব সেক্টরের মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের বরাদ্দ সর্বাধিক।

ছক-৩.১: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত (%)	আর্থিক (%)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯১	১৭,০৯০.০৬	১৬,৯৭১.৮৭	১৬,৮২০.০৯	৯৯.৫৬	৯৮.৪২
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	৩৫	৪,৩৪৯.৬৪	৪,৪১৭.৭৩	৩,৯১১.৪৮	৯৩.২০	৮৯.৯৩
কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)	৪	৪৬৭.১৫	৪৬৪.৬৩	৪২৮.৬৭	৯৬.১৯	৯১.৭৬
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪৪.৪৫	৪৪.৪০	৪৩.৯৮	১০০.০০	৯৮.৯৫
মোট	**১৩১**	**২১,৯৫১.৩০**	**২১,৫৯৮.৬৩**	**২১,২০৪.১৪**	**৯৮.২৩**	**৯৬.৭৪**

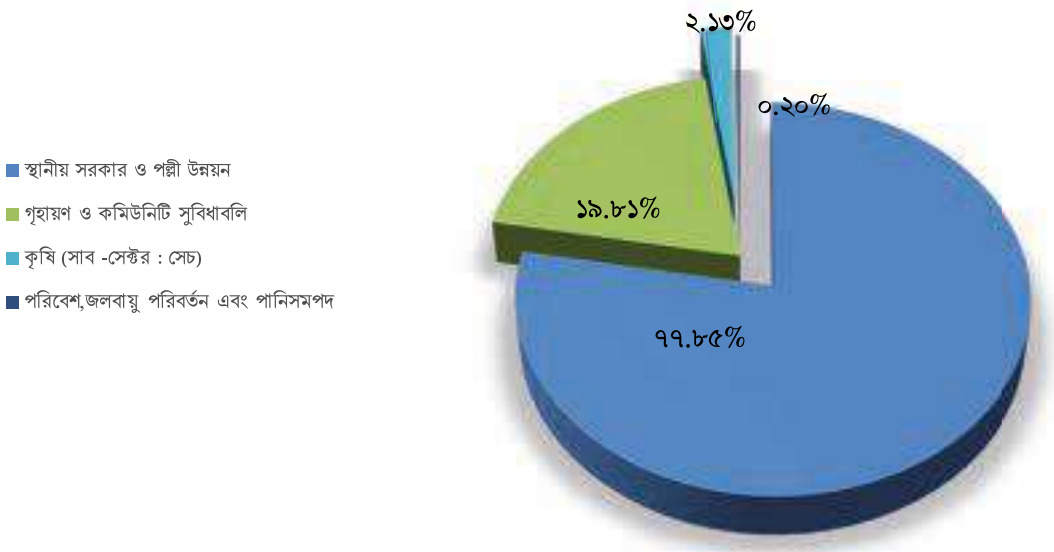

চিত্র-৩.১: সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের সেক্টরভিত্তিক বিভাজন

১৩১টি প্রকল্পে মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১০৪টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৭টি। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত ২১,৯৫১.৮৬ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ছিলো ১৭,০৬১.৪৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৪,৮৮৯.৮৬ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতকরা ৭৭.৭২ ভাগ সরকারি তহবিল এবং শতকরা ২২.২৮ ভাগ প্রকল্প সাহায্য।

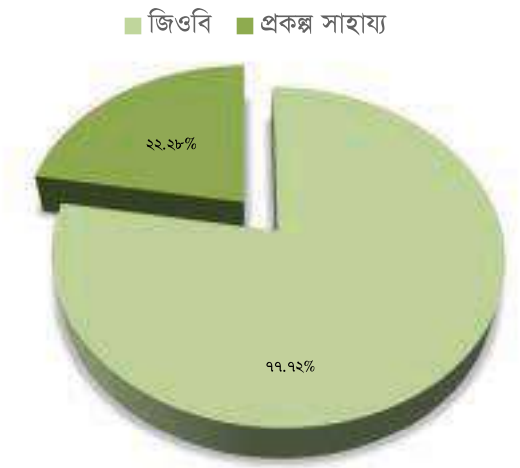

চিত্র-৩.২: সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের অনুপাত

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৪টি সেক্টরে মোট ১৩১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৮.২৩ ভাগ। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের ৯১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯৮.৪২ শতাংশ। এক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩৫টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৮৯.৯৩ ভাগ। কৃষি সেক্টরে বাস্তবায়িত ৪টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯১.৭৬ ভাগ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ৯৮.৯৫ শতাংশ। প্রকল্পভিত্তিক ১৩১টি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

ছক-৩.২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ভৌত অগ্রগতি

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯১	৯৮.৪২
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩৫	৮৯.৯৩
কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)	৪	৯১.৭৬
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৯৮.৯৫
মোট	**১৩১**	**৯৬.৬০**

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি, সংশোধিত এডিপিতে যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩,১৪৭.৯১ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে ২,৮৭১.৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.৪৩ ভাগ ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৬.৮২ ভাগ। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিবরণ পরিশিষ্ট-গ তে দেখানো হলো।

ছক-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে		অগ্রগতি %	
			বরাদ্দ	ব্যয়	ভৌত	আর্থিক
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৩	৩৪৪১.১২	৩২৫১.১৫	৯৮.৭৫	৯২.৬০
২	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	৭৮.৪০	৭৬.৩২	১০০.০০	৯৭.২৯
৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১	১.১৯	০.৬৩	১০০.০০	৫৩.০০
৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১	১১.০০	৮.৯৪	১০০.০০	৮১.০০
৬	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১	১০.০০	১০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৭	কৃষি মন্ত্রণালয়	১	৪.৪০	৪.৪০	১০০.০০	১০০.০০
	মোট	**১৩**	**৩,১৪৭.৯১**	**২,৮৭১.৪০**	**৯৯.৪৩**	**৯৬.৮২**

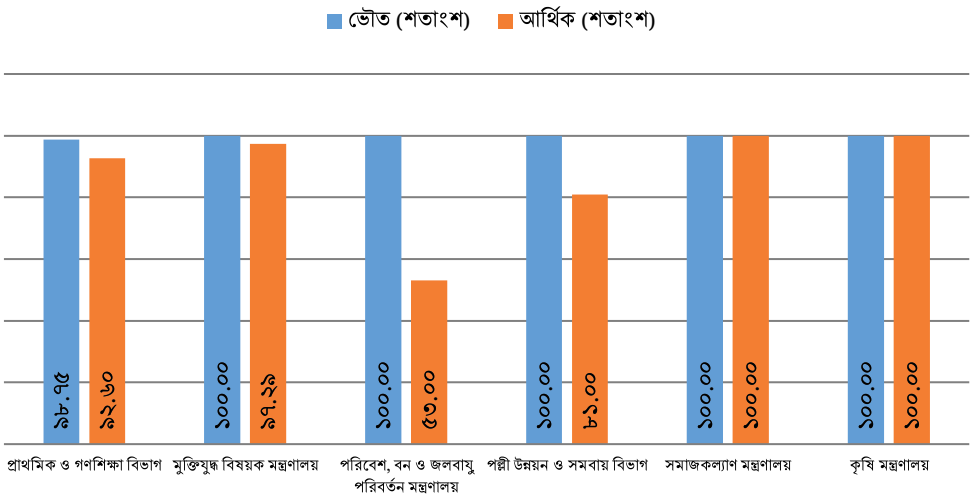

চিত্র-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের অগ্রগতি

বিগত বছরসমূহে (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২৩-২০২৪) এলজিইডির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন: একটি পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রয়েছে ধারাবাহিক সাফল্য। গত পনেরো বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২৩-২০২৪) এডিপির সংশোধিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ ২১,৯৫১.৩০ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক বছরসমূহে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় চার গুণ।

এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরসমূহের মধ্যে ৬ বছরই শতকরা ৯৯ ভাগ বা তার বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৯৯ শতাংশের নিচে কিন্তু ৯৮ শতাংশের ওপরে সাফল্য এসেছে ৫ বছর এবং ৯৮ শতাংশের নিচে ৪ বছর।

ছক-৩.৪: অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২
১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯
১১-১২	৪,৩৫০.৮১	৪,২১২.৯০
১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯১
১৩-১৪	৬,১০৭.১১	৬,০৪৬.১৪
১৪-১৫	৭,৯৬৭.১৭	৭,৯০৩.৬২
১৫-১৬	৮,৯৫৩.৩২	৮,৯০০.২৮
১৬-১৭	১০,৮১৯.৫০	১০,৬৬৬.৯১
১৭-১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯
১৮-১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫
১৯-২০	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৭০
২০-২১	১৭,০০০.২২	১৪,৮৬৫.৪৩
২১-২২	১৫,৫১২.৬৫	১৫০৭৭.৫৫
২২-২৩	১৯,৯১০.৯৩	১৭,৫০৮.৫২
২৩-২৪	**২১,৯৫১.৩০**	**২১,২০৪.১৪**

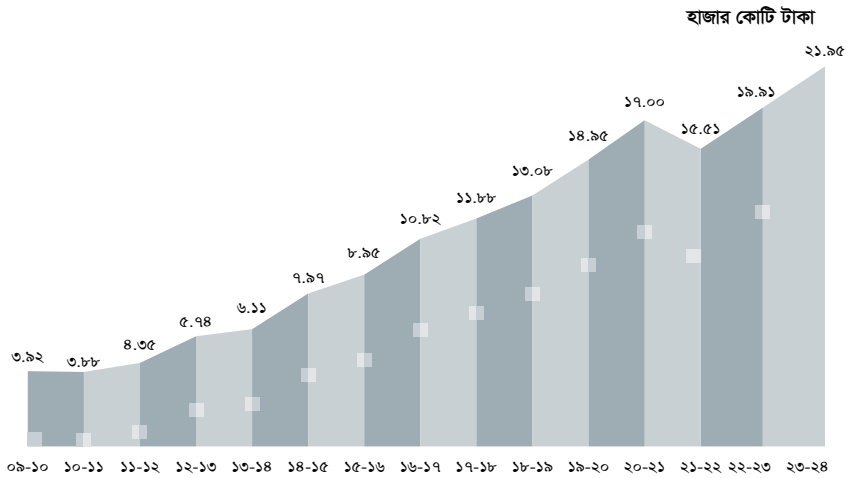

চিত্র-৩.৪: অর্থবছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি

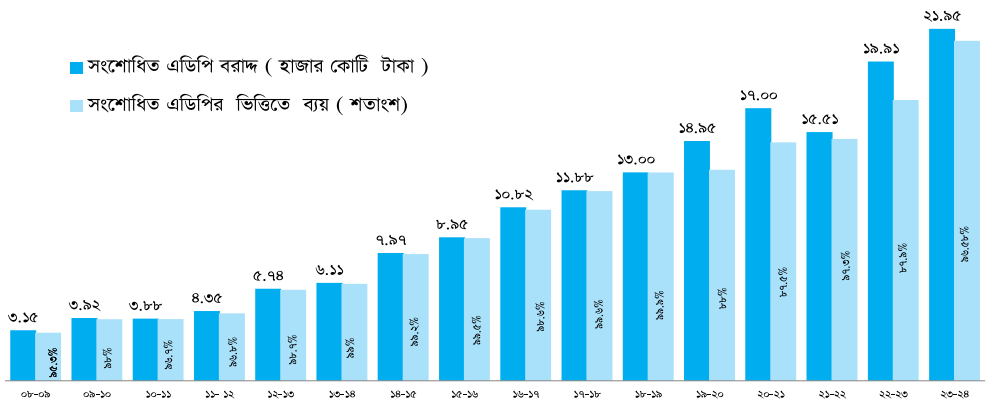

চিত্র-৩.৫: অর্থবছর ভিত্তিক বিগত বছরসমূহের এডিপি বাস্তবায়ন হার

নতুন প্রকল্প

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৬টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার সবগুলো উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২৪টি প্রকল্প এবং বৈদেশিক সহায়তায় ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের ২০টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী সেক্টরে ৫টি বিনিয়োগ ও ১টি কৃষি সেক্টরের প্রকল্প রয়েছে। (প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.৫: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প (কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২০	১৮৩৫৭.৫৬
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	৫	১৫২১.৩০
কৃষি (সাব-সেক্টর)	১	২২৩৫.৮০
মোট	**২৬**	**২২১১৪.৬৬**

অধ্যায়-০৪

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন---------- ২৬

এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৩০

১১টি ইউনিয়নকে এক সুতাতে গেঁথে রাখা– কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর ওপর সেতু---------- ৩১

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন ---------- ৩২

এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৩৭

পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক এর মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণ ---------- ৩৮

পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন ---------- ৩৯

এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ---------- ৪০

বরুলিয়া খাল উপ-প্রকল্প বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন ---------- ৪১

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম অনুসঙ্গ। বাংলাদেশে শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ফলে পল্লি অঞ্চলের পরিবহন যোগাযোগে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নির্ধারিত গন্তব্যে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথসেন্টার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণন-সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি গ্রামাঞ্চলের প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ করলেও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে।

গ্রামীণ জনপদের মানুষের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে এলজিইডি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দুর্যোগকালীন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। এসব বহুমুখী কার্যক্রমের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সড়ক উন্নয়ন

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক ব্যতীত দেশে বিদ্যমান সকল শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত টাইপ-বি)– এই তিন শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় বর্তমানে সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৭২,৭৫৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১,৬১,৪৪০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৪৩.৩১ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট সড়ক উন্নয়ন করা হয় ৫,০৯৮ কি.মি.। যার মধ্যে উপজেলা সড়ক ২০১ কি.মি., ইউনিয়ন সড়ক ৭০৮ কি.মি. এবং গ্রাম সড়ক টাইপ এ ও বি ৪,১৮৯ কি.মি. এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৬,৭১২ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে ৩৪,৩২০ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৯৩.৪৮ ভাগ, ৪১,৮৮০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়কের মধ্যে ৩৩,৫৭০ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৮০.১৬ ভাগ এবং গ্রাম সড়ক-এ ও গ্রাম সড়ক-বি (২ কি.মি. পর্যন্ত) এর ক্ষেত্রে মোট দৈর্ঘ্যের যথাক্রমে ৪১.১৪ ও ২০.৭৮ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

ছক-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়কের অবস্থা

ক্র. নং	সড়কের শ্রেণি	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
			মোট	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক
১	উপজেলা সড়ক	৪,৭১৯	৩৬,৭১২	৩৪,৩২০	২,৩৯১
২	ইউনিয়ন সড়ক	৮,০৭৮	৪১,৮৮০	৩৩,৫৭০	৮,৩১০
৩	গ্রাম সড়ক -এ	৫১,২৩০	১,৩৩,৬৮১	৫৫,০০২	৭৮,৬৭৮
৪	গ্রাম সড়ক -বি (২ কি.মি.) (এলজিইডি)	৩১,১৮৩	৯০,১১৩	১৮,৭২৬	৭১,৩৮৭
৫	গ্রাম সড়ক -বি (এলজিআই)	৬৯,০৯১	৭০,৩৬৯	১৯,৮২১	৫০,৫৪৮
	মোট	১,৬৪,৩০১	৩,৭২,৭৫৫	১,৬১,৪৪০	২,১১,৩১৪

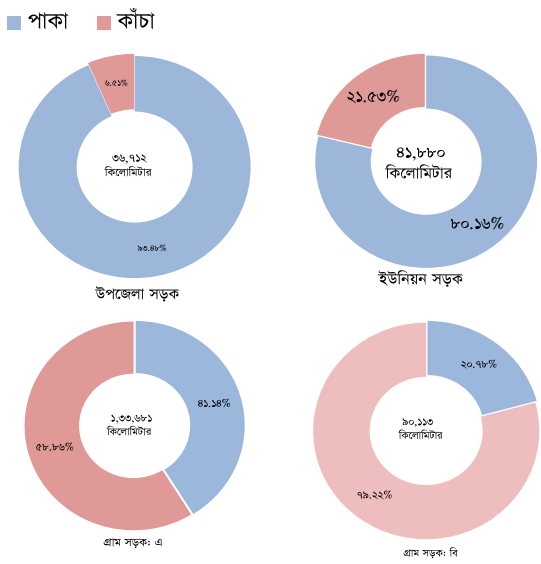

চিত্র-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়ক উন্নয়ন চিত্র

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও খাল অবাধ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শুরু করে, যার মধ্যে ১,৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুও রয়েছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ) করে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে কাজ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট এর দৈর্ঘ্য ২১,০০০ মিটার।

ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী তীরে প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে জনবসতি, হাটবাজার, কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যখন এদেশের সড়ক যোগাযোগ তেমন মজবুত ছিল না তখন নদীই ছিল মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধানপথ। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী হওয়ায় পল্লি এলাকার অনেকেই পণ্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার করে। এই বাস্তবতায় নদী তীরবর্তী গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথসেন্টারে পাকা ঘাট নির্মাণ করছে এলজিইডি। পণ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নৌপথে চলাচলকারীদের নৌযানে ওঠানামা নিরাপদ ও সহজ করতে এসব ঘাট নির্মাণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ১৯টি ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সঞ্চালন কেন্দ্র গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এলজিইডি সারাদেশে গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করছে। এসব হাটবাজারে স্থানীয় কৃষক এবং পণ্য উৎপাদনকারীগণ অনায়াসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারছেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সারাদেশে সর্বমোট ৯০টি গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।

সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ

সারাবছর সড়কে মসৃণ যান চলাচলের জন্য সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। ডিজাইন পর্যায়ে প্রতিটি অবকাঠামোর ডিজাইন লাইফ নির্ধারণ করা হয়। অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ডিজাইন লাইফ পর্যন্ত বজায় রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ।

এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিবছর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৮৮,৯২০ কি.মি. মাটির সড়ক এবং ৮,৭১০.৫৪ কি.মি. পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১৯,৭০০ মিটার সেতু/কালভার্ট মেরামত/ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বিদ্যমান উপজেলা কমপ্লেক্সে অতিরিক্ত অফিস স্পেস ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান, জনগণের সেবার মান নিশ্চিত করা ও উপজেলা পর্যায়ে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নবসৃষ্ট ৩২ টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৬৩ টি উপজেলায় এই সুবিধা ছিলনা। এই প্রেক্ষাপটে উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) হতে ইতোমধ্যে ২২৫ টি উপজেলায় উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৩৮ টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নকশা সম্বলিত ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের মোট আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের পৃথক একটি হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিটি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ২৫ টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি একে অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ন রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প-২ (জিএসআইডিপি-২) এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৬,৪৯৯ টি সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে মসজিদ ৪,০৩৯ টি, মন্দির ৮৯৭ টি, গীর্জা ৩০ টি, প্যাগোডা ৪৫ টি, কবরস্থান ৮৬১ টি, শশ্মান ১৭৬ টি, ঈদগাহ ৪৫১ টি। অত্র প্রকল্পের আওতায় অদ্যবধি সর্বমোট ১০,০০০ টি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এবং অধিকহারে গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এলজিইডি সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৩৫.৭৭ কি.মি. সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়। যেখানে মোট ১,৩২,৬৫৯টি চারা রোপণ করা হয়েছে। পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা ১,০৯,৯২৫টি। যার মধ্যে ফলজ গাছ ৩০,০৬৩টি, ঔষধি গাছ ২৪,৯৯৩টি এবং বনজ গাছ ৫৪,৮৮৯।

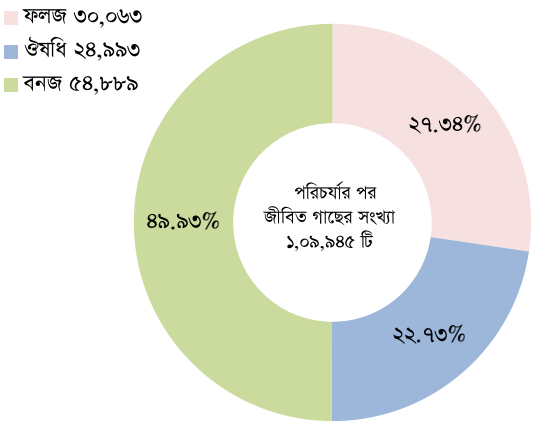

চিত্র-৪.২: জীবিত গাছের সংখ্যা

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৩০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে "বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প" বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ছাড়াও অআশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াত সুবিধার জন্য ২২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুতের সংস্থান। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক সাইক্লোন শেল্টারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্থানীয় জনসাধারণের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৫০টি বহুমখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫৫টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান। উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের দুর্যোগকালে জীবন রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এর মাধ্যমে ৪৫টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে।

এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

ছক-৪.১: গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

ক্রমিক নম্বর	প্রধান প্রধান অংগের নাম	অর্জন
১	উপজেলা সড়ক	৩৮০ কি.মি.
২	ইউনিয়ন সড়ক	১,১০০ কি.মি.
৩	গ্রাম সড়ক	৩,৩০০ কি.মি.
৪	সেতু/কালভার্ট	২১,০০০ মিটার
৫	ল্যান্ডিং ঘাট	১৯ টি
৬	গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজার	৯০ টি
৭	মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	৮৮,৯২০ কি.মি.
৮	পাকা রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	৮,৭১০.৫৪ কি.মি.
৯	সেতু/কালভার্ট মেরামত	১৯,৭০০ মিটার
১০	উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ	২৫ টি
১১	সার্বজনিন সামাজিক অবকাঠামো	৬,৪৯৯ টি
১২	সাইক্লোন শেল্টার	৫০ টি
১৩	বৃক্ষরোপণ	১১১.০০ কি.মি.
১৪	নির্মিত পাকা সড়ক প্রস্তত ও শক্তিশালীকরণ	১৫০.০০ কি.মি.

১১টি ইউনিয়নকে এক সুতাতে গেঁথে রাখা– কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর ওপর সেতু

কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদীর তীর ঘেঁষে কুমারখালী উপজেলার অবস্থান। নদীটি উপজেলাকে দুইভাগে ভাগ করে রেখেছে। উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ৬টি ইউনিয়ন নদীর একপ্রান্তে (দক্ষিণ দিকে) ও ৫টি ইউনিয়ন নদীর ওপর প্রান্তে (উত্তর দিকে) অবস্থিত। যদুবয়রা, পান্টি, চাঁদপুর, বাগুলাট ও চাপড়া নামের এ পাঁচটি ইউনিয়নের মানুষের উপজেলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ইঞ্জিন চালিত ট্রলার ও নৌকা। ঝড়-বৃষ্টি ও আবহাওয়া খারাপ হলে পারাপারে চরম দুর্ভোগে পড়তে হতো স্কুল কলেজগামী শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষের। বিশেষ করে রোগী পরিবহনে বড় সমস্যা ছিল এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষের। অনেক সময় নদী পার হতে গিয়ে মারা গেছে অনেক প্রসূতি মাসহ রোগীরা। ফলে উক্ত নদীতে ব্রীজ নির্মাণ করা অত্র এলাকার গণমানুষের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়।

তদপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অধীন "পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে ৬৫০ মিটার দীর্ঘ সেতুটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে ২০২৩ সালে সম্পন্ন হয়। সেতুটি কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা ও জেলা শহর এবং নদীর ওপর প্রান্তে (দক্ষিণ প্রান্তে) ৫টি ইউনিয়নসহ পার্শ্ববর্তী ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলাকে সংযুক্ত করেছে। এছাড়া যদুবয়রা বাজার, যদুবয়রা পুলিশ ক্যাম্প, চৌরঙ্গী বাজার, চৌরঙ্গী কলেজ, চৌরঙ্গী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, পান্টি গ্রোথ, পান্টি কলেজ, বাঁশগ্রাম জিসি, হরিনারায়নপুর জিসিসহ ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি মহাবিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সংযোগ স্থাপন করেছে।

স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, সেতুটি নির্মিত হওয়ায় ইতোমধ্যেই সেতুর দুইপাড়ে আনুমানিক নতুন ঘরবাড়ি ৬০টি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ২০টি, হোটেল রেস্তোরা ১০টি, ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী (চটপটি, ফুচকা ইত্যাদি) ২০০জন, পোলট্রি খামার ১২টি, তাঁত শিল্প ৬০টি গড়ে উঠেছে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ্যাপ্রোচ সংলগ্ন জমির দামও আনুমানিক ৪(চার) থেকে ৫(পাঁচ) গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেতুটির উপর দিয়ে প্রতিদিন আনুমানিক গড়ে ১৫০টি ভারী যানবাহন, ২০০টি মাঝারী যানবাহন, ৪০০টি ছোট যানবাহন, ৫০০টি মটর সাইকেল, ১২৫০টি বাইসাইকেল, ২০০টি ভ্যান/রিক্সা চলাচল করছে। যা ব্যবহার করে প্রতিদিন যাতায়াত করছে শ্রমজীবি, কর্মজীবি, ছাত্র-ছাত্রীসহ ইত্যাদি অসংখ্য মানুষ। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ এবং অগ্নিনির্বাপণ সেবাও সেতু সংলগ্ন এলাকার জনগণ পাচ্ছে। এছাড়া উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ প্রায় ৩(তিন) থেকে ৪(চার) গুণ বেড়েছে।

সেতুটি নির্মিত হওয়ায় উপজেলাসহ জেলার প্রায় ৬০/৭০ হাজার শ্রমজীবি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সরাসরি উপকৃত হচ্ছে এবং একই সাথে কুষ্টিয়া জেলা সদর, ঝিনাইদহ জেলা সদর, মাগুরা জেলা সদর ও পাঁচটি ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ফলে অত্র এলাকার জনগণ তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিকটবর্তী হাট/বাজারে বাজারজাতকরণ সহ আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটছে ও ছাত্র/ছাত্রীসহ জনসাধারণের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর ও গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের সাতক্ষীরা, যশোর, পাবনা, রাজবাড়ী, নড়াইলসহ প্রায় ১০টি জেলার মানুষ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ব্রীজের ব্যবহারকারীর সংখ্যা, যানবাহনের সংখ্যা, সড়কের উভয় পার্শ্বে ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে স্থানীয় জনগণ অভিমত ব্যক্ত করেছে।

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

পৌরসভার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেওয়া। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কার; শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা; শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতির ব্যবস্থা– এই ৪টি সুবিধা প্রদান পৌরসভার মূল দায়িত্ব। এছাড়াও পৌরসভা নাগরিকদের জন্য অন্যান্য সুবিধা সম্প্রসারণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহ।

বর্তমানে বাংলাদেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩৩১টি। নানা কারণে বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী নয়। পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডি দেশের পৌরসভাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তার অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

সড়ক উন্নয়ন

দেশের সকল জনপদে নাগরিক সেবার অন্যতম চাহিদা উন্নত সড়ক ব্যবস্থা। দেশের সকল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে) এই চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। প্রশস্ত সড়কের মাঝে সড়ক বিভাজক নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নগর জনপদে মোট ৩,৫৯৯ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং ৬.৯০ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

সেতু/কালভার্ট

বাংলাদেশে অনেক পৌরসভা আছে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে নদী বা খাল প্রবাহিত। এসব প্রবাহমান জলাধার পৌরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করলেও পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নদী বা খালের প্রবাহ সচল রাখার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এসব জলাধার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তাই পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত নদী ও খাল বাঁচিয়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৩,৪৮৪ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কঠিনবর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বাসাবাড়ির বর্জ্য ও নগরের কঠিনবর্জ্য অপসারণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে এলজিইডি। এর আওতায় রয়েছে ডাম্পিংগ্রাউন্ড, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি নির্মাণ। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে এলজিইডি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাস্টবিন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে তা ফেলে নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। এলজিইডি ৬৩ পৌরসভায় ২,৭৭,২৫৯টি ডাস্টবিন স্থাপন করছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কঠিনবর্জ্য অপসরণের লক্ষ্যে ভ্যাকুট্যাক ২৫টি ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়।

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

আন্তঃজেলা ও বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দে যাতায়াতের জন্য নাগরিকদের গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও নগরে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন। একটি আদর্শ নগরের জন্য দরকার সমন্বিত সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা, যার অন্যতম অনুষঙ্গ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। পৌরসভা পর্যায়ে বাস টার্মিনাল না থাকায় সড়কের পাশে বাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, যা একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে বৃষ্টি-বাদলের সময় যাত্রীদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। বাস ওঠাতে-নামাতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটে। অপরদিকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পণ্য পরিবহনে ট্রাক ব্যবহৃত হয়। পণ্য খালাস করার পরে ট্রাকের চালকদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। এসময় ট্রাক নিরাপদে রাখার জন্য পৌর ট্রাক টার্মিনাল অপরিহার্য, যাতে সড়কে যানজটের সৃষ্টি না হয়। এই প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।

ড্রেন নির্মাণ

জলাবদ্ধতা নগরের একটি বড় সমস্যা। অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে অল্পবৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নাগরিকদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অপচয় হয় মূল্যবান সময় ও অর্থের। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা সড়কের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নগরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ড্রেন নির্মাণ করে থাকে। এসব ড্রেনের ওপরে পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাতও নির্মাণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সারাদেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৬৪৬.৫৯ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়।

সড়কবাতি স্থাপন

নাগরিক সুবিধা প্রদানে পৌরসভার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবার একটি পৌর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন। রাতে নাগরিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি অপরিহার্য। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার যেসব সড়ক উন্নয়ন করে থাকে, সেসব সড়কের মধ্যে বাতিবিহীন সড়কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়। এতে রাতের বেলা নাগরিকদের চলাচল নিরাপদ হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৩,৩৯৭টি সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন

নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জনগণের জরুরি চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন পাবলিক টয়লেট। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় নগরবাসীকে প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়া নগরের বস্তিগুলোতেও রয়েছে তীব্র ল্যাট্রিন সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন শহরে ২১১টি পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে।

কিচেন/মাল্টিপারপাস মার্কেট

নগরবাসীর প্রাত্যহিক বাজার-ঘাটের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে এলজিইডি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় পরিবেশসম্মত কিচেন মার্কেট নির্মাণ করছে। এসব মার্কেটে তরি-তরকারি ও মাছ-মাংসের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। মুদি ও মনোহারি সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও রয়েছে কিচেন মার্কেটে।

নগরের আধুনিকায়নের সাথে সাথে বেড়েছে আধুনিক বিপণী বিতানের চাহিদা। এ লক্ষ্যে এলজিইডি পৌরসভায় আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর দৃষ্টিনন্দন মাল্টিপারপাস মার্কেট নির্মাণ করছে। বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত এসকল মার্কেটে থাকছে সকল ধরনের বিপণী বিতানের জন্য কমার্শিয়াল স্পেস; বিয়ে-শাদী, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের জন্য অডিটোরিয়াম, আইটি সেন্টার, রেস্তোরাঁ। নারী-পুরুষের জন্য রয়েছে আলাদা টয়লেট, নামাজের ঘর, কার পার্কিং ইত্যাদি। এছাড়াও কয়েকটি মাল্টিপারপাস মার্কেটে কাঁচাবাজারেরও ব্যবস্থা থাকছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে ৫৩টি কিচেন মার্কেট নির্মাণ করা হয়।

খাল খনন ও পুনর্খনন

বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদনদী, খাল বিল, জলাশয় ও পুকুর। শহর ও নগরে অধিকাংশ খাল ও জলাশয়গুলোর তলদেশ ময়লা আবর্জনা দ্বারা দিনে দিনে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নাগরিক অসচেতনতার কারণে খালগুলো ভরাট হওয়ায় নগরের ড্রেনগুলো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা ও নাগরিক ভোগান্তি। তৈরি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খালগুলো হারাচ্ছে তার পানি ধারণ ক্ষমতা। এই সমস্যা নিরসনে এলজিইডি শহর ও নগর এলাকায় খাল ও জলাশয় খনন ও পুনর্খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার পটুয়াখালী পৌরসভায় ১.০০ কি.মি. জলাশয়ের পাড় সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য্যবর্ধন খাল পুনঃখনন করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

ঢাকা মহানগরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের রয়েছে তীব্র আবাসন সংকট। এদের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে এলজিইডি পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৬টি পৌরসভায় ৬৬টি পৌরসভায় ৭৯টি ভবন নির্মাণ করা হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২২ টি পৌরসভায় ২৫টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ১৭ টি ভবনের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এগুলোর নির্মাণ কাজ আগামী অর্থবছরে শুরু করা হবে। প্রতিটি ভবনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্টোররুম, ১টি কমিউনিটি হল, লিফট, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি একে অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ন রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। লোকাল গভর্মেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি) শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪০টি কবরস্থান নির্মাণ করা হয়েছে।

পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র পার্ক

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ু সেবন, সকাল অথবা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ। নগরে সবুজঅঞ্চল, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বসবাসযোগ্য টেকসই নগর গড়তে পার্ক ও সবুজায়ন একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকায় পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। নগরবাসীর অবকাশ, বিশ্রাম, বিনোদন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রগুলো অবারিত করেছে নতুন দিগন্ত। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি ৭টি পৌর পার্ক নির্মাণ করে।

কমিউনিটি সেন্টার

বিগত কয়েক বছরে ঊর্ধ্বহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বেড়েছে ক্রয় ক্ষমতা। ফলে আধুনিক জীবনের চাহিদাও বেড়েছে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে মফস্বল শহরে বিয়ে-শাদীর মতো সামাজিক অনুষ্ঠান একসময় বাসা-বাড়িতেই আয়োজন করা হতো। বড় শহরে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি সেন্টার অথবা হোটেল থাকলেও মাঝারি শহর অর্থাৎ পৌর এলাকায় এই সুবিধা ছিলো না বললেই চলে। বড় শহরের মতো মাঝারি শহরেরও সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় পৌরসভায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করছে। এসব কমিউনিটি সেন্টার একদিকে যেমন স্থানীয় চাহিদা পূরণ করছে, পাশাপাশি পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

ছক-৪.২: নগর অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

ক্রমিক নম্বর	প্রধান প্রধান অংগের নাম	অর্জন
১	রাস্তা	৩,৫৯৯ কি.মি.
২	ফুটপাত	৬.৯০ কি.মি.
৩	সেতু/কালভার্ট	৩,৪৮৪ মিটার
৪	কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ডাস্টবিন ও ভ্যাকুট্যাক	২,৭৭,২৫৯ টি এবং ২৫টি
৫	বাস টার্মিনাল	২ টি
৬	ড্রেন	৬৪৬.৫৯ কি.মি.
৭	স্ট্রিট লাইট	৩,৩৯৭ টি
৮	পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন	২১১ টি
৯	মিউনিসিপ্যাল কিচেন মার্কেট	৫৩টি
১০	কবরস্থান	৪০টি
১১	পার্ক	৭ টি
১২	কমিউনিটি সেন্টার	২ টি

পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক এর মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণ

সড়ক প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে সড়কের প্রশস্তকরণ অংশে গতানুগতিক বিটুমিনাস কার্পেটিং/আরসিসি'র বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহার সময়োপযোগী। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বর্তমান সময়ে সড়ক উন্নয়নে "জলবায়ু সহিষ্ণুতা" বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া অতি জরুরী। সড়কের প্রশস্তকরণ অংশে পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক এর মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণ করা হলে উন্নয়নকৃত সড়ক জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো হিসেবে চিহ্নিত হবে।

সড়কের ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল না থাকলে সড়কের প্রান্ত (এজিং) বরাবর বেশ কিছু সময় ধরে পানি জমে থাকে, এতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিব্লক এর মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণ করা হলে সড়কে বেশ কিছু সময় ধরে পানি জমে থাকলেও সড়ক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ইউনিব্লক এর মাধ্যমে সড়ক প্রশস্তকরণে সড়ক নিরাপত্তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সড়কের প্রশস্তকরণ অংশে ইউনিব্লক ব্যবহারের কারনে মূল সড়ক ও সড়কের প্রশস্তকরণ অংশের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এতে চিরস্থায়ী রোড মার্কিং স্থাপিত হয়। যার ফলে, মোটরচালিত যানবাহন মূল সড়ক অংশের মধ্যেই চলাচল করে এবং পথচারী ও অ-মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিরাপত্তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক উন্নয়ন কাজ সারা বছরব্যাপী করা যায়। ইউনিব্লক সড়কের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অনেক সহজ। বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে ইউনিব্লক সড়কের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অনেক কম।

দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে নগর এলাকায় (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) ৩০কিঃমিঃ সড়ক প্রশস্তকরণ করা হয়েছে এবং এলজিইডি'র ১৫০কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক প্রশস্তকরণ করা হয়েছে।

পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রামসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলায় পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্বল্পপরিসরে পানিসম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ থেকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি বিশেষ করে ধান, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। এই অর্জনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসব প্রকল্পে নদী ও খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও এর আওতাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পানি সম্পদ অবকাঠামো-এর বিবরণ নিম্নরূপ:

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অনেক সময় আবাদি জমি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে থাকে। এসব বাঁধ নির্মাণের ফলে আগাম বন্যা থেকে জমির ফসল রক্ষা পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৫১.৬৩ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে বাঁধ মেরামতের কাজ হয়েছে ২০.৬৯ কিলোমিটার।

খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়। উজান থেকে নেমে আসা পলির কারণে উদ্বেগজনক হারে দেশের খাল, বিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। এতে খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। জলজ সম্পদ আহরণের ওপর পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য এলজিইডি নাব্য হারানো খাল ও পুকুর পুনর্খননে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি উন্নয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকার্য পরিচালনা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব খাল ও পুকুরের অনেক অবদান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৯৭৮.৬৪ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনর্খনন এবং ১১৭ একর পুকুর পুনর্খনন করেছে।

রেগুলেটর নির্মাণ

ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি সারাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব উপ-প্রকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। নির্মিত এসব রেগুলেটর উপ-প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং খরা মৌসুমে সঞ্চিত পানি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৩৭টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং ১০৪টি সংস্কার করেছে।

আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রতিটি পানিসম্পদ উপ-প্রকল্পের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। সমবায় পদ্ধতিতে এসব সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। অনেক সদস্য সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজ করছেন। এ কাজে দক্ষতা বাড়াতে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, কুটিরশিল্প, টেইলারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২৬৩টি ব্যাচে ৬,২৭৫ জন নারী এবং ৮,৪৩৪ জন পুরুষসহ মোট ১৪,৭০৯ জনকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,২১৪টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবছর উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে এসব অবকাঠামো সংস্কার করা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫৩টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ (৩৩,০২২ হেক্টর), ২৯টি নতুন প্রকল্প উন্নয়ন এবং ১৯৭টি সংস্কার (রাজস্ব বাজেটে) করা হয়। রেগুলেটর, ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয় ৩৭টি ও সংস্কার করা হয় ১০৪টি এবং ২৮টি পাবসস অফিস মেরামত ও ৫১টি নির্মাণ করা হয়েছে।

এক নজরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

ছক-৪.৩: ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

ক্রমিক নম্বর	প্রধান প্রধান অংগের নাম	অর্জন	
		নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	সংস্কার
১	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫১.৬৩ কি.মি	১৯.৬৯ কি.মি.
২	খাল (খনন/পুনর্খনন)	৯৭৮.৬৪ কি.মি	–
৩	পুকুর (খনন/পুনর্খনন)	১১৭ একর	–
৪	রেগুলেটর	৩৭ টি	১০৪ টি
৫	সেচনালা (ইরিগেশন ড্রেন)	১৩ কি.মি	৭.২০ কি.মি.
৬	পাবসস অফিস	৫১ টি	২৮ টি
৭	পাবসস প্রতিষ্ঠা	২৫ টি	–
৮	উপ-প্রকল্প	২৯ টি	১৯৭ টি
৯	উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ	৫৩ টি	–

বরুলিয়া খাল উপ-প্রকল্প বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য়-পর্যায়) (১ম সংশোধিত) এর আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার নিকলী সদর ইউনিয়নের বরুলিয়া খালটি ভরাট হয়ে দীর্ঘদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল। ফলশ্রুতিতে কৃষিজমিতে সেচসুবিধাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পানির সংকট এবং নিষ্কাশন সমস্যা ছিল এই এলাকার প্রধান অন্তরায়। এছাড়া হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছর জলাবদ্ধতার শিকারসহ নানা ভোগান্তিত ও সমস্যার সম্মুখীন হত। কৃষি উন্নয়নের এ সমস্যা দূর করার জন্য স্থানীয় জনগণের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য়-পর্যায়) (১ম সংশোধিত) এর আওতায় বরুলিয়া খাল উপ-প্রকল্পে (এসপি নং-৭৩০৭৫) খাল প্রায় ৯ কিঃমিঃ পুনর্খনন করায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে সুবধাবঞ্চিত কৃষকগণ। উপ-প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ সহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির একটি অফিসঘর নির্মাণ করা হয়।

প্রায় ৮৩০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফসল ও মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে ৯৮০ পরিবার সুফল পেতে শুরু করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে নতুন কর্মসংস্থান। সেচ সুবিধা সহজ হওয়ায় খুশি স্থানীয় কৃষকরা। পানির স্বাভাবিক প্রবাহের ফলে গ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নে ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী জমিতে এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে। উপ-প্রকল্পটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলাকার ১৭৪ জন পুরুষ ও ২৬৯ জন নারী (মোট ৪৩৩ জন) সুফলভগীকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে বরুলিয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ (পাবসস)। দৈনন্দিন কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি অফিস ঘর। সমিতির বর্তমান মূলধন ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মূলধন থেকে সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ও সুবিধা বঞ্চিত সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতির প্রায় ১০০ জন সদস্যকে প্রকল্প হতে আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তারা এখন স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছেন।

খাল পুনঃখননের ফলে নৌকার মাধ্যমে বীজ, সার ও কৃষি পণ্য পরিবহনের সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় কৃষকদের জন্য পরিবহণ খরচ অনেকটা কমে গেছে। পূর্বে আগাম বন্যার কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। কিন্তু বর্তমানে খাল পুনঃখননের ফলে খালে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আগাম বন্যায় ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। কৃষকগণ প্রকল্প থেকে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার কারণে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পূর্বে যেখানে বিঘা প্রতি ১০-১২ মন ধান হতো বর্তমানে সেখানে বিঘা প্রতি প্রায় ২৫ মন ধান উৎপাদন হচ্ছে। উর্বর উঁচু জমিতে সেচের মাধ্যমে উন্নত জাতের আমন, বোরো ও আউশ ধান, প্রধান দানা জাতীয় ফসল উৎপাদনের পাশাপশি পাট, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন এবং ফুলকপি ও বাঁধাকপিসহ উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন এবং আগাম সরিষা উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাইব্রিড বোরো ধান চাষে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে। কৃষকের মাধ্যমে পাট চাষে নতুন সম্ভাবনা ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

পাবসস সদস্যদের সাংগঠনিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, মৌলিক ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, উন্নত মৎস্য চাষ পদ্ধতি, এলসিএস এর মাধ্যমে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ গত ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা।

অধ্যায়-০৫

এলজিইডির অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশেষ কার্যক্রম

পার্বত্য অঞ্চল ----------৪৪

হাওর অঞ্চল----------৪৫

বরেন্দ্র অঞ্চল ----------৪৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ----------৪৯

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম ----------৫০

দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম : চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ----------৫১

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ----------৫২

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে যেমন সমতলভূমি রয়েছে তেমনি রয়েছে পাহাড়, বরেন্দ্র ভূমি, বিস্তীর্ণ হাওর এবং বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে উপকূলীয় অঞ্চল। অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনাচরণ ও জীবিকার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, জীবনমানেও রয়েছে ভিন্নতা। এলজিইডি সমগ্র বাংলাদেশে পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। এসব অবকাঠামো নির্মাণের মূল লক্ষ্য মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। এক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান পরিকল্পনার আলোকে যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট এবং চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পার্বত্য অঞ্চল

চট্রগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আয়তন ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ। ২০২২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৮ লক্ষাধিক। বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের এ এলাকার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ অধিবাসীই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর। এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের জাতীয় গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশি। অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল, ভূমিধবস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এসব দুর্গম জনপদে আয়-রোজগার, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লোকালয়গুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জলবায়ু ও ভৌগলিক কারণে এলাকার মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। টেকসই অবকাঠামোর অভাব চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। অপর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কৃষিপণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ অত্যন্ত দুরূহ। দুর্গম পাহাড়ি পথে যাতায়াত ব্যয়বহুল হওয়ায় অকৃষি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটে এলজিইডি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোপূর্বে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলছে এবং প্রকল্পের সময় সীমা জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ও সড়কের সুরক্ষা এবং সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

পাবর্ত্য এলাকার প্রকল্পসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার মোট ২৬টি উপজেলায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। ফলে যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত দুর্গম এই অঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত চলাচল সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। একইসঙ্গে এই জনপদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে চলমান তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প-এর আওতায় ১১০.৪৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৭৫০.০০ মিটার সেতু ও ৭১.০০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ এবং ১৩.০০ কি.মি. সড়ক প্রতিরক্ষার কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি –

সড়ক উন্নয়ন	:	৩৬৭.৩৫ কি.মি.
সেতু	:	২১২৫.০০ মিটার
কালভার্ট নির্মাণ	:	২৩৬.০০ মিটার
সড়ক প্রতিরক্ষা	:	৪৪.০০ কি.মি.।

হাওর অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক হাওর। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের প্রায় ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। বছরের প্রায় সাত মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। হাওর এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। প্রায়শই আগাম বন্যায় ঘরে তোলার আগেই ফসল পানিতে তলিয়ে যায়। এতে স্থানীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাওর এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তার মধ্যে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) যা ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি) যা জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে– হাওর অঞ্চলে ডুবো সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও মার্কেট কালেকশন সেন্টার, বোট ল্যান্ডিং ঘাট, সেচ অবকাঠামো, মাটির কিল্লাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও গ্রাম, বাজার ও রাস্তার পাড় বা ঢাল প্রতিরক্ষা, সড়ক অবকাঠামো মেরামত, মৎস চাষ, বিলে মৎস অভয়াশ্রম ও জলজবৃক্ষ রোপন, বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে হিলিপ-এ ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৮.০০ এবং ৯৭.৫১ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৮.৪০ এবং ৯৭.৪৬ ভাগ। এইচএফএমএলআইপি প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৮.০০ এবং ৯৭.৪৬ ভাগ।

ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনে গত জুলাই ২০১৪ থেকে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর সহযোগী প্রকল্প হিসেবে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপের মত ছোট ছোট গ্রামকে বর্ষায় হাওরের প্রবল ঢেউয়ের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য ক্যালিপের আওতায় গ্রাম সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে হাওর এলাকার বিস্তীর্ণ পথে চলাচলের জন্য ডুবো সড়ক এবং আগাম বৃষ্টির পানি থেকে ফসল রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সড়ক, আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন, জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক ঢালের সুরক্ষায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব সুরক্ষা কাজে পরিবেশবান্ধব ভার্টিবার ও ব্লক ব্যবহার করা হয়। সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে ক্যালিপ।

কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ক্যালিপ। এ কার্যক্রমের আওতায় আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এই প্রকল্পটির আওতায় ১৭৫টি প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা কাজের লক্ষ্যমাত্রায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬৯টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০০টি ভিলেজ ইন্টারনাল সার্ভিসের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১ টিসহ এ পর্যন্ত ১৯৭টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩টির কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত ২৮টি মাটির কিল্লার মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১টিসহ এ পর্যন্ত ২৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিলের পাড় প্রতিরক্ষার কাজে ৫০টির মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ২৩টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৭টির কাজ চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে ৬০ কি.মি. রাস্তার ঢাল প্রতিরক্ষার কাজের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫.৮০ কি.মি.সহ এ পর্যন্ত ৫৬.৮ কি.মি. প্রতিরক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মডেল ভিলেজ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা দু'টির মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির কাজ চলমান রয়েছে।

৪৫৩টি ব্যাচের ভোকেশনাল (দর্জি, নারী গাড়িচালক, ওয়েলডিং, প্লামবিং, হাউজ ওয়ারিং, মটর সাইকেল; মোবাইল ও পানির পাম্প রিপিয়ারিং) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২০২৩-২০২৪অর্থবছরে ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণসহ এ যাবৎ ৪৫৩টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৫০৪টি ব্যাচকে পুকুরে মাছ চাষ, ৩৭৮টি ব্যাচকে এ্যাডভান্স ইম্প্রুভমেন্ট (পাট, বাঁশ, নকশি কাঁথা, ব্লক-বাটিক, কারচুপি কারুপণ্য) এবং গ্রাম বনায়ন সংক্রান্ত ২,৯৮৭ ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাওরে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। হাওর এলাকার কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৮৬টি জলমহালে এ কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ২৭৪টি জলমহাল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজির মোট সদস্য সংখ্যা ১৫,৬৭৩ জন, যার মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫,৪৬৬ জন নারী। বিল ইউজার গ্রুপ এ যাবৎ এসব জলমহালের ইজারা বাবদ প্রায় ১৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং ইফাদের সহায়তায় হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২২৭টি বিল এবং ২৬০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,২৫০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন বিইউজি সদস্যরা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্প এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিইউজি সদস্যগণ মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জলমহল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট প্রায় ৫,৯৫২ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯৮.৬৭ কোটি টাকা। মজুরি হিসেবে মৎস্যজীবীগণ প্রায় ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। লভ্যাংশ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) ও হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিমলিপ) এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ১৭২টি বিলে অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল অনুশীলনসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রায় ৯ লক্ষ ২ হাজার জলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

মাটির কিল্লা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে আগাম বৃষ্টিপাতের ফলে মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে হিলিপ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত কার্যক্রম 'ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)' এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছাদানের জমি) সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নিচ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে ডুবে থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদ কিল্লাকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে। কিল্লাতে গরু ছাগলও রাখা যায়। উঠতি ফসল সুরক্ষায় কিল্লার কার্যকারিতা আজ দৃশ্যমান। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লায় ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১টি মাটির কিল্লাসহ এ পর্যন্ত ২৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ডুবো সড়ক

শুধু বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া হাওর অঞ্চল বছরের ছয়-সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় চলাচল করতে হয় নৌকায়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকরা হাওরের ধান ঘরে তুলতে পারছেন। খরচও আগের চেয়ে অনেক কমেছে, কমেছে ফসলের ক্ষতি।

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই উপজেলা ও জেলা সদরে যেতে পারছেন। যেতে পারছেন দূরের গন্তব্যে। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৩৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত এলাকায় ৭৮০ কি.মি. ডুবো সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৭৮০.০০ কি.মি. কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি খরাপ্রবণ এলাকা। এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির সংকট প্রকট থাকায় একসময় এখানে একটি মাত্র ফসল হতো। মাটির গঠন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশেষ ধরনের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকা অর্থাৎ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর আওতায় বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরেন্দ্র অঞ্চলে ১৬টিসহ মোট ৪০টি বিদ্যমান উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ১৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে এসডিজি -এর পরিবেশগত সুরক্ষা অংশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন ঘটেছে। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে কয়েকশত প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার (ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখনও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এলজিইডি বর্তমানে ২টি প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে– বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি), এবং জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)।

এমডিএসপি

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় পল্লি এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৩০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ চলছে। জেলাগুলো হচ্ছে– বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ২২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৯০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৩০টির মেরামত কাজ শেষ হয়েছে। ১৩০.৫০কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব সাইক্লোন শেল্টার বছরজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন– সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদের টিকাদান, বিবাহের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্থান, বিরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ঈদের নামাজ আদায় ইত্যাদিতেও ব্যবহৃত হবে।

ইএমসিআরপি

২০১৭ সালের আগস্টে মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জীবন রক্ষা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় ' জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) বাস্তবায়ন করছে। ইএমসিআরপির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও রোহিঙ্গাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এজন্য ৪৫টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৩৫টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আশ্রয় কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে।

বন্যা দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরই মূলত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের পূর্বঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকা ছাড়া দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অংশই মূলত সমতল ভূমি। বর্ষায় মৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের সমতল ভূমি, বিশেষ করে তিস্তা, ব্রহ্মপুর, পদ্মা, যমুনা, সুরমা ও মেঘনা অববাহিকার অন্তর্গত অঞ্চল বন্যাকবলিত হয়। উজানের পানিতে ভেসে আসা বিপুল পরিমাণ পলিতে নদীর তলদেশ ভরাট হওয়ায় অনেক নদী এখন নাব্য সংকটে ভুগছে। পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সাধারণ বর্ষায় নদীর পানি দুকূল ছাপিয়ে গ্রাম-জনপদ প্লাবিত করে। অতিবৃষ্টি হলে বন্যার বিস্তার বৃদ্ধি পায়। স্থিতিকালও প্রলম্বিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এ প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নে পরিবর্তন এসেছে। অসময়ে বৃষ্টিপাত, অল্প সময়ে অধিক মাত্রার বৃষ্টি বিপুল বন্যার সৃষ্টি করছে। বন্যার সময় গ্রামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে উঁচু-বাঁধ বা সড়কের খোলা স্থানে আশ্রয় নিতে হয়। অনেককে ঘরের চালা বা গাছের ডালে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। গৃহপালিত হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু রাখার স্থান সংকুলান না থাকায় এবং পশু খাদ্যের সংকট থাকায় তা নিম্নমূল্যে বিক্রয়ের ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাপের কামড় বা পানিতে ডুবে অনেক শিশুসহ অনেকের মৃত্যু ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর অ্যাডাপ্টেশন এন্ড ভালনারাবিলিটি রিডাকশন (রিভার) শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয় এলজিইডি। প্রকল্পটির আওতায় দেশের ১৪টি জেলায় ৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম বন্যা দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ করা হবে।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সে দেশে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশী রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর এই গণপ্রস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে সংঘটিত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত সংকটগুলোর মধ্যে অন্যতম। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই সংখ্যা স্থানীয় জনগণের তুলনায় প্রায় তিনগুণ।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সহজ করা ও স্থানীয় জনগণের জীবনমান বজায় রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এবং এডিবির সহায়তায় বাংলাদেশের জরুরী সহায়তা প্রকল্প (ইএপি)। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করছে।

ইএমসিআরপি প্রকল্পের আওতায় ৪৫টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ক্যাম্প অভ্যন্তরে ৩০টি বহুমুখী কমিউনিটি সেবাকেন্দ্র (যেগুলি দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে) নির্মাণ, ১টি আধুনিক জেটি (নদী তীরস্থ) ৬টি হাটবাজার উন্নয়ন, ১টি রিলিফ বিতরণ ও পরিচালনাকেন্দ্র, অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখার জন্য ৯টি মজুদ ঘর ও স্যাটেলাইট কেন্দ্র এবং এলজিইডি'র ১টি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও ২৬২ কি.মি. নতুন সড়ক উন্নয়নসহ, ৩৭১ মি. সেতু এবং প্রায় ৫০৫ মিটার কালর্ভাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ১৯০ কি. মি. সড়ক উন্নয়নকাজ, ৩৭১মি. সেতু ও প্রায় ৫০৫ মি. কালর্ভাট নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭২ কি. মি. সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ২০২৪) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৭১.৫৭% ও ৬৫.০১%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের (ভৌত ও আর্থিক) যথাক্রমে শতকরা ৯৪% ও ৮৫.৯২% অর্জিত হয়েছে।

এডিবির অনুদান সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশের ১১.২৮ কি.মি. উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক, ১২.২১ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক, ৬৫.৩০ মি. ব্রিজ, ৩৫০.২০ মি. কালভার্ট, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মেগাক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে ২৪.৬৩ কি.মি. সংযোগ-স্থাপনকারী রাস্তা এবং পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের নিমিত্তে ১০.৯ কি.মি. খাল খনন, ৪টি খাবার বিতরণ কেন্দ্র, ১০টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণসহ মোট ১৫টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও অতিরিক্ত অর্থায়নের আওতায় ১২.৭৮ কি.মি. উপজেলা সড়ক, ১২.২০ মি. কালভার্ট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ৫টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার, টেকনাফে ১টি আইসিডিডিআরবি এর দ্বারা পরিচালিতব্য হাসপাতাল ও প্রশাসনিক ভবনসমূহ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

দারিদ্র্যহ্রাস কার্যক্রম : চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুরু থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষদের কীভাবে গ্রামীণ অবাকাঠামো উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে তৎকালীন নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচি থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

প্রচলিত প্রদ্ধতিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। এছাড়া দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগও ছিল সীমিত। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল বা এলসিএস ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণেও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দরিদ্র পুরুষ বা দুস্থ নারী অথবা নারী-পুরুষদের দ্বারা দল গঠন করা হয়। এলসিএস পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে নির্বাচিত একজন দলনেতা ও একজন সদস্য সচিব থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে এলসিএস দলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে অগ্রিম এবং কাজ চলমান অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কিস্তি হিসেবে এলসিএস দলের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কাজ শেষে চূড়ান্ত পরিমাপের ভিত্তিতে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ পদ্ধতিতে এলসিএস দলের সদস্যরা একদিকে যেমন শ্রমিক হিসেবে মজুরি পায় একই সঙ্গে সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশও পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু প্রকল্পে নারী এলসিএস সদস্যদের দ্বারা গ্রামীণ হাট-বাজারে মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ করে তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলসিএস দলের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে কাজের শেষে প্রাপ্ত মজুরি এবং লাভের অংশ দিয়ে সুবিধামত ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এলজিইডি ৭৫ হাজার ১০৩ জন নারী এবং ৪৪ হাজার ৮৯৭ জন পুরুষ অর্থাৎ সর্বমোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ৮০০ জনের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এতে ১৭০৮.৬১ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য হ্রাসে বিশেষ অবদান রেখেছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

পল্লি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সরকারের গৃহীত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (আরইআরএমপি-৩) শীর্ষক প্রকল্প" এর কার্যক্রম ২০১৯ সালের জুলাই মাসে জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত নারী শ্রমিকেরা প্রতি ইউনিয়নে ২০ কিলোমিটার করে দেশজুড়ে মোট ৮৮,৯২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করে। আরইআরএমপির প্রধান লক্ষ্য হলো- গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কসমূহ সারাবছর চলাচলের উপযোগী রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অসহায় ও দুস্থ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার ৪৪৪৬ টি ইউনিয়নে ১০ জন করে মোট ৪৪,৪৬০ জন দুস্থ নারীর জন্য চার বছরমেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় নিযুক্ত প্রত্যেক নারীকর্মীকে দৈনিক ২৫০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হয়। দৈনিক মজুরি থেকে ৮০ টাকা তার সঞ্চয়ী হিসাবে আবশ্যিকভাবে জমা রাখা হয়। মেয়াদ শেষে সঞ্চয় এর পরিমাণ দারিয়েছে প্রায় ১,১৬,৮০০.০০ (এক লক্ষ ষোল হাজার আটশত) টাকা। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নারীকর্মীরা তাদের সুবিধামত আয়বর্ধক কাজ বেছে নিতে পারবেন। ফলে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ তৈরি হয়েছে।

কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং সুবিধাজনক আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য এলজিইডি কর্তৃক নিয়োজিত ১৪ টি স্থানীয় এনজিও দ্বারা বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের শেষ বছরে ২০২৩-২০২৪ এ উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের (পশু, কৃষি, মৎস্য, সমাজকল্যান ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাবরক্ষণ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাশরুম চাষ ছাড়া ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ: হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে নারীকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইতোমধ্যে ৬৪ টি জেলার ৪৪৪৬ টি ইউনিয়নে মোট ৪৪,৪৬০ জন নারী কর্মীর কাজের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। নারীকর্মীরা জনপ্রতি ন্যুনতম ১,১৬,৮০০.০০ (এক লক্ষ ষোল হাজার আটশত) টাকা পান।

নারীকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে তাদের সুবিধামত আত্মকর্মসংস্থানের কাজে (হাঁস, মুরগী ও গরু, ছাগল পালন ও মৎস্য চাষ) কাজে সঞ্চয়কৃত অর্থ বিনিয়োগ করে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন।

প্রকল্পের মূল্যায়ন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গত ২০-০৫-২০২৪ তারিখে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়: বাংলাদেশের দুঃস্থ, নিঃস্ব ও হতদরিদ্র গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন এবং তাদেরকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সংযুক্তকরণের লক্ষ্যে আরইআরএমপি -৩ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

অধ্যায়-০৬

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ---------- ৫৪

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প ---------- ৫৫

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ---------- ৫৫

ভূমি মন্ত্রণালয়

সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) শীর্ষক প্রকল্প ---------- ৫৬

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট শীর্ষক প্রকল্প ----- ৫৭

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, জামালপুর শীর্ষক প্রকল্প ---------- ৫৭

কৃষি মন্ত্রণালয়

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প ---------- ৫৮

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক জীবনমান উন্নয়নের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে এলজিইডি। দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সুফল আজ দৃশ্যমান। সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। প্রতিবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক সাফল্যে এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আস্থা অর্জন করেছে। ফলে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে। এলজিইডির অন্যান্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। আর তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প। এলজিইডি এসব কাজ বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ। দেশের চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকা এবং শহরের চ্যালেঞ্জিং এলাকায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ছাড়াও অন্যান্য চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ উপাঙ্গের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি।

১৯৯০ সাল থেকে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করে আসছে। শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠু ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) স্থাপন করা হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৪০ জন আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে এসব কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ মাঠপর্যায়ে চলমান কাজের সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলায় স্থাপিত এলজিইডির আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত এসকল কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)-এর প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)-র সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা শিক্ষা কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ১৬,৩২৬টি অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক কক্ষ নির্মাণ ৪৪৬টি বিদ্যালয় মেরামত এবং ১,০৬৬টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ১৯৪টি ইউআরসি/পিটিআই/ইউইও/ডিপিইও/ সম্প্রসারণ/মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৩৫টি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের সবগুলো জেয়ায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজরিত ৩৬২টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে। ইতোমধ্যে ৩৪৮টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪১টি সমাপ্ত হয়েছে এবং ০৭টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৪টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ/জাদুঘর নির্মাণ শেষ হয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।

পাঁচতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয়তলায় বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রতি তলায় ৬টি করে মোট ১২টি দোকান থাকবে। তৃতীয়তলায় সামাজিক ব্যবহারের জন্য হল রুম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস এবং লাইব্রেরি কাম মিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে। দোকান, হল রুম ও ছাদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হবে, যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে ৪৭০টি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৪৬টি ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০টি নির্মাণ শেষ হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) শীর্ষক প্রকল্প

ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে সমস্ত জমির মালিকদের মালিকানা নথি হালনাগাদ করতে যেতে হয়। ভূমি অফিসগুলোর বিদ্যমান অবস্থা খুবই জরাজীর্ণ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অফিসগুলো ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় নেই। অনেকগুলো ভূমি অফিস প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে। এটা বলাই বাহুল্য যে, তহশিল অফিসগুলির অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং শোচনীয় অবস্থার কারণে মূল্যবান রেকর্ডগুলির যথাযথ যত্ন নেওয়া যায় না, যার ফলে প্রায়শই মূল্যবান রেকর্ডসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশ কিছু অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অবস্থা জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। তাই ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নতির জন্য সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (২য় পর্ব) প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। পার্বত্য তিনটি জেলা বাদে দেশের অন্য ৬১ জেলার মহানগর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব ভূমি নির্মাণ করা হবে। এই পদক্ষেপের আওতায় সারাদেশে ক্রমান্বয়ে ১৩৩৩টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। "তন্মধ্যে" সমতল এলাকায় দুইতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১৩০০ বর্গফুটের ১০৫১ টি একতলা ভবন এবং হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় তিনতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১৪৯৫ বর্গফুটের ২৮২ টি ভূমি অফিস নির্মিত হবে। উক্ত প্রকল্পের প্রথম পর্বে সমতল এলাকায় ৯৮৬ টি এবং হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় ৫৭টি সহ মোট ১০৪৩ টি ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট শীর্ষক প্রকল্প

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯ টি জেলায় ১০টি উপাজিলায় ১০টি গ্রামে ৩৪৬৮ বর্গফুট আয়তনের ১০টি দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পটি একটি পাইলট প্রকল্প যা ৯টি জেলায় ব্যাপী বিস্তৃত। জেলা ৯ টি হলঃ গোপালগঞ্জ/শরীয়তপুর/বরিশাল/যশোর/ রংপুর/জামালপুর/ কুমিল্লা/সুনামগঞ্জ/টাঙ্গাইল। সমবায় অধিদপ্তরে প্রকৌশলী জ্ঞান না থাকায় প্রকল্পের আওতায় ১০টি কমিউনিটি ভবন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অন্তভুক্ত টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক গ্রামে রূপান্তর। পাইলট প্রকল্পটির দ্বারা যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে কৃষি খাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি;মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নিতকরণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে প্রত্যক্ষভাবে ৫০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা; প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে ১০ টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

"ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, জামালপুর"শীর্ষক প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ হৃদরোগ। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে সংক্রামণ ব্যাধি কমার সাথে সাথে অসংক্রামক ব্যাধি বিশেষ করে হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, বক্ষ-ব্যাধি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৪.৮০% মৃত্যু অসংক্রামক ব্যাধির কারণে হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হৃদরোগ, যা প্রায় ২৩.৭০%। হৃদরোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়বহুল হওয়ায় সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের এককভাবে হৃদরোগের সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য এ রোগের প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সমন্বিত ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে জনসাধারণের মাঝে হৃদরোগ, হৃদরোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ ও রোগীদের পুনর্বাসনের ওপর কাজ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় জামালপুর ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমুহের হৃদরোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে "ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, জামালপুর" শীর্ষক একটি অলাভজনক ও সেবামূলক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এটি ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল হৃদরোগীদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি জামালপুর ও তৎসংলগ্ন জেলায় হৃদরোগের কারণ ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং ইনডোর-আউটডোর চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতিমালার আলোকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হৃদরোগ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। '১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল, জামালপুর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯.৯২২৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা অঞ্চলের জনগণের হৃদ-রোগজনিত অসুস্থতা দুর করে ও মৃত্যু হ্রাস করে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুস্থ জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

রাজশাহী বিভাগ দেশের সার্বিক খাদ্য চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এই বিভাগটি সকল ধরনের দানাশস্য, ডাল, তেল, সবজি, ফল ও মসলা চাষের জন্য বিখ্যাত। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও আধুনিক পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির প্রয়োগ, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও জমির সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার, নিরাপদ উচ্চমূলক ফসল উৎপাদন, দ্রুত পচনশীল উচ্চমূল্য ফসলের সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধমে ফসলের লাভজনক নিশ্চিতকরণ, কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পুষ্টিমান উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ এবং টেকসই কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ হবে। প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের এর কার্যালয় ভবন ৪-তলা ফাউন্ডেশন ৩-তলা দুইটি অফিস ভবন নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২০ এ শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের এলজিইডি অংশের গড় অগ্রগতি ৮৫%।

অধ্যায়-০৭

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

ভূমিকা---------- ৬০
প্রশাসনিক ইউনিট---------- ৬১
পরিকল্পনা ইউনিট---------- ৬৩
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট---------- ৬৬
আইসিটি ইউনিট---------- ৬৯
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট---------- ৭৩
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট---------- ৭৬
প্রশিক্ষণ ইউনিট ---------- ৭৮
ডিজাইন ইউনিট ---------- ৮০
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট ---------- ৮২
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৮৪
সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৮৬

ভূমিকা

এলজিইডি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা, যার যাত্রা শুরু হয়েছিলো ১৯৮৪ সালে এলজিইবি নামে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এটি এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর কাজের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। শুরুতে কেবল গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করলেও পরবর্তীতে গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয় এলজিইডি। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের নানান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এসবের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ; নগর এলাকার কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, পৌর মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

বাংলাদেশের সমতলভূমি, পাহাড়, বরেন্দ্র অঞ্চল, বিস্তীর্ণ হাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে এলজিইডির কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। মূলত প্রধান তিনটি সেক্টরের আওতায় এলজিইডির অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। এগুলো হচ্ছে– পল্লি উন্নয়ন সেক্টর , নগর উন্নয়ন সেক্টর এবং পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর। তিনটি সেক্টরের কাজগুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদানের জন্য তিনটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মনিটরিং, কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এলজিইডিতে ১৪টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। একটি ইউনিট সাধারণত একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অধীনে পরিচালিত হয়। একাধিক ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে পরিচালিত হয়ে থাকে, যাকে উইং হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এলজিইডির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে এলজিইডি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশে বেকার সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ ও দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে এলজিইডির ভূমিকা অপরিসীম, যা দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্রকেই বদলে দিয়েছে। এই সফলতার পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে এলজিইডির ইউনিটসমূহ। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম ও কাজের অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক-৭.১: এলজিইডির উইং* ও ইউনিটসমূহ

উইং*	ইউনিট		
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	সড়ক ও সেতু বাস্তবায়ন এবং ভবন ব্যবস্থাপনা		
সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক নিরাপত্তা		
প্রশাসন	নিয়োগ ও পদায়ন, শৃঙ্খলা ও তদন্ত, আইন এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল		
নগর ব্যবস্থাপনা	নগর ব্যবস্থাপনা		
ডিজাইন ও পরিকল্পনা	সেতু ডিজাইন	সড়ক ও ভবন ডিজাইন	পরিকল্পনা
মনিটরিং, অডিট ও প্রকিউরমেন্ট	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	প্রকিউরমেন্ট ও অডিট	আইসিটি
মানবসম্পদ	মানবসম্পদ এবং পরিবেশ ও জেন্ডার	মাননিয়ন্ত্রণ	
পানিসম্পদ	পানিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিকল্পনা	

* উইং নামটি প্রস্তাবিত

প্রশাসনিক ইউনিট

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪। এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিট সরাসরি প্রধান প্রকৌশলী পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ তাঁকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইন এবং ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক ইউনিটের আওতায় সম্পাদিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিয়োগ, পদোন্নতি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

নিয়োগ

পদের নাম	সংখ্যা
সাটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১২
সাটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০
কমিউনিটি অর্গানাইজার	২০৫
হিসাব সহকারী	৩৫৭
অফিস সহকারী	১৭০
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২০৩
কার্যসহকারী	৭১২
অফিস সহায়ক	১০২
নিরাপত্তা প্রহরী	১৯৪

পদোন্নতি

পদের নাম	সংখ্যা
প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি	১
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি	১৮
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে চলতি দায়িত্ব	৭
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি	১৭
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে চলতি দায়িত্ব	১১
নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি	৬৬
হিসাব রক্ষক পদে পদোন্নতি	৯৮
হিসাব রক্ষক পদে চলতি দায়িত্ব	৯২
উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি	১৩

অবসর গ্রহণ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডিতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৫৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য এলজিইডি তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিভাগীয় মামলা

কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ১৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৬টির ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান এবং ৪টি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। ৪টি মামলা চলমান রয়েছে।

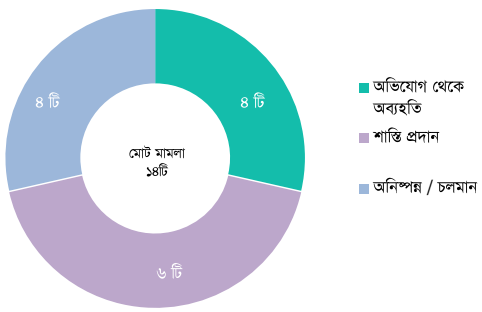

চিত্র-৭.১: বিভাগীয় মামলা

কৈফিয়ত তলব

জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে ৬৮ জন প্রথম শ্রেণির এবং ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। ৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে কর্তব্যে অবহেলায় কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

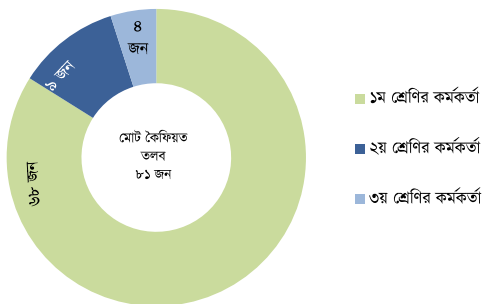

চিত্র-৭.২: কৈফিয়ত তলব

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইন-কানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, চরিত্র পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফিরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আলোকে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর মন্ত্রীসভা বৈঠকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্রের দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (ভিশন): সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা

অভিলক্ষ্য (মিশন): রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা

সফলতার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনা ইউনিট

১৯৮২ সালের অক্টোবরে 'পূর্ত কর্মসূচি'-এর আওতায় প্রথমবারের মতো সরকারের উন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ শুরু করে। নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বা আইআরডব্লিউপি দিয়েই এই অভিযাত্রা শুরু। এ সময় বিশেষ পল্লীপূর্ত কর্মসূচির প্রকল্প ছক এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: বৃহত্তর সিলেট জেলা শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। সে সময় প্রকল্প প্রণয়নে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প তৈরিতে প্রথমে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্পের ধারণাপত্র বা প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করা হতো। পিসিপি অনুমোদিত হলে তার ওপর ভিত্তি করে 'প্রকল্প প্রস্তাব' বা প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) প্রণীত হতো। পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার হলে দুটি পৃথক দলিলের পরিবর্তে পিসিপি ও পিপি-র সমন্বিত রূপ হিসেবে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' বা ডিপিপি প্রবর্তন করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পিপি তৈরি হলেও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর পদ সৃষ্টির পর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ৯০ দশকের শেষে এলজিইডিতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট উপরোক্ত কাজ ছাড়াও খাদ্য সহায়তায় গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি করেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের বর্তমান পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক এর মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ইউনিট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর অধিক্ষেত্রভুক্ত। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ ইউনিটে কাজ করছে। পরিকল্পনা ইউনিট সাধারণত তিন ধরনের প্রকল্প/কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যথা- বিনিয়োগ প্রকল্প, কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প এবং সমীক্ষা/স্টাডিজ। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) প্রস্তুত করে থাকে। পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট ২১টি ডিপিপি প্রণয়ন করে। এই অর্থবছরে ২৭টি নতুন ডিপিপি সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

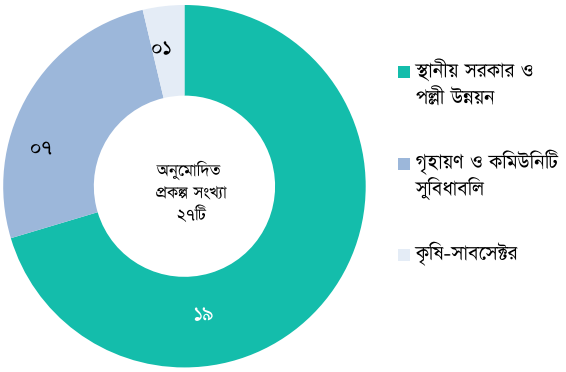

চিত্র ৭.৩: ২০২৩-২০২৪ বিভাগ ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

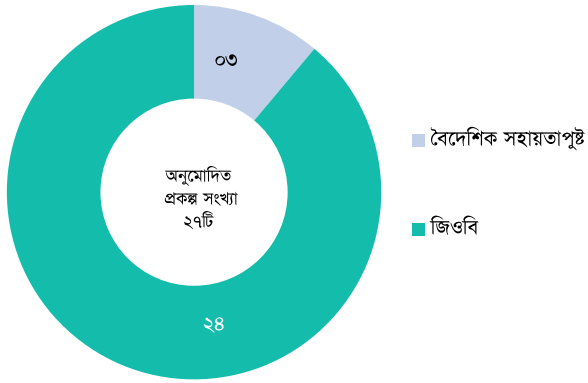

চিত্র ৭.৪: ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সংস্থানভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

পিআইসি সভা আয়োজন

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদি নিরসনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিতভাবে এ সভা আয়োজনে পরিকল্পনা ইউনিট ভূমিকা পালন করে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক ৭৮টি প্রকল্পের ওপর ১৩টি পিআইসি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

উপজেলা প্ল্যানবুক

গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে স্কিম চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ১৯৯০-১৯৯১ থেকে ১৯৯৪-১৯৯৫ মেয়াদে উপজেলা প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্ল্যান বুকের আওতায় সড়ক, ড্রেনেজ, বাঁধ, সেচ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর ৩৬টি নকশা প্রণয়ন করা হয়। স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে এ প্ল্যানবুকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, হাটবাজার উন্নয়ন, পুকুর খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্ল্যানবুকটি হালনাগাদকরণে উপজেলা পরিষদসমূহের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান

উন্নত ও পরিকল্পিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার দেশের সব উপজেলার জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ লক্ষ্যে, এলজিইডি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চলমান 'উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ৮ টি উপজেলার নতুন মাস্টারপ্ল্যান (মিঠামইন, আটপাড়া, মনোহরগঞ্জ, লালমাই, গোয়াইনঘাট, কালিগঞ্জ, ফকিরহাট ও দুমকী) এবং ৪টি উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান রিভিউ (বাগমারা, সাঘাটা, রামু, নবাবগঞ্জ)। মাস্টারপ্ল্যানে প্রত্যেক উপজেলায়-উপযুক্ত আবাসন, হাসপাতাল, মার্কেট, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, কৃষি খামার, শিল্প কারখানার জন্য স্থান নির্ধারণ করা থাকবে। সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সংস্থা/অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে মাধ্যমে এ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে যা সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য একটি পথনির্দেশক দলিল হিসেবে কাজ করবে।

পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান

পৌরসভাসমূহে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ পর্যন্ত এলজিইডি ২৫টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে। চলমান 'টাঙ্গাইল জেলার ১০ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাসাইল ও এলেঙ্গা পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডিতে ডেল্টা সেন্টার গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সারাদেশে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে এলজিইডি ১৭টির বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ সম্পর্কিত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, ডিপিপি প্রণয়ন, অনুমোদন ও সফল বাস্তবায়ন এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫-২০৩০ মেয়াদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

(এসডিজি)-এ ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি সূচক রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ০৯টি অভীষ্টের সাথে এলজিইডির কার্যক্রম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডির এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে এ ইউনিট থেকে এলজিইডির এসডিজি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এলজিইডিতে গঠন করা হয়েছে এসডিজি সেল। এসডিজি সূচক ৯.১.১ এর তথ্য/উপাত্ত প্রদানের জন্য এলজিইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ উপাত্ত প্রদানের কাজও এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এছাড়া, এ বিষয়ক বিভিন্ন সভা/সেমিনার/কর্মশালায় এলজিইডির পক্ষে এ শাখার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এই শাখার একজন নির্বাহী প্রকৌশলীকে এসডিজি ফোকালপয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এসেট ম্যানেজমেন্ট

অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকালে Life cycle cost (LCC) বিবেচনা, ঝুঁকি ও দূর্যোগ সহনশীলতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করার নির্দেশক দলিল হিসেবে ইতোমধ্যে এলজিইডির এসেট ম্যানেজমেন্ট পলিসি, স্ট্র্যাটেজিক এসেট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এসেট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (সড়ক ও সেতু), এসেট ইনফরমেশন স্ট্র্যাটেজি প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এলজিইডির কর্মকর্তাদের অবহিত করা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায় এসেট ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জুন ২০২২ সালে প্রকাশিত 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' এর আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা ইউনিট কর্তৃক মার্চ ২০২৪-এ সেমিনার ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

(পিপিএস) সফটওয়্যার এর ব্যবহার

প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রজেক্ট প্রসেসিং, অ্যাপ্রাইজাল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিপিএস) সফটওয়্যার চালু করেছে। পরিকল্পনা ইউনিট হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন অননুমোদিত প্রকল্প হতে ৩৯টি নতুন প্রকল্প পিপিএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইনে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলজিইডি জনগণের জন্য টেকসই এবং কার্যকর পরিষেবা প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলজিইডি গ্রামীণ এবং শহুরে সম্প্রদায়ের জন্য জীবনরেখা হিসেবে কাজ করা বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্কের দায়িত্বে রয়েছে। এই সড়কগুলোর কার্যকারিতা এবং গুণমান বজায় রাখতে নিয়মিত কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

এই গ্রামীণ সড়কগুলো মৌলিক পরিষেবা প্রাপ্তি, পণ্য পরিবহন এবং গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের সাথে সাথে আবহাওয়া পরিস্থিতি, যানবাহনের চাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চর্চার কারণে এই সড়কগুলোর গুণমান এবং কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এলজিইডি-এর প্রচেষ্টা যাতে গ্রামীণ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকরী হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তৃত কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রয়োজন। এলজিইডি গ্রামীণ পাকা সড়কগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা তৈরি করতে আগ্রহী। সেই লক্ষ্যে এলজিইডি ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ এই দুই অর্থবছরের সময় নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং গবেষণা কাজের জন্য পরামর্শক হিসেবে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) এর পুরকৌশল বিভাগকে নিযুক্ত করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো একটি মানসম্পন্ন পদ্ধতির প্রবর্তন করা, যা এলজিইডি-এর রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বাড়াবে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটার, পদ্ধতি এবং সরঞ্জামসমূহের বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ পাকা সড়কের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করা।
- রাস্তার অবস্থান, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে স্পষ্ট প্যারামিটার এবং মানদ- নির্ধারণ করা।
- তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য ধাপে ধাপে পদ্ধতি প্রদান করা।
- ধারাবাহিক এবং সঠিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব সরঞ্জাম সংযুক্ত করা।
- নির্দেশিকাগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক শর্ত এবং রাস্তার ধরন অনুযায়ী অভিযোজিত করা।

বেশির ভাগ পল্লি সড়ক নির্মাণের ৫-১০ বছরের মধ্যে লাইফ টাইম শেষ হয়ে যায় এবং তখন এসব সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করার প্রয়োজন হয়। এসব রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করতে গিয়ে সড়কের পুরনো ম্যাটেরিয়াল তুলে ফেলে নতুন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে পুনঃনির্মাণ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব পুরনো স্যাল্‌ভেজ ম্যাটেরিয়াল আবর্জনা হিসেবে রাস্তার পাশের জমিতেই ফেলে দেয়া হয়, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো স্যাল্‌ভেজ ম্যাটেরিয়াল পুনর্ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে সু-নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয়না। গবেষণা সেলের আওতায় স্যাল্‌ভেজ ম্যাটেরিয়াল পুনর্ব্যবহার বিষয়ক একটি গবেষণা কার্যক্রম এ বছর সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এ গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট

শুরুতে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর কাজ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেকশন বা এমআইএস স্থাপন করা হয়। এরপর একই দশকের শেষের দিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (পিএমএন্ডই) গঠন করা হয়। সেই থেকে এ ইউনিট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এই ইউনিট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (এমএন্ডই) ইউনিট নামে পরিচিত। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমএন্ডই ইউনিট ব্যাপক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে, যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিট এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিল অবমুক্তকরণে সহযোগিতা করে এ ইউনিট। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমএন্ডই ইউনিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সংসদের চাহিদা নিয়েও কাজ করে। এ ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ছকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণসহ তাৎক্ষণিক বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন সরবরাহ করে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর গুনগত রক্ষার বিষয় সরেজমিনে পরীবিক্ষণের জন্য এলজিইডি ২০টি পরিদর্শন দল। এসব দল এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন এমএন্ডই ইউনিটের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে পাঠানো হয়। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন এর সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং ডিপিইসি, পিইসি, একনেক সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত আইবিএএস প্লাস প্লাস (iBAS ++) সফটওয়্যার-এ ওই সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়।

প্রতি অর্থবছর শেষে এলজিইডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন অনলাইনে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা আর্থিক বছরের শুরুতেই এপিএ প্রণয়ন করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী এবং এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী বছরব্যাপী এপিএ বাস্তবায়নপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়।

প্রাক-এডিপি পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাসওয়ারি অগ্রগতি, তুলনামূলক কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিম, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গুণগতমান রক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানসহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় তদারকি করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৫টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বছরে অন্তত একবার এলজিইডি সদর দপ্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় এলজিইডির সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক ইস্যুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জবাব প্রদানের জন্য প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৩৩১টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় এলজিইডি কার্যক্রম বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট ১,৭৭৪টি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সাফল্যসূচক সংবাদ ছিল ১৭২টি। যাচাই করে দেখা যায় ১৫৭টি সংবাদ ভিত্তিহীন, ৫৭৭টি দ্বৈত সংবাদ এবং ২২৫টি এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নয়। অবশিষ্ট সংবাদের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ছক ৬.১ এ দেখানো হলো:

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র আকারে ৭৪২টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ কাজের ৩৪৭টি সংশোধন করা হয়েছে। ২৯৬টি সংবাদের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ৯৯টি সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ছক ৭.২: জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪ সময় বিষয়ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা

নং	যে বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে	সংখ্যা
১	ব্যক্তিগত, দাপ্তরিক ও দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম	১৩টি
২	উন্নয়নমূলক কাজের মন্থর গতি অথবা পরিত্যক্ত	১৫৫টি
৩	বাস্তবায়িত ও চলমান কাজের ত্রুটি সংক্রান্ত	১২৮টি
৪	সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের দাবি	২৩০টি
৫	নতুন সেতু নির্মাণের দাবি	১৪১টি
৬	অন্যান্য	৩৫টি

পরিদর্শন দলের সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মান রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে সারাদেশে এলজিইডির অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। বর্তমানে ২০টি অঞ্চলের প্রতিটির জন্য একটি করে পরিদর্শন দল রয়েছে। প্রতিদলে বিভিন্ন স্তরের ৩ জন প্রকৌশলী রয়েছেন। এসব দল মাসিকভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণগুলো প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৮টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২০টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক

প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ প্রদানসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে ১,২৬৪টি কাজের মধ্যে ২৪৫টি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৮৭টি কাজ সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৮টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া গত অর্থবছরে বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ ৩৭৮টি স্কিম পরিদর্শন করে ১০১টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ৮৩টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অধিকন্তু ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ১,২০০টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩২৬টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ২৭৭টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৯টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১,৩০১টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩৯৭টি কাজকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩২৮টি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৯টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ছক ৭.৩: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কাজ পরিদর্শন ও গৃহীত ব্যবস্থা

পরিদর্শন দল	মোট পরিদর্শন	ত্রুটিপূর্ণ	সংশোধন	সংশোধন চলমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	৩৭৮	১০১	৮৩	১৮
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১,২০০	৩২৬	২৭৭	৪৯
প্রকল্প পরিচালক	১,৩০১	৩৯৭	৩২৮	৬৯
পরিদর্শন টিম	১,২৬৪	২৪৫	১৮৭	৫৮
মোট	**৪,১৪৩**	**১,০৬৯**	**৮৭৫**	**১৯৪**

আইসিটি ইউনিট

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। এলজিইডি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিক থেকে সংস্থার সদর দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। সদর দপ্তরে ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি)-এর নেতৃত্বে আইসিটি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মে মাসে জিআইএস ও এমআইএস সেকশন অন্তর্ভুক্ত করে আইসিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিআইএস

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে জিআইএস স্থাপন করা হয়। সারাদেশের সকল উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ তখন থেকেই হাতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ২০০৮ সালে সারাদেশের সব উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পর ২০১১ সালের ১২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করেন।

উদ্দেশ্য

জিআইএস ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক তথ্য বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ডাটাবেজ ও তথ্য স্থানীয় অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

নিয়মিত কার্যক্রম

- জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা
- সড়কের ইনভেন্টরি অনুসারে রোডম্যাপ হালনাগাদ করা
- জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হালনাগাদ করা
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত।

চলমান কার্যক্রম

আরসিআইপি প্রকল্পে অধীনে জিআইএস বেইজড রুরাল মাস্টারপ্ল্যান উন্নয়ন শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তাবায়িত হচ্ছে। এতে এলজিইডি'র ডেস্কটপ বেজড রোড স্ট্রাকচার ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএসডিএমএস) থেকে ওয়েব বেজড রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএএমএস) এ স্থানান্তরিত হচ্ছে। নিম্নোক্ত ধাপে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে-

ওয়েব বেজড রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএএমএস) প্রস্তুতকরণ

- জিআরআইএস শীর্ষক মোবাইল আপ্লিকেশনের মাধ্যমে রোড, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রাফিক ও সোশ্যিও পয়েন্ট এর ডাটা জরিপ করা
- ওয়েব বেজড রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএএমএস) কে এলজিইডির এন্টারপ্রাইজ জিওডাটাবেইজ এর সাথে সংযুক্তকরণ
- রোড প্রায়োরাইটাইজেশন সিস্টেম উন্নয়ন
- কোর রোড নেটওয়ার্ক ও রুরাল রোড মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুতকরণ
- ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপ পরিচালনার মাধ্যমে নির্মিত সিস্টেম সম্পর্কে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি

এই সিস্টেমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মোট ৩৭২,০০০ কিমি রাস্তা, ১,২৬,০০০টি ব্রিজ-কালভার্ট, ৩,০০,০০০টি সামাজিক-অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও ৩০,০০০টি রাস্তায় ট্রাফিক সার্ভে করা হয়েছে। কার্যক্রমটি সম্পাদিত হলে এলজিইডি'র অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিম্নবর্নিত সুবিধা পাওয়া যাবে-

- ওয়েব বেইজড রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আরএএমএস) এর মাধ্যমে এলজিইডি'র গ্রামীণ অবকাঠামোর তথ্য নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ ও দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে ব্যবহার করা যাবে
- উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও তদানুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে
- উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় নিখুঁত ও নিরপেক্ষ ভাবে বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা যাবে
- কোর রোড নেটওয়ার্ক ও রুরাল রোড মাস্টারপ্ল্যান নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে
- প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো ম্যাপ প্রস্তুত ও প্রিন্ট করা যাবে

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা ম্যাপ

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুরোনো থানা ম্যাপ, টপো ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ ও এরিয়াল ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে থানা বেইজ ম্যাপ তৈরি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটাইজিং টেবিল ব্যবহার করে এসব ম্যাপের জিও রেফারেন্সিং ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমে জিপিএস সার্ভে এবং পরে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় মাঠপর্যায়ে এসব ম্যাপের সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সালে সারাদেশের উপজেলা ম্যাপ তৈরি সম্পন্ন হয়। এসব ম্যাপ ল্যামবার্ট কনিকাল কো-অর্ডিনেট (এলসিসি) সিস্টেমে ১:৫০০০০ স্কেলে প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যাপে সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ ১৯ ধরনের তথ্য রয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

প্রকল্পভিত্তিক ম্যাপ

প্রস্তাবিত বা বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় যাতে করে সহজে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। পাশাপাশি সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তথ্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে যুক্ত করা হয়েছে। এবং সে মোতাবেক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

পৌরসভা ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ এলজিইডির জিআইএস সেকশনে সংরক্ষিত আছে। পাশাপাশি ম্যাপসমূহ ওয়েব পোর্টালেও দেখা যায়।

অন্যান্য বিশেষ ধরনের ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হ্যাজার্ড ম্যাপ, এ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ, ডিজাস্টার ভালনারাবিলিটি ম্যাপ, জেলা অফগ্রিড ম্যাপ, ট্রাফিক মুভমেন্ট ম্যাপ, স্লাম এরিয়া ম্যাপসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে নীতিমালা প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে এলজিইডি মুখ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ১৫,৮৯৮টি বিদ্যালয়ের টপোগ্রাফিক সার্ভে করা হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৯৫টি এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সার্ভে করা হবে। সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক জিআইএস এমআইএস অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতির কাজ চলছে। টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ১২,০৫৮টি বিদ্যালয়ের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্ভে কাজও সম্পন্ন হয়েছে। নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের তথ্য মোতাবেক ডেটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে।

এমআইএস

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা এমআইএস, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সহজে ও সুচারুরূপে সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়মিত কার্যাবলী

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)-এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা এনেক্স ভবনের সব কম্পিউটার ও মোবাইলে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগের গতি ১০৬৮ এমবিপিএস, যার মাধ্যমে প্রায় ৫,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন। ল্যানের মাধ্যমে ৮৭৭ জন ব্যবহারকারীকে আধুনিক আইপি ফোন ব্যবহার করে ইন্টারকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

- এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের (এ্যানেক্স ভবন) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- কেন্দ্রীয়ভাবে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ওয়েব প্রক্সিসার্ভার ও সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলজিইডির ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন তৈরি, ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা।

এমআইএস সুবিধা

ল্যান, ইন্টারনেট ও আইপি ফোন

ল্যান দ্বারা স্বল্পদূরত্বে থাকা কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একাধিক ব্যবহারকারী কমন রিসোর্স দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন, ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ল্যানে সংযুক্ত রয়েছে। ল্যানে ৩,৬৪৮টি পোর্টের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৩,২০৯টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারে সংযুক্ত রয়েছে।

ওয়েবসাইট

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) চালু করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে এই ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেজ রয়েছে। স্থানান্তরিত ওয়েবসাইটির সঙ্গে পুরাতন ওয়েবসাইটের সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এনওসি ও জিও ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে এলজিইডির মোট ৩,৩৭০টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এলজিইডি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এলজিইডি ওয়েব-মেইল সার্ভিস

এলজিইডির সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সকল প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাবৃন্দের পদবি অনুযায়ী ইমেইল আইডি রয়েছে, যা এলজিইডির আইসিটি ইউনিট কর্তৃক নিজস্ব ইমেইল সার্ভিস দ্বারা ২০১১ সাল থেকে পরিচালিত। এছাড়াও ই-জিপি সিস্টেমে দরপত্র প্রকাশ করার কাজে রিকভারি ইমেইল হিসাবে দপ্তরসমূহের ইমেইল আইডি তৈরি করা রয়েছে। নিয়মিত ইমেইল আইডি'র পাশাপাশি ই-জিপি আইডি রিকভারি ইমেইলসহ প্রায় ৫০০০ ইমেইল আইডি রয়েছে। এই মেইল সার্ভিস দ্বারা প্রশাসনিক সকল গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাগজপত্র অতি সহজে দ্রুতসময়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও, সকল ইমেইল আইডির প্রয়োজনীয় স্টোরেজ সুবিধাসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। বর্তমানে এই ইমেইল সার্ভিস এলজিইডির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। এলজিইডি আইসিটি ইউনিট নিজস্ব জনবল দিয়ে নিয়মিত এই সার্ভিস এলজিইডি সদর দপ্তরসহ সারাদেশে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে দিয়ে আসছে।

এ্যান্টি-ভাইরাস

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের আলাদা এন্টিভাইরাস ক্রয় করতে হয় না। বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের ১,৬৭৭টি কম্পিউটার এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এলজিইডির প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েবভিত্তিক পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

(পিএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সকল বদলি-পদোন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ই-টিকেটিং

ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের রেকর্ড রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহারকারী তাদের ফিডব্যাক দিতে পারেন। ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্ক ও মাল্টিমিডিয়া বিষয়ক প্রায় ৬,৫৮৫টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্বের নিয়মের পাশাপাশি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমআইএস সেকশন এ সংক্রান্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী এলজিইডির সকল সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তর করার কাজ চলছে, যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন নাগরিক তার উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেখতে পারবেন এবং কাজ সম্পর্কিত মতামত জানাতে পারবেন।

সার্ভার রুম

এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থিত নিজস্ব সার্ভার রুমে সকল নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং ৩০টি ফিজিক্যাল সার্ভার রয়েছে। এছাড়াও একটি পাওয়ার রুমের মাধ্যমে সকল ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৩০টি ফিজিক্যাল সার্ভারে ৪৬টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস রয়েছে; এছাড়া সম্প্রতি সার্ভার রুমে ২০ টেরাবাইট সেন্ট্রাল স্টোরেজ (এসএএন) এবং ১২ টেরাবাইট স্টোরেজসহ ব্যাকআপ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট

এলজিইডি জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। পল্লি সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত তিন দশকে উপজেলা সড়ক সম্প্রসারণে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। একইসঙ্গে ইউনিয়ন সড়কগুলো গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বছরব্যাপী সড়ক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দুর্ঘটনাও। ফলশ্রুতিতে পরিবহন সেবার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রদান করে। দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য ১৯৯৯ সালে এলজিইডিতে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স সেল (আরআইএমসি) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে এর নামকরণ করা হয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরআইএমএমইউ), যা ২০১১ সালে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট (আরএমআরএসইউ) এ রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর নেতৃত্বে ২০ জনবল নিয়ে এ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

- পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষতির হার কমিয়ে আনা;
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করা;
- পরিবহন ব্যয় কমানো;
- অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন;
- নিরবচ্ছিন্ন সড়ক পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন;
- দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা;
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা উন্নয়ন।

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলো:

<table>
<tr><td rowspan="2">বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট (এ্যাক্ট) (ইসিএ) ১৯৯৫ (রিভাইজড ২০১০)</td><td>পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা</td><td>বাংলাদেশ ন্যাচারাল ওয়াটার বডিস কনজারভেশন অ্যাক্ট ২০০০</td><td rowspan="2">সড়ক পুনঃশ্রেণীবিন্যাস গেজেট ২০১৭ এবং রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড ২০২১</td></tr>
<tr><td colspan="2">গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পারসপেক্টিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০২১-২০৪১</td><td>রুরাল রোড এন্ড ব্রিজ মেনটেন্যান্স পলিসি ২০১৩</td><td>বাজেট ফ্রেম ওয়ার্ক, ন্যাশনাল গোলস এন্ড অবজেকটিভস</td><td rowspan="2">ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান</td></tr>
</table>

দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৫৫ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৫০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং পল্লি সড়কের ওপর প্রায় ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ১১৭ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

সড়ক গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। গ্রোথসেন্টার ও হাট-বাজার, কৃষি ও অকৃষি খামার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জনসাধারণের যাতায়াত সুগম করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধি, খামারপর্যায়ে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে, তাই বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে এসব সড়কের রয়েছে ব্যাপক অবদান।

এসব পল্লি সড়ক বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখতে সড়কের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে এলজিইডির অনুকূলে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়, যার অন্যতম কারণ-

- গ্রামীণ সড়কে যানবাহন বিশেষ করে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি;
- বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি;
- গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সহজ যোগাযোগ ও সড়কের পাকা অংশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সড়কগুলো প্রশস্ত করা এবং ডিজাইন লাইফ শেষ হওয়া সড়কের বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধি।

সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছরের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের শুরুতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে রাফনেস সার্ভে এবং সেতু/কালভার্টের ডিটেইলড কনডিশন সার্ভে করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রোড এন্ড স্ট্রাকচার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-৮ (আরএসডিএমএস-৮) সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২১,৩১০ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। উক্ত চাহিদার বিপরীতে রাজস্ব বাজেট হতে 'গ্রামীণ সড়ক', সেতু ও কালভার্ট মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে ২,৯১১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়, উক্ত বরাদ্দের দ্বারা ৬,৭৫০ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক, ১,৭০০ মিটার সেতু এবং ৫৫০মি. কালভার্ট মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং উত্তম চর্চা সফলভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিবছরের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ শতভাগ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডি সাধারণত সড়কের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতেও করা হয়।

কার্যকরি ও সুষ্ঠু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ এ অনুমোদিত 'পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা' অনুযায়ী এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এই অর্থে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত করায় রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

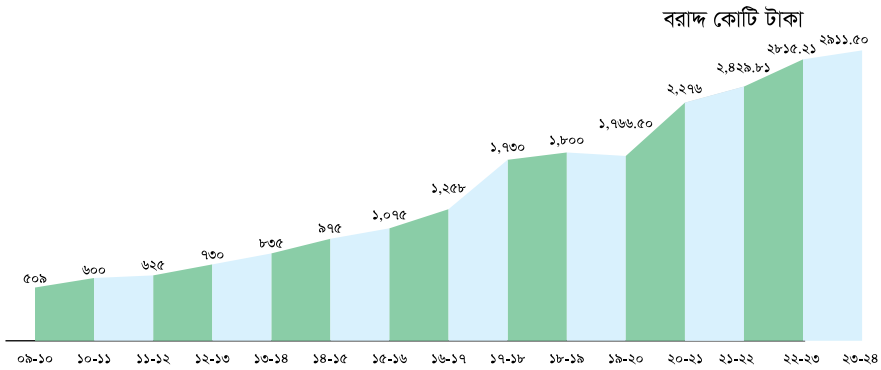

চিত্র- ৭.৫ : সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বছরভিত্তিক রাজস্ব বরাদ্দ

সড়ক নিরাপত্তা

বর্তমানে পল্লি সড়কে সংঘটিত দুর্ঘটনার হার জাতীয় মহাসড়ক অথবা আঞ্চলিক সড়কের সংঘটিত দুর্ঘটনার তুলনায় অনেক কম হলেও ভবিষ্যতে এই হার বৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এরূপ শঙ্কা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় স্থানে সতর্কতামূলক সংকেত, গতিরোধক ও রোড মার্কিং স্থাপন করা হচ্ছে। সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় সড়ক নিরাপত্তা খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫.৭৬ কোটি টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৮.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা মোট বরাদ্দের যথাক্রমে ১.২৯ ও ১.৩৭ শতাংশ এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫২.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা মোট বরাদ্দের ১.৮৯ শতাংশ। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৭৪.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা মোট বরাদ্দের ২.৩৫ শতাংশ। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডির জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

ছক-৭.৪ : ধরন অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম
(কোটি টাকা)

নং	রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	পরিমাণ	ব্যয়
০১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১৭,০০০ কি.মি.	২৩৭.৩০
০২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৫৫০ কি.মি.	২,৬১৭.৮৩
০৩	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	১,৭০০ মি.	৫.৫০
০৪	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৫৫০ মি.	২২.০০
০৫	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ	২৬৮ কি.মি.	২৮.৮৭
		মোট	২,৯১১.৫০

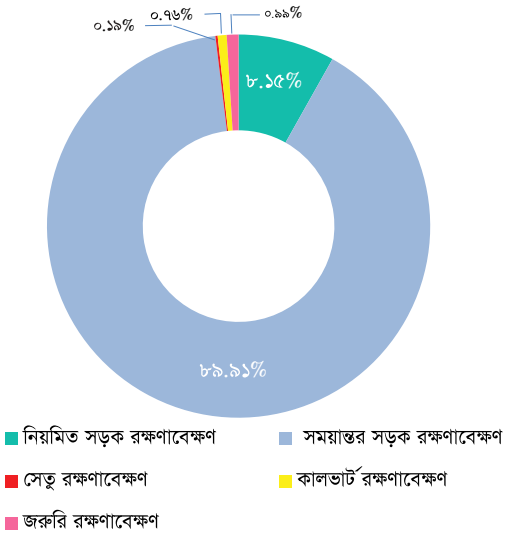

চিত্র - ৭.৬ : ধরন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

ছক-৭.৫ : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ
(কোটি টাকা)

নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	স্কিমের সংখ্যা	ব্যয়
০১	রি-সিল	১২৪টি	১০২.৩৮
০২	ওভার-লে	১,৫৬৩টি	১,৫০৭.৬৮
০৩	সড়ক মজবুতকরণ	৭১৩টি	৭৫৮.৪৭
০৪	সড়ক প্রশস্তকরণ	১৪৩টি	২৪৯.৩০
০৫	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	৩৭টি	৫.৫০
০৬	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	১৫১টি	২২.০০
	মোট	২,৭৩১টি	২,৬৪৫.৩৩

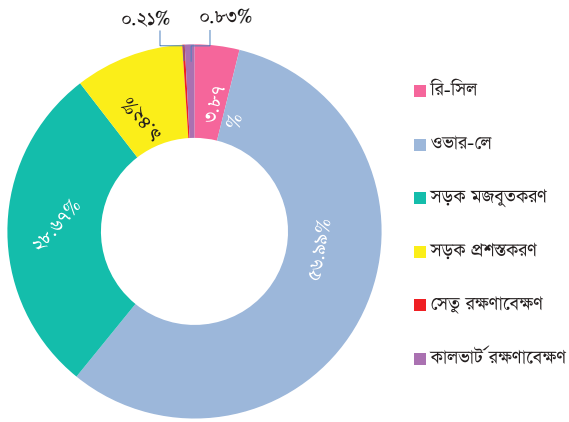

চিত্র - ৭.৭ : সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সমান সুযোগসহ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সুসংহত জাতীয় ক্রয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

বাংলাদেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ (পিপিএ) কার্যকর করার আগে সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদিত হতো 'চুক্তি আইন' অনুসারে, যা ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। পিপিএ ২০০৬ এর সাথে পিপিআর ২০০৮ বিদ্যমান আইনের ওপর সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করেছে। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন করে ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্থের মূল্য (ভ্যালু ফর মানি) নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় উঠে এসেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি দেশের ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সকল ক্রয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকার 'দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩' জারি করার পর জানুয়ারি ২০০৪ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি ইউনিট চালু করা হয়। এই ইউনিট পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইনস ২০১১ অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদনে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এলজিইডি ই-জিপি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর তা ই-জিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তির বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কাজ অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্র-পত্রিকা, ই-জিপি পোর্টাল, এলজিইডি ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিইডির ২০১৯ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই ইউনিটের মোট জনবল ৮ জন। এই ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে মোট ৮ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এই ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন।

কার্যাবলি

- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা;
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান;
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদার ভিত্তিতে বহির্সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান;
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান;
- এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয় কাজে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি

শুরু থেকেই ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম সরকারি দপ্তরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৮ লক্ষ ৬৩ হাজারের বেশি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৬ শতাংশ দরপত্র-ই লজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগণ্য, যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি

এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১,২৯৯টি অফিস ই-জিপি এর আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত নিরসনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ই-জিপি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণকে ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে ২২টি আঞ্চলিক ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট, ইনভেন্টরি এবং মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য proinfo.lged.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেটের কাজ চলছে।

সক্ষমতা উন্নয়ন

ই-জিপি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায় এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ২২৯ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত পুলের প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণকে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৬,৭৯২ ট্রেইনি- ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র সহ-বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন

সারাদেশে ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার নিবিড় তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিআইএমএপিপিপি শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির আওতায় এলজিইডি ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে দেশের অন্য ৯টি সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ মোট ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তমানে এলজিইডি প্রতিপালন করছে।

ই-সিএমএস ও এনটিডিবি বাস্তবায়ন

ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে, সিপিটিইউ কর্তৃক কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর সংস্থার দ্বারা দরপত্রদাতাদের অভিজ্ঞতার সনদসমূহের পুনরাবৃত্তিমূলক যাচাই কার্যক্রম এড়ানো সহ ঠিকাদারদের কাজের মূল্যায়ন, কার্যসম্পাদন সনদ ও অর্থপ্রাপ্তির সনদ প্রদানের জন্য ন্যাশনাল টেন্ডারার ডাটাবেজ (এনটিডিবি) তৈরি করা হয়েছে। এনটিডিবি কে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত ৩টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত ডাটাবেজ এ চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনে দরপত্রদাতাদের পূর্বকাজের তথ্যাদি ই-জিপি সিস্টেমে প্রবেশ ও প্রত্যয়িত করা এবং কর্মশালার মাধ্যমে এনটিডিবি সম্পর্কে দরপত্রদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে দরপত্রদাতা, এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে অন্যান্য বিভাগসমূহেও অর্থাৎ, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, ও বরিশালে একই ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উক্ত বিভাগ সমূহে বিভিন্ন দরদাতাগণের ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন হলে ন্যাশনাল টেন্ডারার ডাটাবেজে (এনটিডিবি) দরদাতাগণের পূর্ববর্তী সকল অভিজ্ঞতার এবং পেমেন্ট প্রাপ্তির সনদসমূহ পাওয়া যাবে।

মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার ইউনিট

কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। কর্মীর উন্নত দক্ষতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ অনুধাবন থেকেই ১৯৮২ সালে তৎকালীন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালে এলজিইবি প্রতিষ্ঠার পর তা আরও নিবিড় হয়।

১৯৮৪ সালে ঢাকা সদর দপ্তরে ১টি ও ৯ জেলায় ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) এবং পরবর্তীতে ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) এর মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ সে সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। সড়ক ও সেতু নির্মাণ, পরিকল্পনা, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে একই প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১ (আরডিপি-২১) থেকে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা হতো। বর্তমানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ও অঞ্চল পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলজিইডির সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্প সহায়তায় চালু হলেও প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদর দপ্তরে ৪ জন এবং ১০টি অঞ্চলে ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীর (নির্বাহী প্রকৌশলী) পদ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানবসম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), ৪ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (অঞ্চল) এর তত্ত্বাবধানে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্য বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোর্সের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশপাশি উপকারভোগীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুস্থ নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এলজিইডি দেশের বিদ্যমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গেও যৌথভাবে বিশেষ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কুমিল্লা-বার্ড), পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ-বগুড়া), বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) ইত্যাদি। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ এলজিইডির আমন্ত্রণে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ওপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত করার সুপারিশ করে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র গঠন করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদা মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় একই বিষয়ের ওপর একটি চাহিদা মূল্যায়নে সমীক্ষা করা হয়েছিল।

মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একদিকে যেমন এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট ও ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে দেশের অভ্যন্তরে ৪,২৬৭টি ব্যাচে মোট ১৮৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ১,৩০,৯৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এতে মোট ৪,৩৯,৩৫৪ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৬০,৪৮৫ জন পুরুষ এবং ৭০,৪৬৪ জন নারী। এসব প্রশিক্ষণে মোট ব্যয় হয়েছে ৫০.৪৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে ১০% রাজস্ব বাজেটের এবং ৯০% উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ব্যয় হয়েছে। শ্রেণীভেদে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা নিম্নের স্বারণি ক-তে পেশ করা হলো:

ছক-৭.৬: ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

নং	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা			শতকরা হার
		পুরুষ	নারী	সংখ্যা	
১	কর্মকর্তা	১০,৪৩০ জন	১,১৩৫ জন	১১,৫৬৫ জন	
২	কর্মচারী	৮,৩১৫ জন	২,৮৩৩ জন	১১,১৪৮ জন	
	উপমোট (কর্মকর্তা/কর্মচারী) =	১৮,৭৪৫ জন	৩,৯৬৮ জন	২২,৭১৩ জন	১৭%
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারী	২,৯২৩ জন	৮৭৮ জন	৩,৮০১ জন	৩%
৪	চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল, ঠিকাদার ইত্যাদি	১৫,৮৪৪ জন	১২,৪৩৪ জন	২৮,২৭৮ জন	২২%
৫	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্নার ইত্যাদি)	২২,৯৭৩ জন	৫৩,১৮৪ জন	৭৬,১৫৭ জন	৪৯%
	মোট	**৬০,৪৮৫ জন**	**৭০,৪৬৪ জন**	**১,৩০,৯৪৯ জন**	**১০০%**

সেমিনার/ওয়ার্কশপ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে দেশের অভ্যন্তরে মোট ১,২৬২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩৭,৯২১ জন এবং এতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০৫.০৯ লক্ষ টাকা মাত্র। মোট অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৫,৫৮০ জন পুরুষ এবং ৩২,৩৪১ জন নারী। শ্রেণীভেদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিম্নের স্বারণি খ-তে পেশ করা হলো:

ছক-৭.৭: জেন্ডার ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা

নং	সেমিনার/ ওয়ার্কশপের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা	
১	১,২৬২টি	৫,৫৮০ জন	৩২,৩৪১ জন	৩৭,৯২১ জন	২০৫.০৯ লক্ষ টাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে "এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এর অর্থায়নে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখা ০৯ (নয়) জন।

ডিজাইন ইউনিট

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পথিকৃত। আর এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট নিরন্তর কাজ করে চলেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এর আর্থিক সহায়তায় বুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের মাধ্যমে মাটির কাজের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী মাটির রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন খাল এবং মজাপুকুরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো।

১৯৮৯ সালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (নোরাড) এর আর্থিক সহায়তায় রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) এর অন্তর্গত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-আইডিপি (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪) এর আওতায় রোড স্ট্রাকচার ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এই ম্যানুয়ালে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্প্যানের সেতু ও কালভার্টের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণে এসব ডিজাইন অনুসরণ করা হতো।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এসব জেলায় ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিট। এসব ইউনিটের পরামর্শক প্রকৌশলীদের সহায়তায় সড়ক, সেতু, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো, গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজারের ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। ফরিদপুরে আরইএসপি সদর দপ্তরে ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯৯০ সালে দ্বিতীয় রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি-২) এর কার্যক্রম শুরু হলে এতে আইডিপির পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) সংযোজিত হয়। আইএসপির আওতায় তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তর ঢাকায় একটি ডিজাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিটে নিয়োজিত পরামর্শক প্রকৌশলী কর্তৃক আইডিপিভুক্ত ছয় জেলার বাইরে অবশিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সেতু, ভবন বিশেষ করে এলজিইডির জেলা কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সি-শ্রেণির পৌরভবন ইত্যাদির কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষা করা হতো।

পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে এর অবকাঠামোর ডিজাইনও আইএসপির পরামর্শক প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হতো। এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং এলজিইডির প্রকৌশলীদের নিজস্ব উদ্যোগে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণীত হয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষণ, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প, যেখানে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল না সেসব প্রকল্পের অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং অনান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করার অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে এলজিইডিতে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাস্তবতায় ২০০৮ সালে ছোট পরিসরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব জনবল দ্বারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন পরীক্ষা নিরিক্ষা কাজ শুরু হয়। একই সাথে পরামর্শকদের পাশাপাশি ডিজাইন ইউনিটের নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। সাধারণভাবে আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক, পরিবেশ, যানবাহন ব্যবস্থা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সেতু ডিজাইন করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডিজাইনরা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকে ৬৫ মিটার দৈর্ঘ্য পিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৪০মিটার দৈর্ঘ্য আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৬০মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আরসিসি থ্রু আর্চ গার্ডার সেতু, ১০০ মিটার স্প্যানের স্টিল ট্রাস সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও ১৯ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত স্ল্যাব সেতু (কার্ভড অথবা স্টেইট), ২৭ মিটার পর্যন্ত আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ৩০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ভ্যারিয়েবল গার্ডার ডেপথের কন্টিনিউয়াস স্প্যানের সেতু ডিজাইন করে থাকে। এলজিইডি ইতিমধ্যে ১৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতুর ডিজাইনও প্রণয়ন করেছে ।

শুধু সেতু নয়, সড়ক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এলজিইডির অগ্রযাত্রা অসামান্য। আশির দশকে আধা-পাকা প্রাইমারি স্কুলের ডিজাইন দিয়ে শুরু করা এলজিইডি বর্তমানে নিজস্ব জনবল দ্বারা বহুতল প্রাইমারি স্কুল, পিটিআই ভবন, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১,৫০০ সিটের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম, বহুমুখী বাণিজ্যিক ভবন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরিসহ বহুমাত্রিক আধুনিক ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল ধরনের সড়ক এখন ডিজাইন করে এলজিইডি।

তিস্তা, ধরলা, মধুমতি, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনার মত বড়, গভীর এবং খরস্রোতা নদীতে এলজিইডি ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণ করেছে। ৬০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের এবং ১,৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাসের পাইল স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, এসব নদীতে। ছোট সেতু দিয়ে শুরু করা এলজিইডির নিজস্ব জনবলের দ্বারা ডিজাইনকৃত সেতুর পাইল নির্মাণে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে বার্জ মাউন্টেড ব্যবস্থা, কোফার ড্যাম, ভাসমান কোফার ড্যাম ও হেভি স্টেজিং ইত্যাদি।

এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটে ২৪টি হাই কনফিগার্ড কম্পিউটারসহ ৮০টি কম্পিউটার, আধুনিক পিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজাইন প্রণয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে লাইসেন্সকৃত MIDAS CIVIL, ETABS, SAP, SAFE, CSI BRIGE, STAAD Pro. এর মত বিশ্বমানের ডিজাইন সফটওয়্যার। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে সেতু এবং সড়ক ও ভবন এই দুই শাখায় দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটে রয়েছে ৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৮ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও ১০ জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৮ জন প্রকৌশলী, ১ জন আর্কিটেক্ট এবং বেশ কয়েকজন নকশাকার, শিক্ষানবিশ ডিজাইনার ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরামর্শক।

ডিজাইন ইউনিট সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, ফ্লাইওভার, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পার্ক, ল্যান্ড স্কেপিং, স্লোপ প্রটেকশন, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা;
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;
- মাঠপর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান;
- এলজিইডির প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ডিজাইন ইউনিট এ কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন;
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা;
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন ধরনের মোট ৯৭২টি অবকাঠামোর ডিজাইনের নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে। অবকাঠামোর সম্পাদিত ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য নিচে চিত্র-৭.৮ এ তুলে ধরা হলো:

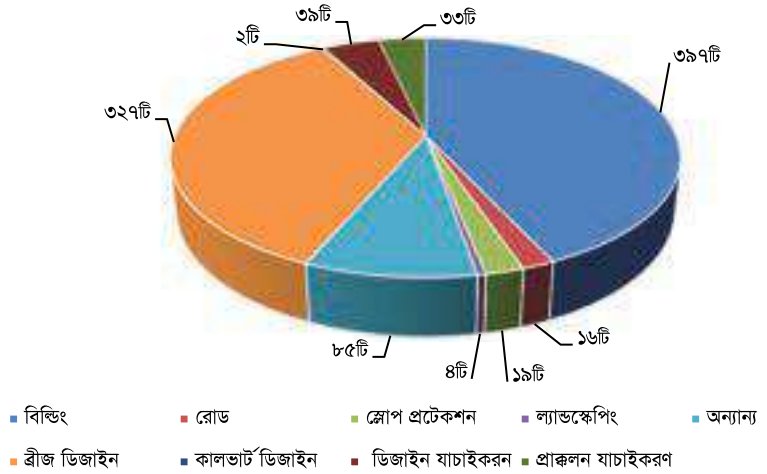

চিত্র-৭.৮: ডিজাইন প্রণয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অর্জন

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট

যেহেতু নির্মাণ কাজকে শিল্প বলে আখ্যায়িত করা হয় সেহেতু এর লক্ষ্য থাকে গুণগত উৎকর্ষ অর্জন। কোনো সামগ্রী অথবা সেবা যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তা যথাযথ ব্যবহার উপযোগী কিনা, সে বিষয়টি নিশ্চিত করাকেই গুণগত মান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠি বজায় রাখতে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এসব পরীক্ষাগারে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচির (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) আওতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইডি ফরিদপুরে প্রথম মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প– আইডিপি: ১৯৮৫-৯০) এর আওতায় ঢাকা ও প্রকল্পভুক্ত ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম-এ চার জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্পের (ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট– আইএসপি: ১৯৯০-৯৬) আওতায় ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫৯ জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের নিরিখে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০০৩ সালে প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত একজন সহকারী প্রকৌশলীকে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরাও এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। এর ফলে এই ইউনিটটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর সহযোগিতায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) সেটআপ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাননিয়ন্ত্রণ) এর নেতৃত্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৩জন জনবল ও জেলা-উপজেলাসহ উন্নয়ন প্রকল্পের ১১ জন সহ মোট ২৪ জন জনবল দ্বারা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুবিধাদি

এলজিইডির জেলা ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডির কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশনের ব্যবস্থা আছে।

এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ফাইনেস টেস্ট সহ সিমেন্টের সকল টেস্ট
- কোর কাটিং এর মাধ্যমে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট
- মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
- স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিনাস স্যাম্পল
- এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
- রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেস্ট
- মাটির কনসলিডেশন টেস্ট
- মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেস্ট
- কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি)
- স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেস্ট
- কংক্রিট মিক্স ডিজাইন ও কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট।

বিশেষায়িত পরীক্ষা

নির্মাণ সামগ্রীর যেসব পরীক্ষার সুবিধা এলজিইডির ল্যাবরেটরিতে নেই সেসব পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

গবেষণা

বর্তমানে নরম মাটিকে জেট গ্রাউটিং পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে উপযুক্ত ভারবহন ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নততর শক্ত মাটিতে পরিণত করা যায় তার উপর একটি প্রায়োগিক গবেষণা চলমান রয়েছে। এছাড়াও পরিত্যাক্ত প্লাস্টিক কিভাবে বিটুমিনাস কার্পেটিং -এ ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে প্রকল্পের সহায়তায় একটি প্রায়োগিক গবেষণা চলছে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি

কেন্দ্রীয় ও জেলা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মোট ২০৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা আয় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অত্র ইউনিটের প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট এ সকল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ল্যাবরেটরির বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের ল্যাবরেটরিসমূহ হলো:

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ১ টি

২। আঞ্চলিক মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ২০ টি (পরিবেশ বিষয়ক)

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ৬৪ টি

৪। উপজেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি স্থাপন- ৮ টি বিভাগের ২৩০ টি উপজেলায় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সমস্ত ল্যাবরেটরিতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এলজিইডির সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে:

- কংক্রিট মিনি মিক্সার মেশিন
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালান্স
- ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
- লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন
- ল্যাবরেটরি ওভেন
- মর্টার মিক্সার মেশিন
- কোর ড্রিল মেশিন
- বিটুমিন এক্সট্রাক্টর মেশিন

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডির মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুণগতমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বাংলাদেশ বর্তমানে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখী হওয়ায় শহরের ও নগরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। একই সঙ্গে নগরগুলোতে দেখা যায় অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নগর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা, নগর দারিদ্র্য এসব নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শহরগুলো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর পর্যায়ে প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়।

পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূলত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স এবং অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন– এই ৫টি বিষয়ে এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে অবকাঠামো ইনভেন্টরি বাদে বাকি ৪টি কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে এমএসইউ এর পরিচালক ইউএমএসইউ এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউএমএসইউ এর আওতায় ৩৩টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। এদিকে ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি নগর সেক্টরে বর্তমানে ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এলজিইডি বাংলাদেশের ২৫৭টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল পৌরসভার ১টি মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

এছাড়া তৃতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি পৌরসভা, টাঙ্গাইল জেলার ১০টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি ও ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য পটুয়াখালী পৌরসভার মাষ্টারপ্লান চূড়ান্তকরণ সহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পটুয়াখালী পৌরসভার মাষ্টারপ্লান হালনাগাদ করা হয়েছে।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও পৌরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোনো অংশ অথবা বিষয়ের ওপর এলাকাবাসীর মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য নূন্যতম এক মাস গণশুনানির পর সকলের মতামতের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পৌরপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে সম্পন্নকৃত মহাপরিকল্পনাগুলো পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ এ গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মহাপরিকল্পনাগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন জারি প্রক্রিয়াধীন

আছে। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) এর আওতায় ৬১টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া উপকূলীয় শহর জলবায়ু সহিষ্ণু প্রকল্প (সিটিসিআরপি) এর আওতায় ২২টি পৌরসভা এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভর্নেন্স প্রকল্প (ইউডিসিজিপি) এর আওতায় ৩টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩১টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

দক্ষতা উন্নয়ন

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পূর্বোল্লেখিত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় গঠিত এমএসইউ এবং প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় সারাদেশে গঠিত ১০টি মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম।

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মকর্তা / কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং ট্যাক্স এ্যাসেসমেন্ট সফ্টওয়্যার পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে পৌরসভার ট্যাক্স এ্যাসেসর ও সহকারী ট্যাক্স এ্যাসেসরগণকে ৪টি ব্যাচে মোট ৮২ (বিরাশি) জনকে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং অ্যান্ড কালেকশন সফ্টওয়্যার এবং মোবাইল এ্যাপ পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে পৌরসভার ট্যাক্স কালেক্টর ও সহকারী ট্যাক্স কালেক্টরগণকে ৪টি ব্যাচে মোট ৮২ (বিরাশি) জনকে, মিউনিসিপ্যাল ট্রেড এবং অযান্ত্রিক যানবাহন লাইসেন্স সফ্টওয়ার এবং মোবাইল এ্যাপ পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে পৌরসভার লাইসেন্স ইন্সপেক্টর, সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর ও ইনর্চাজ (অযান্ত্রিক যানবাহন) গণকে ৪টি ব্যাচে মোট ৭৯ (উনআশি) জনকে, মিউনিসিপ্যাল ওয়াটার বিলিং সফ্টওয়ার এবং মোবাইল এ্যাপ পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী/সুপারিনটেন্ডেন্ট (পানি) ও বিলক্লার্ক গণকে ৪টি ব্যাচে মোট ৮১(একাশি) জনকে, মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়ার পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে পৌরসভার সচিব/প্রধান সহকারী/ উচ্চমান সহকারী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণকে ৪টি ব্যাচে মোট ৪৮(আটচল্লিশ) জনকে এবং মিউনিসিপ্যাল একাউন্টিং সফ্টওয়ার পরিচালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষক ও হিসাব সহকারীগণকে ৪টি ব্যাচে মোট ৪২(বিয়াল্লিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬টি মডিউলে ওপর ২(দুই) দিন ব্যাপি সর্বমোট ২০টি ব্যাচে মোট ৪১৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে পুরুষ ৩৮৭ জন এবং নারী ২৭ জন।

এছাড়া নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উক্ত প্রশিক্ষন "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পৌরসভা সড়ক উন্নয়ন এবং পৌরসভা ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন" বিষয়ের উপর প্রদান করা হয়। ২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে কোন ট্রেনিং বাস্তবায়ন করা হয়নি।

স্থানীয় সরকারের পৌরসভা উন্নয়ন সহায়াতা খাতের আওতাধীন যান-যন্ত্রাদি ক্রয় উপখাত হতে বরাদ্দকৃত ১৭.৮২ কোটি টাকায় পৌরসভার জন্য ৯টি হুইল এক্সাভেটর, ৭.৭৬৯ কোটি টাকায় পৌরসভার জন্য বিম লিফটার, ২৪.৬৯ কোটি টাকায় পৌরসভার জন্য ১০ টি চেইন টাইপ স্ট্যান্ডার বুম এক্সাভেটর ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সিটি-কর্পোরেশনের উন্নয়ন সহায়তা খাতের অধিনে যান-যন্ত্রাদি ক্রয় উপখাত হতে বরাদ্দকৃত জন্য ৫.২৩ কোটি টাকায় সিটি-কর্পোরেশনের জন্য ৬ টি ডাম্প ট্রাক ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।

সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডির সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। পানিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির পানিসম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগে সহায়তা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণের পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে, যার একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা এবং অন্যটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নের বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করা পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখার কাজ। অন্যদিকে বাস্তবায়নের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক এবং সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কাজ। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা) এর অধিক্ষেত্রের আওতায় দুইজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এই ইউনিটের দুটি শাখার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই, মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত অবকাঠামোর নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সকল পক্ষ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর পাবসস এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে একবছর উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এরপর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লিজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪টি ধাপ ও ৩৬ থেকে ৩৮টি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ১০ থেকে ১২টি শর্তপূরণ করতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮-৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জাইকা) এবং জলবায়ু ও দূর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৩টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প ৩টির মাধ্যমে ৩৪৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৬৩০টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন/ কার্যকারিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একই ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৪টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, ৩২৮টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন/কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৩২৪ একর পুকুর, ৩৩১৭.৬৬ কি.মি. খাল, ৩৮৮.৯৩ কি.মি. বাঁধ, ১৪২টি পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ও ১৫২টি (মোট ৮৪৩টি) পাবসস অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা বাস্তবায়িত সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের পর বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে (জরুরি, নিয়মিত ও সময়ান্তর) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়ত দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং

এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এমআইএস অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এমআইএস এ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৯৯৫ ইং সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১১৫৩টি উপ-প্রকল্প আইডব্লিউআরএম (ওএন্ডএম) এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। এসকল উপ-প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর সময়ান্তর ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পাবসসও নিজস্ব অর্থায়নে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অর্ন্তভুক্ত করে অনলাইনে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উক্ত সফটওয়ারের ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাবসসসমূহের সার্বিকভাবে মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইডব্লিউআরএম এমআইএস সফটওয়ার একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

উপ-প্রকল্পের অধীনে সেচ ও নিকাশ কাঠামাগুলো যাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বেগবান হয় সে বিষয়ে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পাবসস'কে অধিকতর দায়িত্ববান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিওবি অর্থায়নে ৫টি অঞ্চলে ১৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস্য থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। জরুরী ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ওএন্ডএম) এর মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিকাশ (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫৬ টি জেলায় ১৯৭টি উপ-প্রকল্প এবং ৩৪৫টি স্কিমের বিপরীতে ৩০.৫৪ কোটি টাকা সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমের শতভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যা পাবসসসমূহের কার্যক্রম টেকসই করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ----------৯০
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ----------৯০
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ----------৯০
জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: আইজিইপিএল----------৯১
দিবাযত্ন কেন্দ্র ----------৯১
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন ----------৯২
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৪ ----------৯২
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর----------৯৩
নগর উন্নয়ন সেক্টর ----------৯৬
পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর----------৯৮
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৪ ---------- ১০০

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৮৫ সালে এলজিইবি গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ উদ্দেশ্যে ফরিদপুরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাটির কাজে পাইলট ভিত্তিতে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১৯৯৫ সালে পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে পরিপূর্ণ অধিদপ্তরের মর্যাদা লাভের পর এলজিইডি নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কাজে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে।

বিগত প্রায় চার দশকে নারী উন্নয়নে গৃহীত এলজিইডির কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো– নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি; পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখা; নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত মজুরি, এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, যেমন– গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজ ইত্যাদি পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। ফলে তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। নিশ্চিত হয়েছে সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করেছে। একইসঙ্গে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের কারণে আজ অনেক প্রান্তিক নারী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সামাজিকভাবে ও সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করে দেশ গঠনে অবদান রাখছেন। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন অনেক নারী।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিলক্ষ্যে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০০২ সালে প্রথম এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ সময় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে সার্বিক এলজিইডি এবং পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরভিত্তিক চারটি আলাদা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা জুলাই ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টরভিত্তিক দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এদিকে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ায় এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ৯টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত বিষয়গুলো হচ্ছে– নীতি অনুসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন

ও অর্থায়ন। এ সময়ে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাগুলো সংশোধন করা হয়, যা ২০১৪ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। এতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ভিত্তি দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ছক। এসব ছকের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচবছরের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ : আইজিইপিএল

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তৎকালীন এলজিইবি ৭০-এর দশকের 'উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (ডব্লিউআইডি-উইড)' কনসেপ্ট অনুসরণে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে। সেসময় 'উইড'-এর অন্তর্গত নারী উন্নয়ন বিষয়টি ছিলো মূলত উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্ত করে তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটানো। পরবর্তীতে ৯০-এর দশকে যখন জেন্ডার কনসেপ্ট (জেন্ডার এণ্ড ডেভেলপমেন্ট– গ্যাড) এলো তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে নারীর জন্য সমতাভিত্তিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সামনে আসে। এই কনসেপ্টের ভিত্তিতেই ১৯৯৮ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ এর মাধ্যমে প্রথম জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রকল্পভুক্ত এলাকায় তা বাস্তবায়ন শুরু করে।

এলজিইডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য ২০০০ সালে 'এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' (গ্যাড ফোরাম) গঠিত হয়। গ্যাড ফোরামের তত্ত্বাবধানে ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদিত হলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল সংশোধন ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। তবে 'গ্যাড ফোরাম' এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ফোরাম প্রতিষ্ঠার দুই দশক পরেও এলজিইডিতে জেন্ডার কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই বাস্তবতায় এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক 'ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্র্যাকটিসেস ইন এলজিইডি' (আইইজিপিএল) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডিতে জেন্ডার কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এগিয়ে আসে। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল– (১) এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; এবং (২) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মূলধারায় জেন্ডার কার্যক্রম অনুশীলনের জন্য চারটি সরকারি সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি। দুই বছর মেয়াদী প্রকল্পটি গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ শেষ হয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম–

ক) জেন্ডার অডিটের মাধ্যমে এলজিইডিতে জেন্ডার উন্নয়নের বিদ্যমান অবস্থা যাচাই;

খ) চাহিদা নিরূপণ;

গ) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রকল্প-পরিকল্পনা ও জেন্ডার সংবেদশীল অবকাঠামো নির্মাণ সহায়িকা);

ঘ) সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জেন্ডার সংবেদনশীল করা;

ঙ) একাধিক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন;

চ) এলজিইডির বিদ্যমান জেন্ডার সমতা কৌশল পর্যালোচনা ও কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০৩০ মেয়াদে হালনাগাদ করা;

ছ) এলজিইডির 'যৌন হয়রানী প্রতিরোধ' বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন (মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায়);

জ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ওয়েবভিত্তিক মনিটরিং ফরমেট প্রণয়ন ও তা ব্যবহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

ঝ) সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের অংশ গ্রহণে দুই দিন ব্যাপী জাতীয় কর্মশালার আয়োজন;

প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৬ ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৭৬টি ব্যাচে সম্পন্ন এসব প্রশিক্ষণে মোট ২০৩৬জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ নারী ও শতকরা ৮৯ ভাগ পুরুষ। জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য এলজিইডির প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিট গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এই কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আইইজিপিএল প্রকল্পের রিভিউ মিশন পরবর্তীতে আরো একটি টিএ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুকে কর্মজীবি মায়ের কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি তিনমাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। শিশুদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসেবার বিষয়ে অভিভাবকগণের সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকেন। সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের উদ্যোগে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দিনটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকায় এলজিইডি প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় যেসব প্রান্তিক নারী সাবলম্বী হয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এদিন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪-এর প্রতিপাদ্য হলো:

'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ,
এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।'

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীদের পেছনে রেখে সমতাভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণে হবে উন্নয়নের মূলভিত্তি। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে দেশে নারী শিক্ষার হার বেড়েছে। নারীদের জন্য সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানায় নারীরা অসামান্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও আইনশৃংখলা রক্ষায় নারীরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। দেশজুড়ে ব্যাপক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। নানা উদ্ভাবনী কাজের মধ্য দিয়ে নারীরা আয়-রোজগার স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। নারীরা সৃজনশীল। সরকার নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। নারীর উন্নয়নে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভিকটিমদের জন্য আইনী সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি অফিসে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪-প্রতিপাদ্য সমতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য একটি যুতসই স্লোগান। সমবেত প্রচেষ্টা ও অংশীদারিত্ব ছাড়া টেকসই কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৃথিবী একক কারো নয়। নয় নারীর নয় পুরুষের। আমরা সবাই এ পৃথিবীর গর্বিত বাসিন্দা। সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ দেশে, সমাজ ও পৃথিবী বিনির্মাণে সমতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কেবল পুরুষ নয় যেকোনো সংকটে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত সৃজনশীল ও অতুলনীয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার অন্যতম উদাহরণ। সমতার বিশ্ব গড়তে হলে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পল্লি ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধিতে কাজ করে এলজিইডি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারীদের সম্পৃক্ত করে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে সংস্থাটি। এই উদ্যোগের ফলে অনেক প্রান্তিক নারী আজ সাবলম্বী হয়েছেন। অনেকেই আবার অন্য নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এসব অর্জনে এলজিইডির কার্যক্রমের ব্যাপক অবদান রয়েছে। এলজিইডি উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর এভাবে গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর বিগত ৫২ বছরে বাংলাদেশের জন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ কোটি। বিপুল জনসংখ্যার একটি দেশে নারী পুরুষ উভয় মিলে কাজ না করলে দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বিগত অর্ধশতাব্দি ধরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বহুমুখী উদ্যোগের ফলে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমে এসেছে। নারীপুরুষের যৌথ প্রয়াসে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে হাঁটছে। নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষের সমতা অপরিহার্য।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে অনেক প্রান্তিক নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রকল্প থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ, শ্রমিক মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে অনেকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি। এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন ও ফোরাম এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

এই প্রয়াসে অন্যতম উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তারাও স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য হ্রাস সহজতর হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৩৭ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের ১০ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম মোসাঃ ঋতু আক্তার

মোসাঃ ঋতু আক্তার পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য এক আলোর দিশারী। ঋতু আক্তারের বাড়ি নেত্রকোণার সদর উপজেলার সিংহের বাংলা গ্রামে। তার জীবন সহজ ছিল না। বিয়ের পর স্বামী অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। সংসারে নেমে আসে কালো মেঘ। ঋতু আক্তার অদম্য-সাহসিকতা এবং আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় পাওয়া সহযোগিতা ও তার কর্মোদ্যোগ তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন আলোর দিশারী। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪ সালে এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে মোসাঃ ঋতু আক্তার প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় মোছাঃ কুলসুম বেগম

মোছাঃ কুলসুম বেগম এক সফল নারীর স্মারক। কুলসুম বেগমের বাড়ি গাইবান্ধার ফুলপুর উপজেলার চর অধ্যুষিত ফুলছড়ি গ্রামে। নদী ভাঙন ও প্রতিবছর বন্যার আঘাতে কুলসুমের পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ সময় প্রভাতি প্রকল্পের আওতায় পাওয়া সহযোগিতায় এবং কুলসুমের কর্মতৎপরতা ও উদ্দ্যোমী মনোভাব তাকে সামনে এগিয়ে যেতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। তিনি নিজে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছেন, হয়েছেন পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে সফল হওয়ায় ২০২৪ এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে মোছাঃ কুলসুম বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

তৃতীয় (যৌথভাবে) সাজেদা আক্তার

সাজেদা আক্তার এক আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রতীক। তার বাড়ি নেত্রকোণার সদর উপজেলার কান্দি গ্রামে। তার পারিবারিক জীবনের শুরু সহজ ছিল না। পারিবারিক নির্যাতন ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। ফলে স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবার সংসারে আসতে বাধ্য হন। এ সময় আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় পাওয়া সহযোগিতা ও তার কর্মোদ্যোগ জীবনবঞ্চনা বদলে দেয়। আগামী দিনে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। পাশাপাশি সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে চান। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪-এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে সাজেদা আক্তার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় (যৌথভাবে) লাকী রানী নাথ

লাকী রানী নাথ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় উত্তর পাইন্দং গ্রামের বাসিন্দা। ৫ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তার বাবা মারা যান। অর্থের অভাবে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ে হয় নিজ গ্রামেই এক দরিদ্র পরিবারে। সংসারে আসে তিন সন্তান। কিন্তু দারিদ্র্য পেয়ে বসে চরমভাবে। দু'মুঠো ভাতের জন্য চলে নিত্য লড়াই। এলজিইডির আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের কর্মী হিসেবে কাজের সুযোগ তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। এলজিইডির সহযোগিতা এবং নিজের আস্থায় হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল নারী। ২০২৪ এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে লাকী রানী নাথ যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম সাজেদা খাতুন

সাজেদা খাতুন এক সফল নারী। তার এ সফলতা সহজে আসেনি। সাফল্যের পেছনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে এলজিইডির ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় জয়পুরহাট পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের শর্তানুযায়ী জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ) বাস্তবায়নের আওতায় পৌরসভা থেকে নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ পান। শুরু করেন মুরগির খামারের ব্যবসা। খামারের অভিজ্ঞতা ও কর্মস্পৃহা তার সাফল্যের পথ নির্মাণ করে। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হন। এ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২৪-এ এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরে সাজেদা খাতুন প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় রুপা মারমা

রুপা মারমা এক আত্মপ্রত্যায়ী নারী। পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি পৌরসভায় তার বসবাস। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে রুপা মারমা সাফল্যের পথ বিনির্মাণ করেন। ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প তার এ অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি শাকসবজি চাষ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন করে সংসারের অভাব দূর করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকা- ব্যাপক গতিশীলতা এসেছে। সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন, সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পারিবারিক এবং আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেছেন। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪-এ এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরে রুপা মারমা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম মরিওম বিবি

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার ইলামদহী গ্রামের বাসিন্দা মোসাঃ মরিওম বিবি। অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র হিসেবে পরিচয় ছিলো তার। সেইসব পরিচয় সরিয়ে তিনি এখন পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, সফল ও অনুসরণীয় নারী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ে। দুর্দিনে স্বামীও ছেড়ে যায়। তবু মনোবল হারাননি। সড়ক উন্নয়নের কাজে গিয়ে বানিয়াল-ইলামদহী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-এর সদস্য হন। সেলাইকাজ, সবজি চাষ, গরু-ছাগল পালন, পরিবেশ বান্ধব চুলা তৈরি ও মৎস্য চাষ অব্যাহত রয়েছে। পরিশ্রমে ভাগ্য বদলাতে সফল হয়েছেন। সুন্দর করে সাজিয়েছেন সংসার। এলাকায় বেড়েছে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪ এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মরিওম বিবি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

দ্বিতীয় রুমা আক্তার

রুমা আক্তার ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার ধূরুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে যৌতুকের চাপ সহ্য করতে না পেরে ৩ বছর পর শিশুসন্তানসহ বাবার বাড়িতে ফিরেন। অভাবের কারণে আপনজনেরাও মুখ ফেরান। ভাগ্য বদলের আশায় ঢাকায় এসে গার্মেন্টসে চাকরি নেন। কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় ৫ বছর পর আবারো গ্রামে ফিরে আসেন। 'বিল ক্যাইলা বালুয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হন। একটি সেলাই মেশিন তার জীবনের স্বপ্নগুলো যেন জোড়া লাগাতে থাকে। নিয়মিত কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি পালন, গরু ছাগল মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার তৈরি করে উপার্জন করেন। পরিবার ও সমাজে তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারায় ২০২৪-এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে রুমা আক্তার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

তৃতীয় (যৌথভাবে) মোছাঃ মুক্তা আক্তার

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ইউনিয়নের বোয়ালীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ মুক্তা আক্তার। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে। দাম্পত্য জীবন ও সংসার বুঝে ওঠার আগেই মা হন। তিনবেলা নিয়মিত খাবার জুটতো না। অবশেষে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে যুক্ত হন। কাশাদাহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হন। সেলাই, কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। সেলাই কাজেরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামগুলোতে। পরিবারে দিনদিন আয় বাড়তে থাকে। এখন তার মাসে গড় আয় ৫০ হাজার টাকা। ২০২৪-এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মুক্তা আক্তার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ।

তৃতীয় (যৌথভাবে) নাছরিন আক্তার ভাসনা

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার নয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা নাছরিন আক্তার ভাসনা। সংসারের শুরুতে ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না। স্বামী প্রবাসে যাওয়ার জন্য জমি বন্ধক দেন। কিন্তু প্রতারকের কবলে পড়ে মোটা অংকের টাকা ফেরত পাননি। এতে সংসারে নেমে আসে অভাব । নাছরিন স্বামী ও সন্তানদের বাঁচাতে কাজ খুঁজতে শুরু করেন। 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের' মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়। তারপর 'বসতবাড়ির পুকুরে মৎস্য চাষ' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৮ সালে তার মৎস্যদল উপজেলার শ্রেষ্ঠ মৎসচাষী হিসেবে পুরস্কার পায়। নিয়মিত সবজি চাষ, হাঁস- মুরগি ও গাভী পালন, ঘাষ চাষ করেন। সংসারে সুখ সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা এসেছে। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় ২০২৪-এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে নাছরিন আক্তার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন ।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৩

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১০	১ম	**মোছাঃ সাবেকুন নাহার** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ ফরিদা আক্তার** কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	**বীরঙ্গনা মহালদার** ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**মোছাঃ জাহানারা বেগম** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন** চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**মায়ারাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ জাহেদা খাতুন** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মোছাঃ সাহেদা খাতুন** পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১১	১ম	**আছিয়া বেগম** পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি ১৬	**মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মর্জিনা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**চন্দ্রমালা** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আছিয়া** কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	**হাজেরা বেগম** লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	**কুলসুম** নোয়াখালী	আরডিপি ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	**মল্লিকা রাণী দাস** সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**হাসিনা বেগম** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মনোয়ারা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**সাবিনা বেগম** সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি ২	**মরিয়ম বেগম** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৩য়	**হিরা বেগম** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**শিউলি আক্তার** সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**আলেয়া পারভীন** তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৪র্থ	**এমিলি রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সালমা বেগম** বস্তি এলাকা, খুলনা শহর	ইউপিপিআরপি	**আম্বিয়া খাতুন** গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৫ম	**শাহিনা আক্তার** ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	**উম্মে মাকসুমা** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**শিরিন আক্তার** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৩	১ম	**জাহেদা বেগম** রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**শিউলি আক্তার** মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**রূপ বানু** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**সন্ধ্যা রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সোনিয়া বেগম** ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	**রানু বেগম** বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**কাজি শারমিন** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**নারগিস বেগম** চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	**তানজিলা খাতুন** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১৪	১ম	**মোছাঃ আনোয়ারা বেগম** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ রুখছানা পারভিন** বগুড়া	ইউপিপিআরপি	**মধুরা দ্রং** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মাহিনুর বেগম** গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ সাহেরা বানু** পাবনা	ইউজিআইআইপি ২	**জরীনা আখতার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**সন্ধ্যা রানী** আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি ২	**ইতি রানী শীল** ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি ২	**শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল** টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৫		**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ বুলিনা আক্তার** বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ কাবিরন নেছা** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
		মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	**মোছাঃ সাহিমা বেগম** নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	**ময়না আক্তার** শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
		ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	**শামিমা নাসরিন** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**সুলতানা আক্তার** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	**মোছাঃ রেজিয়া বেগম** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	**মোছাঃ শামসুন্নাহার** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা** মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মোছাঃ মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মেহেরুনিকা** চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মকলুদা খাতুন (সোমা)** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**মোছাঃ খোদেজা বেগম** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	**আনজুমান আরা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী** আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

সন	ক্রম	পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৭	১ম	**শেফালী বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আনোয়ারা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**রতিবালা দাস** অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	**বিলকিস বেগম** মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	**হালিমা খাতুন** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**রিক্তা খাতুন রিতা** কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**সোনাভান বিবি** সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	**ইসলাম খাতুন** বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**পারুল বেগম** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
						মোছাঃ মকজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	**ললিতা রায়** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**বিউটি আক্তার** বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**নুসরাত বেগম স্বপ্না** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ মরিয়ম বেগম** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়		**তাজনাহার আক্তার** লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**রোজিনা আক্তার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**কুদ বানু** বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি ২	**মোছাঃ লাকী খাতুন** নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	**করফুন্নেছা** বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	**রাহেলা বেগম** পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	**শিউলী রানী দে** বেনাপোল, যশোর	ইউপিআইআইপি ৩	**মোছাঃ মরতুজা বেগম** হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ ফরিদা** ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, নাটোর	আরইআরএমপি ২	**জমিলা বেগম** সুজালপুর, বীরগঞ্জ দিনাজপুর	নবীদেপ	**ইতি সুলতানা** বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**স্মৃতি কণা মন্ডল** শুয়াগ্রাম কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	**লিলি আক্তার** ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**নুরজাহান বিবি** পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি ২
						মায়া রানী বিশ্বাস ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	**আঞ্জুরা আক্তার** নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি ২	**রুবি আক্তার** পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	**রুজিনা আক্তার** পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	**অনিতা রাণী** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিআরআরআইপি	**মোসাঃ লাকী বেগম** পৌরসভা, বরগুনা	সিটিইআইপি	**লিপি বেগম** সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**মোছাঃ লাভলী বেগম** জয়পুরহাট সদর	আরআরসিএমএপি	**রাফেজা আক্তার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**মোছাঃ ছাবিনা বেগম** মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০২১	১ম	**আঁখি আক্তার** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**রাজিয়া খাতুন** সদর পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ জেসমিন আক্তার** সরিয়াবাড়ী, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**ফরিদা বেগম** ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	**লিপি রাণী চাকলাদার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**স্বপ্না আক্তার** মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি ও ক্যালিপ
	৩য়	**তাছলিমা বেগম** সদর, গোপালগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	**মুনিরা বেগম** চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	**রোজিনা আক্তার** নবীনগর, বি. বাড়িয়া	এইচআইএলআইপি
২০২২	১ম	**হেনা বেগম** সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**জাহানারা খাতুন** ফুলপুর, ময়মনসিংহের	নবীদেপ	**লুনা কবির** কালকিনি, মাদারীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**মদিনা বেগম** চল্লিশা ইউনিয়ন, সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**অর্চনা ঠাকুর** চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	**লালবানু** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
		মোছাম্মৎ আমেনা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী			**সালমা নজরুল** সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি
	৩য়	**মোছাম্মৎ হাসনা বেগম** সদর, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	**মোসাম্মৎ রেখা** জয়পুরহাট পৌরসভার	ইউজিআইআইপি ৩	**আছমা আক্তার** ইটনা, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০২৩	১ম	**সুমি বেগম** রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	**কমলা বেগম** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ শামীমা আক্তার** মাদারগঞ্জ, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**অজিদা আক্তার** সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**মোছাঃ হাছনা বেগম** জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ আঞ্জুমান আরা** ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	৩য়	**মোছাঃ রোকেয়া খাতুন** গঙ্গাচড়া, রংপুর	প্রভাতী	**টুম্পা ঘোষ** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ দিলবাহার বেগম** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
						রাহেলা হক বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০২৪	১ম	**মোসাঃ ঋতু আক্তার**	আরইআরএমপি ৩	সাজেদা খাতুন	ইউজিআইআইপি ৩	মোসাঃ মরিওম বিবি	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ কুলসুম বেগম**	প্রভাতী	রুপা মারমা	ইউজিআইআইপি ৩	মোছাঃ রুমা আক্তার	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	৩য়	**সাজেদা আক্তার**	আরইআরএমপি ৩			মোছাঃ মুক্তা আক্তার	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
		লাকী রানী নাথ	আরইআরএমপি ৩			নাছরিন আক্তার	এইচআইএলআইপি

২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে সেসব প্রকল্পের নাম:

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি	-	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	-	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	-	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	-	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	-	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	-	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	-	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	-	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	-	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি
প্রভাতি	-	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন তথ্যের মাধ্যমে ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সহনশীলতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প
আরইআরএমপি ৩	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ৩

নগর উন্নয়ন সেক্টর

সিটিইআইপি	-	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	-	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)
এনওবিআইডিইপি	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	-	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	-	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	-	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	-	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ৩	-	তৃতীয় আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ সেক্টর

এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	-	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	-	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	-	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ১)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ২)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২য় পর্যায়

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

এলজিইডিতে গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল ----------১০৬
প্লাস্টিক রোড----------১০৭
গ্রামীণ সেতু তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (RuBIMS) ----------১০৮

এলজিইডিতে গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডি দেশের স্থানীয় পর্যায়ে পল্লি,নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রায় ১২-১৮% এলজিইডির মাধ্যমে ব্যয় হয়। এ বিশাল পরিমান অর্থ মূলত পল্লি সড়ক, ব্রীজ/কালভার্ট,প্রাথমিক বিদ্যালয়,হাট/বাজার,সাইক্লোন শেল্টার,নগর সড়ক ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হয়ে থাকে। এর বাইরেও এলজিইডি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল অবকাঠামো নির্মাণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার করে এবং দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। কাজেই, স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক উপযোগীতা সম্পন্ন,সুদুরপ্রসারী প্রভাব রাখতে সক্ষম, টেকসই-গুনগতমান সম্পন্ন নির্মাণ কাজ নিশ্চিত করা এলজিইডি'র জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডি'র এ কার্যক্রমে নতুন ধারনা,নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ, প্রকৌশলগত সমস্যা সমূহের বাস্তব সমাধান একই সাথে সংস্থার দক্ষতা-ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর সমাধান তৈরীর জন্য বিভিন্ন পর্যায়েই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

এলজিইডি একটি ব্যতিক্রমী প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৯০ দশক থেকেই বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক নির্মাণ কৌশল সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু, সংস্থার মূল কাঠামোতে গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ইউনিট/সেলের কোন কার্যক্রম না থাকায় এ সকল গবেষণার ফলাফল যথাযথভাবে প্রয়োগ করা অথবা এর পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত গবেষণালব্ধ ফলাফল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন যেমন যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি তেমনি অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণাও করা হয়নি। তাই এ সকল কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে অবকাঠামোর আধুনিকায়ন ও প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ২০১৭ সালে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিটের আওতায় গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল গঠন করা হয়। এই সেলের মূল উদ্দেশ্য হলো মাঠ পর্যায়ে সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু, লাগসই অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণ কৌশল, নির্মাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োগিক গবেষণার ধারণা প্রণয়ন এবং উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, সফল ও অসফল গবেষণাসমূহ সংরক্ষণ, প্রাপ্ত ফলাফল মাঠপর্যায়ে সফলভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে সংস্থার কর্মকৌশল এবং চর্চা হিসেবে গ্রহণ এবং এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণাসমূহ তদারক, প্রকল্পের আওতায় বাইরে ও দেশব্যাপী এ গবেষণার ফলাফল প্রচার ও প্রসার এবং এলজিইডি'র অন্যান্য ইউনিট/প্রকল্পের সাথে আলোচনা করে গবেষণার প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা। তাই, ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর এই সেল কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়।

২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ সালে গৃহীত গবেষণা কার্যক্রম

'Studz on Guideline Preparation for Conducting Performance Evaluation of Rural Paved Roads under LGED' শীর্ষক গবেষণা

বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলজিইডি জনগণের জন্য টেকসই এবং কার্যকর পরিষেবা প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলজিইডি গ্রামীণ এবং শহুরে সম্প্রদায়ের জন্য জীবনরেখা হিসেবে কাজ করা বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্কের দায়িত্বে রয়েছে। এই সড়কগুলোর কার্যকারিতা এবং গুণমান বজায় রাখতে নিয়মিত কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

এই গ্রামীণ সড়কগুলো মৌলিক পরিষেবা প্রাপ্তি, পণ্য পরিবহন এবং গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের সাথে সাথে আবহাওয়া পরিস্থিতি, যানবাহনের চাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চর্চার কারণে এই সড়কগুলোর গুণমান এবং কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এলজিইডি-এর প্রচেষ্টা যাতে গ্রামীণ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকরী হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বিস্তৃত কার্যকারিতা মূল্যায়ন প্রয়োজন। এলজিইডি গ্রামীণ পাকা সড়কগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা তৈরি করতে ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ দুই অর্থবছরের সময় নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং গবেষণা কাজের জন্য পরামর্শক হিসেবে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আইইউটি) এর পুরকৌশল বিভাগকে নিযুক্ত করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো একটি মানসম্পন্ন পদ্ধতির প্রবর্তন করা, যা এলজিইডি-এর রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বাড়াবে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটার, পদ্ধতি এবং সরঞ্জামসমূহের বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ পাকা সড়কের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করা।
- রাস্তার অবস্থান, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে স্পষ্ট প্যারামিটার এবং মানদ- নির্ধারণ করা।
- তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য ধাপে ধাপে পদ্ধতি প্রদান করা।
- ধারাবাহিক এবং সঠিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব সরঞ্জাম সংযুক্ত করা।
- নির্দেশিকাগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক শর্ত এবং রাস্তার ধরন অনুযায়ী অভিযোজিত করা।

গবেষণা কাজের পরিধি

এই গবেষণা কাজের পরিধির মধ্যে গ্রামীণ পাকা সড়কের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বিদ্যমান গবেষণা, আন্তর্জাতিক মান এবং সর্বোত্তম চর্চাগুলোর পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সড়ক প্রকৌশল বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পেভমেন্টের অবস্থা, কাঠামোগত দৃঢ়তা, ড্রেনেজ, নিরাপত্তা এবং ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন প্যারামিটার নির্ধারণ করা হবে। মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করা হবে, যেখানে মানদ- এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবহারবান্ধব সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কার্যকরভাবে করা যায়। নির্দেশিকাগুলোকে বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থা বিবেচনা করে এলজিইডি-এর অধীনে আটটি বিভাগের প্রায় ৫০ কিমি সড়কে পাইলট বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রাপ্ত মতামত নির্দেশিকাগুলো পরিমার্জনে ব্যবহার করা হবে। এলজিইডি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে। নির্দেশিকা প্রণয়ন, সরঞ্জাম একীকরণ এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রীসহ পুরো প্রক্রিয়া ডকুমেন্ট করা হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নির্দেশিকা এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

এই স্টাডিটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশের গ্রামীণ পাকা সড়কের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য একটি মানসম্মত কাঠামো তৈরি হবে। এই কাঠামো এলজিইডিকে নিম্নলিখিত কাজগুলোতে সহায়তা করবে:

- গ্রামীণ সড়কের অবস্থা মূল্যায়ন করা এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা;
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা;
- সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- সময়ের সাথে সাথে সড়ক অবকাঠামোর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা;
- গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থাপনায় প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করা।

এই কাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি বাংলাদেশের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অবদান রাখতে পারবে, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

প্লাস্টিক রোড

প্লাস্টিকদূষণ এখন বৈশ্বিক বিষয়। আর এই দূষণের মূলে রয়েছে প্লাস্টিক বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশ প্রতি দিনে প্রায় ২৩,৬৮৮ টন বর্জ্য উৎপাদন হয় যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালের এর একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, প্রতি দিনে গড়ে বাসাবাড়ি থেকে ৫৪০৯ কেজি বর্জ্য উৎপাদন হয়। এ বর্জ্যের মধ্যে প্রতি দিন গড়ে ৭৯২ কেজি পেপার, ৩০৩ কেজি প্লাস্টিক, ১০৩ কেজি মেটাল, ১৬৫ কেজি কাঠ, ১৫ কেজি রাবার বর্জ্যসিস্টেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ব্যবহারোপযোগীতা ও বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বাজারে সহজলভ্য হওয়ার কারনে বর্জ্য প্লাস্টিকের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বার্ষিক গড়ে একজন ব্যক্তি ১৫ থেকে ২০ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহার করে। ২০৩০ সালে দেশে জনপ্রতি ৩০ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহার করবে।

প্লাস্টিক একটি নন বায্যে-ডিগ্রেডেবল পদার্থ যেটা কোন ভাবে মাটির সাথে মিশে যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক গবেষণায় বলছে, দোকানে মুদি পণ্য বহনের জন্য যেসব ব্যাগ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো প্রকৃতিতে মিশে যেতে ২০ বছর সময় লাগে। চা, কফি, জুস কিংবা কোমল পানীয়ের জন্য যেসব প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। আর ডায়াপার ও প্লাস্টিক বোতল টিকে থাকে ৪৫০ বছর পর্যন্ত।

গবেষণায় জানা যায়, প্রতি বছর মাথাপিছু প্রায় ৫ কেজি প্লাস্টিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্লাস্টিক দ্রব্যাদির বাজার প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের। আর প্লাস্টিক উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। ২০ লাখেরও বেশি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত। ঢাকা শহরে প্রতিদিন ১ কোটি ২০ লাখ পলিব্যাগ পরিত্যক্ত হয়ে তা পুকুর, ডোবা, নদী-নালা ও সাগরে গিয়ে জমা হচ্ছে। কৃষকের চাষের জমি, পুকুর, রাস্তাঘাট ভরে আছে প্লাস্টিক বর্জ্যে।বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ৬.৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিকের বর্জ্য উৎপাদন করে। যার মধ্যে থেকে মাত্র ৬৯% প্লাস্টিকে রিসাইকেল করা হয়ে থাকে এবং অবশিষ্ট প্লাস্টিক পরিবেশের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ নদী, খাল ও অন্যান্য স্থানে জমি গুলো দূষণ করে এবং এটা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুতর হমকি।

প্লাস্টিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ না হওয়ায় তা প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তাই, এই প্লাস্টিকগুলিকে ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম উপায়গুলির মধ্যে একটি হল বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণে তাদের গলিয়ে ব্যবহার করা। অনেক হাইওয়ে এজেন্সি পরিবেশগত উপযোগীতা এবং উচ্চ নির্মাণে পুনর্ব্যবহৃত পণ্যের কার্যকারিতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করছে। বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণে এই বর্জ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে এবং ভারতের মতো বাংলাদেশের কিছু জেলাকে “জিরো প্লাস্টিক ওয়েস্ট” এ পরিনত করা সম্ভব। তাই প্লাস্টিক বর্জ কমানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে এলজিইডিতে বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -৩ এর অধীনে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার পিরুজালি আলিমপুর সড়ক হতে বারিধারা কর্পোরেশন সড়ক চেঃ ০০-৫১০মিঃ সড়কে অংশে ১৬০-২৬০মিঃ পর্যন্ত ১০০ মি. দৈর্ঘ্য বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করে অ্যাসফল্ট পেভমেন্ট কাজ পাইলটিং করা হয়।

মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি গবেষণা কার্যক্রমকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্প্রতি এলজিইডি গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করেছে। তথ্য-উপাত্তনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, অবকাঠামো নির্মাণে লাগসই পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং জলবায়ুঅভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এ গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এলজিইডি গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলো:

গ্রামীণ সেতু তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (RuBIMS)

Rural Bridges Information Management System (RuBIMS) এলজিইডি'র আওতায় তৈরি একটি সফটওয়্যার। এর মূল লক্ষ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রাধিকারভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তালিকা প্রণয়নসহ গ্রামীণ সেতু রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তথা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রাথমিকভাবে RTIP-II প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "গ্রামীণ সড়ক এবং সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি"র তথ্য সংগ্রহ তথা প্রক্রিয়াকরণের জন্য RuBIMS তৈরির কাজ শুরু করা হয়।

সেতু পরিদর্শন Bridge Asset Management System এর একটি বেসিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবহন নেট ওয়ার্ক এর নিরাপদ পরিবহন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করছে। সাইটে পরিদর্শনকৃত গ্রামীণ সেতুর ডেটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার পাশাপাশি, সিস্টেমটি প্রতিটি সেতুর জন্য প্রয়োজন হবে এমন রক্ষণাবেক্ষণের ধরন (উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুদ্র মেরামত/বড় মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি) সংক্রান্ত পরামর্শ দিতে এবং বিভিন্ন ধরণের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য গ্রামীণ সেতুসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করতে সক্ষম। সেতু পরিদর্শনের ডেটা সংগ্রহ কার্যক্রম সহজ করার জন্য RuBIMS এ ওয়েবভিত্তিক ইন্টারফেসসহ স্মার্ট ফোন কাম ট্যাবলেট-ভিত্তিক ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) প্রকল্পের মাধ্যমে RuBIMS তৈরির কাজ সম্পন্ন প্রায়। "Bridge Inspection and Condition Assessment Guidelines" এ প্রস্তাবিত ইন্টারফেস এবং Algorithm সমূহের সাথে RuBIMS-এর ইনটারফেসসমূহের সামঞ্জস্যতা সাপেক্ষে তা চূড়ান্তকরণসহ অন্যান্য ফাইনটিউনিং-এর কাজ চলমান রয়েছে।

ইতোমধ্যে "Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)" প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ৫০টি সেতুতে RuBIMS এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার এবং নমুনা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন শেষে উহার ফলাফল সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। পরীক্ষামূলক ডেটা প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। আরও আট জেলায় পাইলট পর্যবেক্ষণের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে।

সফটওয়্যারটি ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হলে ব্যবহারকারীগণ এর মাধ্যমে সেতু পরিদর্শনের ডেটা এন্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিকল্পনাধীন গ্রামীণ সেতুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ধরণসহ একটি অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত করতে সক্ষম হবে। ফলে ডিজিটালাইজেশনের পূর্ণ সুবিধা সম্বলিত সেতু ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অধ্যায়-১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন---------- ১১০
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ---------- ১১০
পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ---------- ১১১
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প ---------- ১১২

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত, ফলে মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তি প্রবণতা কম। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদীভাঙন উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই মাটির ঢাল ভাঙনের মুখে পড়ে। জলাধার সংলগ্ন সড়ক বা সেতুর অ্যাপ্রোচের পার্শ্বঢাল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এসব ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষার জন্য এলজিইডি বিশেষ ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন- আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল, কংক্রিটের ব্লক দ্বারা নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সুরক্ষায় ব্লকের ব্যবহার। পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাসও ব্যবহৃত হয় এসব সুরক্ষা কাজে। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ৬০/৭০ গ্রেড বিটুমিন দ্বারা রাস্তা নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে তুলনামূলক উন্নত মানসম্পন্ন রাস্তা তৈরি হয়। এছাড়াও এপোক্সি-কোটেড রড ব্যবহারে কাঠামো ও অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে লোনা আবহাওয়ায় মরিচা প্রতিরোধে সক্ষম। উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে এর ব্যবহার ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সম্প্রতি ব্যবহৃত হলো-ব্লক একটি বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী নির্মাণ উপকরণ, যা বৈচিত্রময় ও বিন্যাসে সহজলভ্য। এটি সুলভ মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী যা ওজনে হাল্কা ও পরিবেশবান্ধব।

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন বড় নদী দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। এদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গঠিত হয়েছে নদীবাহিত পলি দ্বারা। তাই মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তি অনেক কম। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বৃষ্টির পরিমাণ ও তিব্রতা। বন্যা আঘাত হানছে ঘনঘন। এসব কারণে সড়ক ও সড়ক বাঁধ প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তাই সড়ক উন্নয়নকে টেকসই করতে প্রয়োজন সড়ক, বিশেষ করে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার।

প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয় বহুল। অপরদিকে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। বৃষ্টি বা জোয়ারের কারণে যেসব এলাকায় মাটি ঝুঁকির মুখে থাকে সেখানে কাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবন।

দেশের যেসব অঞ্চল বিল বা হাওর অধ্যুষিত এবং মাটি পলি বা বালুযুক্ত ক্ষয়িষ্ণু সেসব এলাকায় সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় এলজিইডির একাধিক প্রকল্প থেকে বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে, যা সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারা দেশে সড়কের প্বার্শঢাল সুরক্ষায় ১৭১ কিলোমিটার সড়কে বিন্না ঘাস রোপণ করা হয়।

পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ

গ্রাম সড়ক ও নগর এলাকার সড়কসমূহে গতানুগতিক বিটুমিনাস কার্পেটিং ও আরসিসি'র বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষার জন্য নির্মাণ কাজে ইটের ব্যবহার সীমিত করা অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, শিল্পাঞ্চল বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইট তৈরীতে জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার করা হয়, যা খাদ্য উৎপাদনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়াও, ইট পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বর্ণিত কারণে, নির্মাণ কাজে ইটের বিকল্প সন্ধান করা সময়োপযোগী।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের বিষয়টি সড়ক নির্মাণে বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবিলায় বর্তমান সময়ে সড়ক নির্মাণে "জলবায়ু সহিষ্ণুতা" বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া অতীব প্রয়োজন। পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মিত সড়ক জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক সড়কের নির্মাণ ব্যয় বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক এর চেয়ে সামান্য বেশী এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে অনেক কম (৩.৭মিঃ চওড়া ইউনিব্লক সড়কের নির্মাণ ব্যয় প্রতি কিঃমিঃ ১২২ লক্ষ টাকা, বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক নির্মাণ ব্যয় প্রতি কিঃমিঃ ১০৬ লক্ষ টাকা এবং আরসিসি সড়ক নির্মাণ ব্যয় প্রতি কিঃমিঃ ১৯৪ লক্ষ টাকা)।

ইউনিব্লক সড়ক নির্মাণ কাজ সারা বছরব্যাপী করা যায়। ইউনিব্লক সড়কের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অনেক সহজ। বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়ক এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে ইউনিব্লক সড়কের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অনেক কম।

ইতোমধ্যে, এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপথে পরিবেশ বান্ধব ইউনিব্লক দিয়ে সড়ক নির্মাণ শুরু করেছে। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫৫ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক ইউনিব্লক দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ১৫০০ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য স্কীম গৃহীত হয়েছে। এছাড়া অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ডিপিপিতে ১০০৪.৫৫ কিঃমিঃ ইউনিব্লক রাস্তা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে অধিক পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থানে বঙ্গোপসাগরের কাছে হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও মানুষের জীবনযাপনে তার প্রভাব বিদ্যমান। এখানে অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। যার কারণে বাঁধ, সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, কৃষিজমিসহ নানান অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষতিতে বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে ঘটে ফসলহানী। দিনদিন নদী ও সমুদ্রের তলদেশে পলি জমছে। ফলে উপকূলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। দেশের এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মানবসম্পদ, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবাসন, সর্বোপরি মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ ৬টি জেলার ২৪ টি উপজেলায় 'জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প' (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করা হয়। যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, স্বাবলম্বি হয়ে উঠছেন তাঁরা।

প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকার নির্বাচিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সহায়তা প্রদান ও তাঁদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সংরক্ষণ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র, হাট-বাজার ও নানান সেবা প্রাপ্তির কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করতে দেয়া হয় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে প্রকল্পের নানান কাজে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করায় নারীর ক্ষমতায়ন, অর্ধিক স্বচ্ছলতা ও জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫১২ কিলোমিটার গ্রামীণ মাটির সড়কের উন্নয়ন, ৫৫ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক উন্নয়ন, ৫৮১ মিটার ড্রেন অবকাঠামো তৈরি, ৪৫ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন এবং ৫০ কিলোমিটার এলাকায় বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। এসব কাজে ২৬ হাজার ২৮০ জন নারী ও ৭ হাজার ৭২০ জন পুরুষ শ্রম বিনিয়োগ করেন। অর্জিত পারিশ্রমিক দিয়ে অনেকে গরু-ছাগল, হাস-মুরগী পালন, শাকসবজি ও মৎস্য চাষসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা করে পরিবারে আয় বাড়িয়েছেন।

অধ্যায়-১১

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস ---------- ১১৪
এফআইএমএস ---------- ১১৪
জিআইএস পোর্টাল ---------- ১১৪
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ ---------- ১১৪
আইডিআইএস ---------- ১১৪
জিআরআইএস
রেগুলার সার্ভে মডিউল ---------- ১১৫
ড্যামেজড সার্ভে মডিউল ---------- ১১৫
অন্যান্য কার্যক্রম ---------- ১১৫

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান সরকারের ২০০৮ সালে ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে দেশে ব্যাপকভাবে ডিজিটালাইজেশন-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এই যাত্রার অংশ হিসেবে এলজিইডিও তার বিভিন্ন সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। প্রণয়ন করা হয়েছে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ, যার মাধ্যমে এলজিইডির সকল সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ফিল্ডওয়ার্ক ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে-

- এলজিইডির যেকোনো প্রকল্পের আওতায় যেকোনো জেলার চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন তৈরি;
- পরিদর্শন প্রতিবেদন তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;
- প্রতিবেদনে জিওট্যাগ আলোকচিত্র/ভিডিও সংযুক্ত করা।

জিআইএস পোর্টাল

তথ্যকে সহজলভ্য করা এবং জনগণের কাছে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে এলজিইডির জিআইএস পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষিত ডাটা নির্বাচন করে চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ তৈরি করা যায়। এসব ম্যাপ এলজিইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে এসব ম্যাপ সংগ্রহ করা যায়। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে পোর্টালে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের স্কিম তালিকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়কের দ্বৈততা যাচাই করা যায়। এই সেবাটি অনলাইনে gis.lged.gov.bd ওয়েব এ্যাড্রেসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জিআইএস সেকশন থেকে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে মুদ্রিত ম্যাপও সংগ্রহ করা যায়।

স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ

পূর্বে কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো। ফলে অনেক সময় প্রয়োজন হতো, আবার প্রক্রিয়াটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এখন জিআইএস পোর্টালে নিমিষেই প্রস্তাবিত স্কিম তালিকা আপলোড করে দ্বৈততা নিরূপণ করা যাবে। সশরীরে কোনো কার্যালয় ভিজিট করার প্রয়োজন হবে না।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এই অ্যাপ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে-

- এলজিইডি নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামো এর তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া;
- নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামোর গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য, অভিযোগ অথবা পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ, যার মধ্যে রয়েছে-
  - ◊ সম্পাদিত কাজের আলোকচিত্র অথবা ভিডিওচিত্র, মতামত, অভিযোগ কিংবা পরামর্শ এবং অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া;
  - ◊ এসব তথ্য, মতামত কিংবা অভিযোগ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে, যা যেকোনো সময় দেখতে পাওয়া যায়;
  - ◊ নাগরিকের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া; এবং
  - ◊ নাগরিক কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমকে রেটিং করা।

জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস)

রেগুলার সার্ভে মডিউল

চলন্ত অবস্থায় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সড়কের নির্ভুল সার্ভে, জিও-লোকেশনসহ ছবি তোলা ও অন্যান্য সুবিধা, যেমন- সড়কের কাঁচা পাকা অংশ ও সেতু-কালভার্টের অবস্থান সম্বলিত জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে অ্যাপ্লিকেশন (জিআরআইএস) শিরোনামে মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অ্যাপটি অনলাইন অফলাইন দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজে সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর সার্ভে করে তৎক্ষণাৎ এলজিইডির কেন্দ্রীয় জিও-ডাটাবেজ হালনাগাদ করা যাবে।

ড্যামেজড সার্ভে মডিউল

বাংলাদেশ প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, সাইক্লোনসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এ সকল দুর্যোগের পর জনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এসকল ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক ও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা একটি চ্যালেঞ্জ।

যেকোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে জিআইএস প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এলজিইডি নব্বইরের দশক থেকে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলজিইডি দেশের সকল উপজেলার ১৯ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। এসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে নানা ধরণের ম্যাপ তৈরি করা যায়, যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ম্যাপ এলজিইডির নিজস্ব কাজের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নির্বাচন কমিশনসহ অনেকেই ব্যবহার করে থাকে।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডি ইতোমধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামোর জিআইএস বেইজড সার্ভের জন্য জিআরআইএস নামক অ্যাপ প্রস্তুত করেছে। এটি দ্বারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুব সহজে, অল্পসময়ে ও নির্ভুলভাবে গ্রামীণ অবকাঠামোর সার্ভে করা যায়। সম্প্রতি দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআরআইএস অ্যাপটিতে একটি মডিউল যোগ করেছে।

জিআরআইএস অ্যাপটিতে সংযোজিত মডিউলটি দ্বারা দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহজে, দ্রুততর সময়ে ও নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সম্ভব, অতীতে যা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করার ফলে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হতো। বর্তমানে সার্ভে কার্য সহজে সম্পাদন ও সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস) অ্যাপে মডিউল সংযোজনের ফলে -

- মোবাইলের সাহায্যে সহজে সার্ভে সম্পাদন করে তথ্য সরাসরি সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে;
- ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের ছবি ও ভিডিও জিও-লোকেশনসহ প্রেরণ করা যাচ্ছে যা দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা জানা সহজ হচ্ছে;
- তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার অবসান হয়েছে;
- প্রেরিত তথ্য ম্যাপে ও চাহিদা মত রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে, ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডির আইসিটি ইউনিটে ডিজিটাল এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এলজিইডির সদর দপ্তর বা মাঠপর্যায়ের যেকোনো কার্যালয়ের আইসিটি সরঞ্জাম ও পরামর্শকদের তথ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেদন তৈরি এবং সহজে কার্যালয়সমূহের আইসিটি সরঞ্জামের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য আইসিটি ইকুইপমেন্ট এন্ড কনসালটেন্ট ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

আমার গ্রাম-আমার শহর: কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

অধ্যায়-১২
মিশন

মিশন---------- ১১৮
এলজিসিআরআরপি (বিশ্বব্যাংক মিশন) ---------- ১১৮
SupRB (বিশ্বব্যাংক মিশন) ---------- ১১৮
আরসিআইপি (এডিবি মিশন) ---------- ১১৯

মিশন

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কয়েকটি মিশন পরিচালিত হয়। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে, যা প্রকল্পসমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এলজিসিআরআরপি প্রকল্প :

বিশ্বব্যাংক মিশন

গত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ মিশন (গএঞজ) পরিচালিত হয়, মিশনে নেতৃত্ব দেন প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার মানসা চেন। উক্ত মিশন চলাকালীন সময়ে মিশন সদস্যবৃন্দ ঢাকা, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগের খুলনা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং ৭টি পৌরসভা (মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ি এবং নওহাটা) পরিদর্শন করেন। মিশন প্রতিটি ইউএলজিআই এর রাস্তা-ড্রেন-বাজার-পার্ক এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সহ কিছু সংখ্যক সমাপ্ত, চলমান এবং প্রস্তাবিত সাব-প্রজেক্ট পরিদর্শন করেন। মিশন চারটি পৌরসভার অর্থ বিভাগের (হিসাব রক্ষক এবং করআদায় কারী সহ) সাথে বৈঠক করেন এবং পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ আলোচনার পাশাপাশি প্রকল্পের ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (এফএম) সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। পরিশেষে মিশন নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলি প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

মিশন সমস্ত ইউএলজিআইএস কে রাস্তা উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড ক্যারেজওয়ে, পর্যাপ্ত জরমযঃ ড়ভ ধিু, ফুটপাত, ড্রেন, স্ট্রিটলাইট একসাথে করার বিষয়ে বিবেচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন, পার্কগুলির জন্য (ল্যান্ডস্কেপিং, ফুটপাত, বৃক্ষরোপন, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি) এবং সাব প্রজেক্ট প্রস্তাবনায় বিল্ডিংগুলিতে একাধিক ফ্লোর একসাথে করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও, এই সাব-প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান, ক্রয় এবং বাস্তবায়ন বিলম্ব এড়াতে একক প্যাকেজ হিসেবে টেন্ডার করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। পরিশেষে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ সরওয়ার বারীর সভাপতিত্বে এক সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন টিম লিডার প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উক্ত সভায়, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের (এলজিইডি) কাছ থেকে প্রাপ্ত সহযোগীতার জন্য মিশন ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

SupRB প্রকল্প :

বিশ্বব্যাংক মিশন

দেশের ৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিত) উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের সংযোগ উন্নয়নের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ব্রিজ/কালভার্টের স্থায়ীত্ব বাড়ানো, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ সেতুর উন্নয়ন ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (SupRB)" প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এই প্রকল্পের অর্থায়নে রয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। প্রকল্পটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে লোনের ৯০% অর্থ বাজেট সাপোর্ট হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের বাজেটে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ১৫১২ প্যাকেজের আওতায় ৩৭৮০টি ব্রিজ/কালভার্টের উন্নয়ন কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তম্মধ্যে প্রকল্পের ২৯৫৪টি ব্রিজ/কালভার্টের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮২৬টি ব্রিজ/কালভার্টের কাজ চলমান রয়েরছ। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৬৭% এবং আর্থিক

অগ্রগতি ৫২%। উল্লেখ্য প্রকল্পের সময়সীমা আগামী ডিসেম্বর ২০২৫ ইং পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। নবনির্মিত ও সংস্কার হওয়া সেতুগুলোর বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গাড়ি, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহনের পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং পরিবহন পরিষেবার মান উন্নত হয়েছে। মধ্যবর্তী জরিপে দেখা গেছে, সেতু নির্মাণ, প্রতিস্থাপন ও মেরামতের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিবহন ব্যয় যানবাহন ভেদে ৩.১০% থেকে ১৩.৭১% পর্যন্ত কমেছে। উপরন্তু, প্রকল্পটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। এলাকায় নারীদের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যবর্তী জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় তালিকাভূক্ত শিক্ষার্থী ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা (Accessibility) বৃদ্ধি পেয়েছে ১০%। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য সরবরাহ সহজতর হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দুইটি মিশন সম্পন্ন করেছে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল। সর্বশেষ ১২ মে থেকে ২৩ মে ২০২৪ পর্যন্ত Implementation Support Mission-এর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের টাস্কটিম লিডার নাটালিয়া স্টেনকোভিচ। সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অগ্রগতি, উন্নয়ন কাজের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মিশনে আলোচনায় অংশ নেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মো: আলি আখতার হোসেন এবং প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস এর প্রকল্প পরিচালক মো: আনোয়ার হোসেন। উক্ত মিশনে প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতিতে ইতিবাচক মনোভাব পোষন করেন।

১৬ মে ২০২৪ প্রকল্পভূক্ত কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার প্রতিস্থাপিত ৫০ মিটার আর্চ গার্ডার ব্রিজসহ উপজেলার তিনটি ব্রিজের উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল। মিশন সদস্যবৃন্দ স্থানীয় সুবিধাভোগী এবং সেতু ব্যবহারকারীদের সাথে মত বিনিময় করেন। প্রকল্পের কাজ দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আরসিআইপি প্রকল্প:

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন সম্পন্ন

১৪ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)-এ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক লোন রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবির এসোসিয়েট প্রজেক্ট অফিসার (ট্রান্সপোর্ট) অমৃত কুমার দাস। ১৪ নভেম্বর ২০২৩ -এ প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি-এর সভাপতিত্বে একটি কিক-অফ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন সদস্যবৃন্দ প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি উল্লেখ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও মিশন প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনাসহ একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। মিশনে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অগ্রগতি, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের সার্বিক পরিস্থিতি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ক্রয় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২৩ নভেম্বর ২০২৩-এ স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে প্রি-র‍্যাপ আপ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর সাথে ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ -এ এডিবি শাখার প্রধানের সভাপতিত্বে ৪ জুলাই ২০২২ র‍্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন সার্বিক আলোচনার উপর ভিত্তি করে ঋণ ৩৭৩১,৩৭৩২ ও ৩৯৩২-এর অধীনে সমস্ত আউটপুট সূচক ৩১ মে ২০২৪-এর লোন সমাপ্তির সময়ের মধ্যে অর্জিত হবে বলে আশা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় অতিরিক্ত অর্থায়নের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়া এপ্রিল ২০২৪-এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বলেন।

মিশন এলজিইডিকে পূর্তকাজগুলোর অগ্রগতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুপারিশ করেছে এবং ঋণ ৩৭৩১,৩৭৩২ ও ৩৯৩২-এর চুক্তি যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য বলা হয়। মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অনুবিভাগ প্রধান (এডিবি), স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আরসিআইপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়।

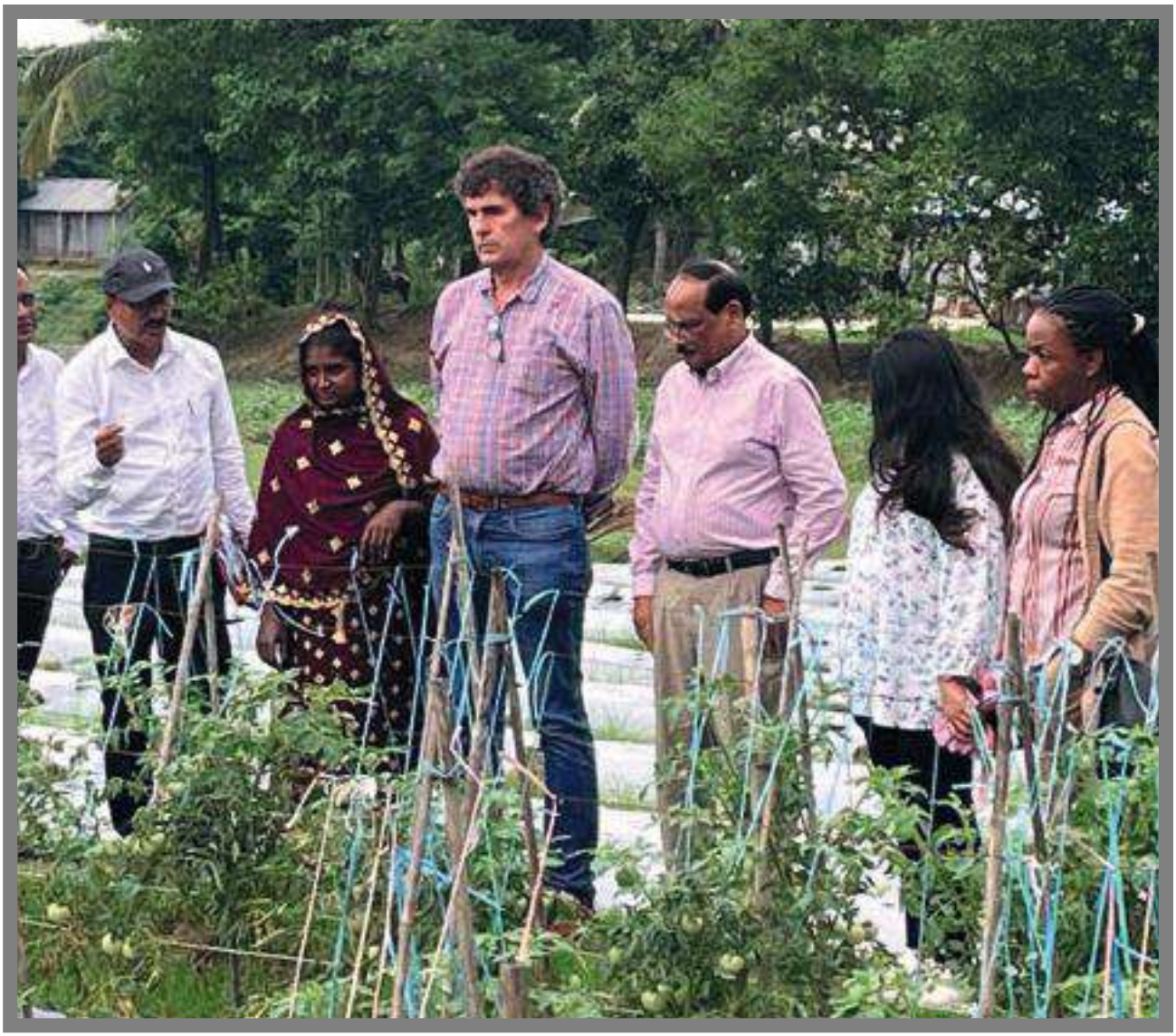

অধ্যায়-১৩

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার---------- ১২২

বার্ষিক প্রতিবেদন ---------- ১২২

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ---------- ১২৩

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ---------- ১২৩

অন্যান্য প্রকাশনা---------- ১২৩

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও লক্ষ্য অর্জনের তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই নিউজলেটার নামে একটি প্রকাশনা করে আসছে। এছাড়া সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জনের তথ্য দালিলিক আকারে প্রকাশের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এসমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

নিউজলেটার

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে ‘এলজিইবি নিউজলেটার’ নামে প্রথমবারের মতো একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনার মাধ্যমে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডি আত্মপ্রকাশ করলে ওই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নিউজলেটারের নামকরণ করা হয় ‘এলজিইডি নিউজলেটার’। উল্লেখ করা যেতে পারে, এলজিইডির কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষায় এসব নিউজলেটার প্রকাশিত হতো।

এদিকে পানিসম্পদ সেক্টর থেকে জুলাই, ১৯৯৯ এ ‘পানি সম্পদ বার্তা’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খবরা-খবর প্রকাশ করা হতো। এরপর নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ‘পৌর বার্তা’ নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ২০০৫ সালের অক্টোবরে ‘নগর সংবাদ’ নামে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০১৫ সালে এই তিনটি প্রকাশনা একীভূত করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে ‘এলজিইডি নিউজলেটার’ নামে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকে।

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৩ / এপ্রিল-জুন ২০২৪ / রেজি নং-২৪-৮৭

বাগেরহাট জেলার রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক; দিনাজপুরে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যাম; পটুয়াখালী পৌরসভায় নির্মিত চার লেন সড়ক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ধারাবাহিক সাফল্য

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি ছিল শতকরা ৯৮.২৩ ভাগ এবং আর্থিক ৯৮ ভাগ (অবমুক্তির ভিত্তিতে)। এ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল ২১,৯৫১.৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ২১,৫৯৮.৬২ কোটি টাকা। যারমধ্যে এলজিইডি ২১,২০৪.১৩ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। মোট ১৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা হলো ৯১, নগর সেক্টরে ৩৫ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে ৪টি এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছিল শতকরা ৭৭.৭২ ভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন ছিল শতকরা ২২.২৮ ভাগ। এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যের পেছনে কাজ করছে মূলত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলজিইডি দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মঅভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডির পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বেশকিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এলজিইডিকে প্রদান করেছে। এলজিইডি বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে এলজিইডির কার্যক্রম জাতীয় অগ্রগতি অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে। এলজিইডি জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে জলবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এলজিইডির প্রকল্প মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (পিএমএন্ডই) ইউনিট নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করছে। এ ইউনিটের আওতায় রয়েছে ২০টি পরিদর্শক দল। তিন সদস্য বিশিষ্ট এ পরিদর্শক দল নিয়মিত নির্ধারিত এলাকার কাজগুলো পরিদর্শন করে পিএমএন্ডই ইউনিটে প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকে, যা পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এলজিইডির অনুকূলে প্রতিবছর মূল এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে যে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয় তার একটি বড় অংশ থাকে এলজিইডির অনুকূলে। এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এডিপি বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র নজির স্থাপন করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরতে এলজিইডি প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জিত সাফল্য ও উদ্ভূত সমস্যা এবং তহবিল ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। সরকার প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও রাজস্ব খাতে এলজিইডির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। একইসঙ্গে এই এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ যেমন– দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজের বছরভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে ২০০৪ সালে প্রথম ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশিত হলেও উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এলজিইডির কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (এমএন্ডই) ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত হলেও ২০১৮ সালে এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার থেকে ৫ম বারের মত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন করতে অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হচ্ছে। এসময় বার্ষিক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি ব্রুসিউর আকারে প্রকাশিত হতো। এরপর ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি বই আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করে।

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকে; যেমন– পাঠ্যধারার শিরোনাম, প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণি, পাঠ্যধারার বিষয়বস্তু, পাঠ্যধারার মেয়াদ, তারিখ ও সময়সূচি, প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা এবং বাজেট ইত্যাদি। ক্লাসরুমভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকালীন (অন-জব) প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

এলজিইডিতে সমন্বিতভাবে মিডিয়া ও প্রকাশনার কাজ বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৮ এ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ব্রুসিওর ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়াও উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সমাপ্তির পর তা উদ্বোধনের সময় যেসব প্রকাশনার প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতেও এই সেন্টার সহায়তা দিয়ে থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন এবং বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সেন্টার থেকে ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা সহায়তা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি সম্বলিত নানা রঙের ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করে তা দিয়ে এলজিইডি সদর দপ্তর সুসজ্জিত করা হয়। এলজিইডি ভবনের নিচতলায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের ওপর আকর্ষণীয় ডিজাইনে বঙ্গবন্ধুকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার জন্য ঘড়ি, জাতির পিতার জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এসব সৃষ্টিশীল ও দৃষ্টিনন্দন কাজ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সম্পন্ন করে।

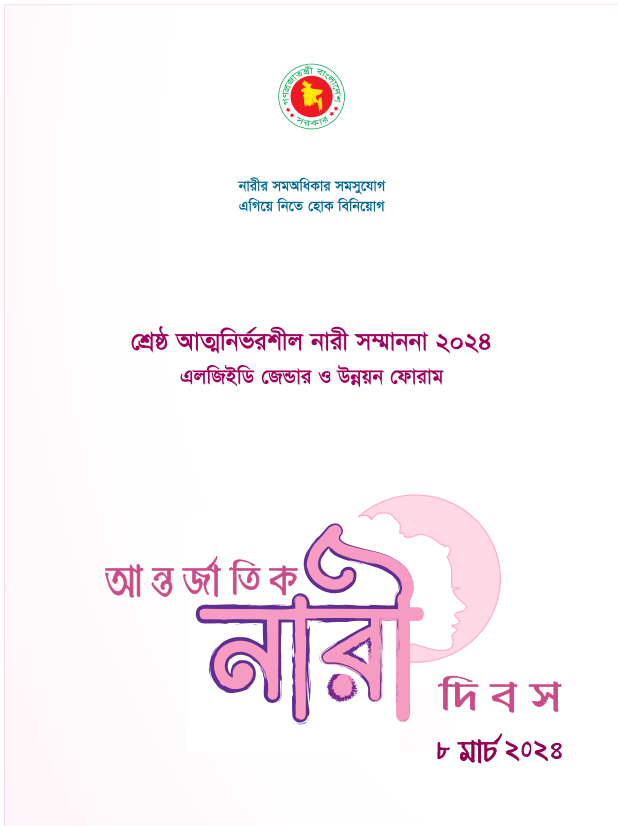

অন্যান্য প্রকাশনা

এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পের পরিচিতিমূলক এবং কার্যক্রমভিত্তিক পুস্তিকা, ফ্ল্যায়ার, ব্রুসিওর ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্যকণিকা প্রকাশ ও ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের ওপর পুস্তিকা/ব্রুসিওর, ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রচারের জন্য প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যকণিকা প্রকাশ করে থাকে।

এলজিইডি
নিউজলেটার
এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৩ / এপ্রিল-জুন ২০২৪ / রেজি নং-২৪-৮৭

বাগেরহাট জেলার রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক; দিনাজপুরে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যাম; পটুয়াখালী পৌরসভায় নির্মিত চার লেন সড়ক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ধারাবাহিক সাফল্য

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি ছিল শতকরা ৯৮.২৩ ভাগ এবং আর্থিক ৯৮ ভাগ (অবমুক্তির ভিত্তিতে)। এ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল ২১,৯৫১.৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ২১,৫৯৮.৬২ কোটি টাকা। যারমধ্যে এলজিইডি ২১,২০৪.১৩ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। মোট ১৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা হলো ৯১, নগর সেক্টরে ৩৫ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে ৪টি এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছিল শতকরা ৭৭.৭২ ভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন ছিল শতকরা ২২.২৮ ভাগ। এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যের পেছনে কাজ করছে মূলত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলজিইডি দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মঅভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডির পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বেশকিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এলজিইডিকে প্রদান করেছে। এলজিইডি বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে এলজিইডির কার্যক্রম জাতীয় অগ্রগতি অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে। এলজিইডি জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে জলবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এলজিইডির প্রকল্প মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (পিএমএন্ডই) ইউনিট নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করছে। এ ইউনিটের আওতায় রয়েছে ২০টি পরিদর্শক দল। তিন সদস্য বিশিষ্ট এ পরিদর্শক দল নিয়মিত নির্ধারিত এলাকার কাজগুলো পরিদর্শন করে পিএমএন্ডই ইউনিটে প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকে, যা পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এলজিইডির অনুকূলে প্রতিবছর মূল এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে যে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয় তার একটি বড় অংশ থাকে এলজিইডির অনুকূলে। এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এডিপি বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র নজির স্থাপন করেছে।

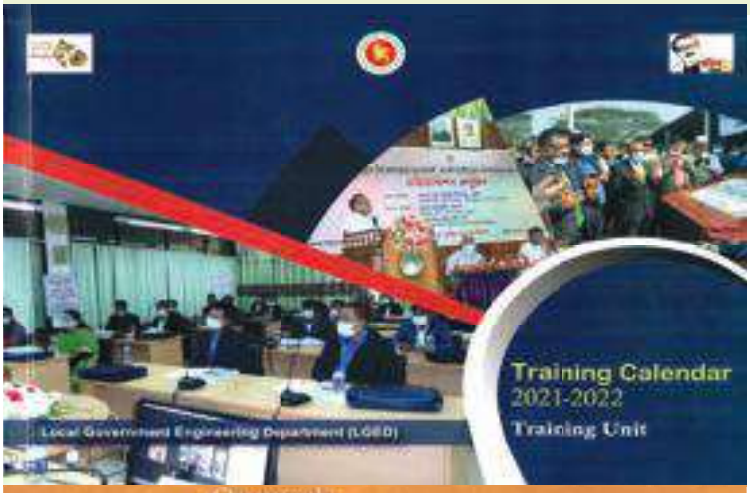

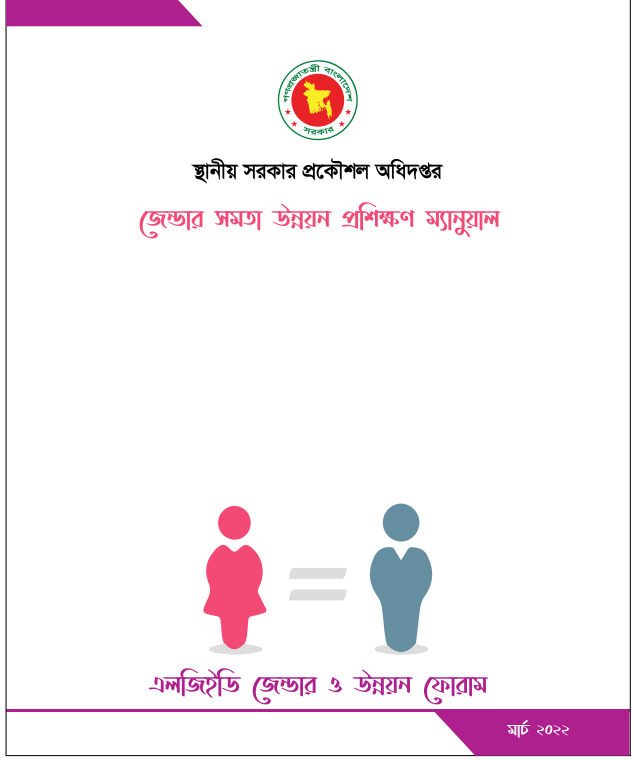

অধ্যায়-১৪
বিবিধ

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) ---------- ১২৬

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)- এর আওতায় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। জিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তা পেতে এলজিইডি কেএফডব্লিউর সহায়তায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং প্রজেক্ট শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে যা ২০১৫ সালের নভেম্বরে জিসিএফ বোর্ডে অনুমোদিত হয়। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্রিমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক), যা জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংস্থার প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। ক্রিলিক বর্তমানে ক্রিম প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হলেও পর্যায়ক্রমে তা এলজিইডির একটি স্থায়ী ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ক্রিলিকের আওতায় অনেকগুলো কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ৪-৬ ফেব্রুয়ারি কেএফডব্লিউ মিশন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) এর কার্যক্রম পরিদর্শন করে এবং টিম ডিসকাশন অন ইমপ্রুভিং সাসটেইনেবিলিটি ফর ক্রিলিক বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।

এলজিইডি কর্তৃক আয়োজিত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ এ ক্রিলিক অংশগ্রহণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা অবহিতকরণসহ জলবায়ু বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও তথ্য তুলে ধরে।

ঢাকায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলন ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান (ন্যাপ) এক্সপো ২০২৪ এলজিইডির কার্যক্রমে জলবায়ুর প্রভাব মূল্যায়ন করে কীভাবে কাজ করছে তা ক্রিলিকের সহায়তায় ভিডিওগ্রাফি, ব্রোশিউর ও ডিসপ্লে-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান (ন্যাপ) এক্সপো ২০২৪ এ বিশ্বের ১০৪টি দেশের ৩৮৩ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে ২২ থেকে ২৫ এপ্রিল মোট চার দিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিলিকের আয়োজনে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণে কেএমএস ব্যবহার উপযোগী ও মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ২৯ এপ্রিল পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস) বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্প এলাকা ভোলা, বরগুনা ও সাতক্ষীরায় ১৫ মে ২০২৪ হতে ৬ জুন ২০২৪ পর্যন্ত তিন জেলায় ছয়টি ব্যাচে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত স্থানীয় সাংবাদিক ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ১শ' জন সাংবাদিক ও বিশটি সরকারি-বেসরকারি কলেজের ৩শ' জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

Training on Budget Preparation for Pourashava